প্রশ্নোত্তরে

আকায়েদ ও মাসায়েল শিক্ষা

মূল ঃ আল্লামা শেখ জাঈন ইবনে ছামীত আলভী হোসাইনী

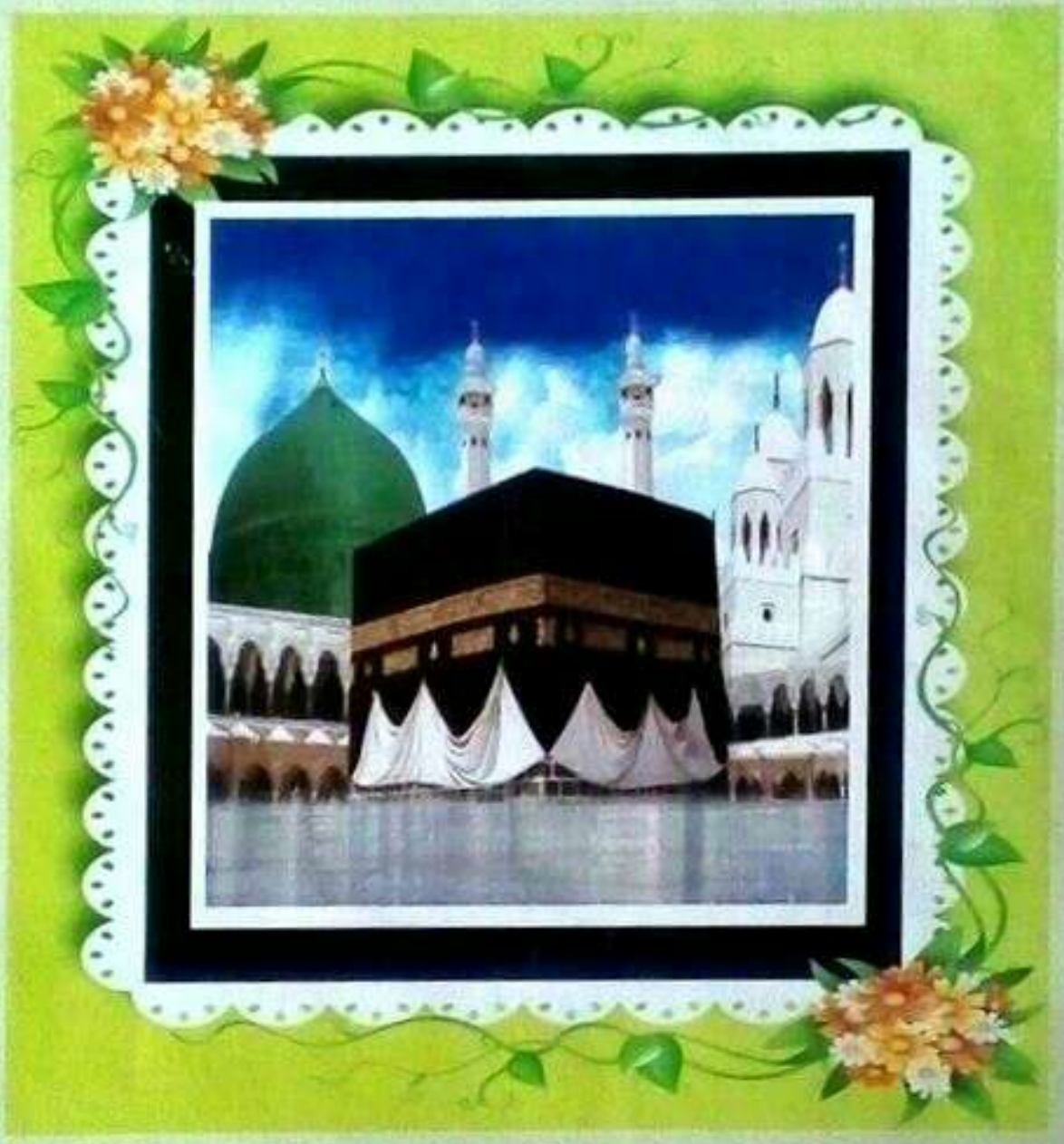

অনুবাদ ঃ অধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা এম এ জলিল

(এম এম, এম এ, বিসিএস)

প্রশ্নোত্তরে
আকায়েদ ও মাসায়েল শিক্ষা

-ঃ সুচীঃ-

ক্রমিক নং	বিষয়ঃ-	পৃষ্ঠা নং
	গ্রন্থকার, প্রকাশক সৈয়দ ইউসুফ রেফায়ীও অনুবাদকের কথা এবং পুস্তক পরিচিতি	৪
১।	**প্রথম অধ্যায় ঃ ওয়াসিলা ধরা প্রসঙ্গেঃ** (আম্বিয়া ও আউলিয়ায়ে কেরামকে ওয়াসিলা ধরার পদ্ধতি, ওয়াসিলা ধরার দলীল, ইনতিকালের পর ওয়াসিলা ধরার প্রমাণ,বিপথগামীদের প্রশ্ন ও জবাব	৯
২।	**দ্বিতীয় অধ্যায়- ইসতিগাসা বা রুহানী সাহায্য প্রার্থনা প্রসঙ্গেঃ** (আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার বিধান, বৈধতার দলীল, ইনতিকাল প্রাপ্তদের দ্বারা উপকার লাভ করার প্রমাণ, নবীগণ স্বস্ব রওজা মোবারকে সশরীরে জীবিত থাকার দলীল, শহীদ ও ওলীগনের জীবিতাবস্থার প্রমাণ)	২০
৩।	**তৃতীয় অধ্যায় – তাবাররুক প্রসঙ্গে ঃ** (বুযুর্গানের তাবাররুক সংগ্রহও সংরক্ষণের বৈধতা ও প্রমাণ সমূহ)	২৯
৪।	**চতুর্থ অধ্যায় – মাযার ও কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে ঃ** (আম্বিয়া, আউলিয়াও সাধারণের রওযা, মাযার ও কবর যিয়ারতের বিধান ও দলীল, মহিলাদের মাযারে গমন, মহিলাদের ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির জবাব, যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা প্রসঙ্গে বিরোধীদলের আপত্তি উত্থাপন ও তার জবাব এবং হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা)	৩২
৫।	**পঞ্চম অধ্যায় – কবরবাসীদের শ্রবণ শক্তি প্রসঙ্গে ঃ** (কবরবাসীগণ যিয়ারত কারীর কথা শুনেন ও দেখেন, কবরবাসীদের শ্রবণ সম্পর্কীত দলীল প্রমাণ, বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি ও তার খন্ডন)	৩৯
৬।	**ষষ্ঠ অধ্যায় – কবরের নিকটে কোরআন তিলাওয়াত প্রসঙ্গে ঃ** (ইসালে সাওয়াবের দলীল, মৃতদের নিকট তিলাওয়াতের দলীল সমূহ, আমলের সাওয়াব অন্যকে দান করা প্রসঙ্গে- বাতিল পন্থীদের আপত্তি ও তার উপযুক্ত খন্ডন, এসম্বর্কীত আয়াত ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা)	৪৩
৭।	**সপ্তম অধ্যায় – মাযার পাকাও গম্বুজ করা ও হাতে স্পর্শ করা প্রসঙ্গেঃ** (মাযার চুম্বনের হাদীস ভিত্তিক দলীল, হাতে স্পর্শ করে বরকত গ্রহণ করার প্রমাণ ও ইমামগনের ফতোয়া, বিরুদ্ধবাদীদের অপব্যাখ্যা ওতার জবাব)	৫২
৮।	**অষ্টম অধ্যায় – কবর তালক্বীন প্রসঙ্গে ঃ** (তালক্বীন কি? তালক্বীনের দলীল, তালক্বীনের নিয়ম)	৫৮

ক্রমিক নং	বিষয়ঃ-	পৃষ্ঠা নং
৯।	নবম অধ্যায় – আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে/ দরবারে পশু যবেহ্ প্রসঙ্গেঃ (মাযারে পশু যবেহ্ করার উদ্দেশ্য, মাযারে হাদিয়া ও নযরানা পেশের দলীল, ইন্তিকাল প্রাপ্তদের জন্য দান খয়রাত করার প্রমানাদী)	৬১
১০।	দশম অধ্যায় – আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যের নামে শপথ বা কসম করা প্রসঙ্গে ঃ (অন্যের নামে কসম করার শরিয়তী বিধান, কবর বা কবরবাসীর নামে শপথের অর্থ)	৬৬
১১।	একাদশ অধ্যায় – কারামাত প্রসঙ্গঃ (আউলিয়ায়ে কেরামের কারামাত তাঁদের জীবদ্দশায় এবং মাযারে প্রকাশ পাওয়ার দলীল, আসহাবে কাহাফ ও আসিফ বিন বারখিয়া সহ অসংখ্য অলীর কারামাত, হাদীসে কারামাতের উল্লেখ, বড়পীর সাহেবের কারামাত)	৬৭
১২।	দ্বাদশ অধ্যায় – জাগ্রত অবস্থায় নবী করিম (দঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ প্রসঙ্গেঃ (বিভিন্ন হাদীসে জাগ্রত অবস্থায় নবীজীর দীদারের প্রমাণ, বাতিল পন্থীদের অপব্যাখ্যা খন্ডন)	৭৪
১৩।	এয়োদশ অধ্যায় – হযরত খিযির (আঃ)-এর জীবিত থাকা প্রসঙ্গেঃ (হাদীসে হযরত খিযির (আঃ)-এর জীবিত থাকার আভাস)	৭৬
১৪।	চতুর্দশ অধ্যায় – কোরআনের আমল দ্বারা রোগমুক্তি প্রসঙ্গে ঃ (কোরআনও হাদীসের দলীল, কোরআন ও হাদীস দ্বারা ঝাঁড় ফুঁক করা বিষয়ে ওহাবীদের বর্ণিত হাদীস ও তার সঠিক ব্যাখ্যা)	৭৮
১৫।	পঞ্চদশ অধ্যায় – মিলাদ- কিয়াম ও বিদ্আত্ প্রসঙ্গেঃ (মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠানের ইতিহাস ও প্রামানিক দলীল, মিলাদ মাহফিলের পক্ষে খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য ইমামগনের রায়, বিদআতের সংজ্ঞা এবং শ্রেণীভেদ, মিলাদ ও কিয়াম বিরোধীদের বিদ্আতের ফতোয়া খন্ডন, হাদীস ভিত্তিক দলীল, ইমামগনের রায়)	৮২
১৬।	ষোড়শ অধ্যায় – হালকায়ে যিকির ও জলী যিকির প্রসঙ্গ ঃ (হাদীস ভিত্তিক হালকায়ে যিকিরের প্রমাণ, জলী যিকিরের দলীল)	৯৩
১৭।	সপ্তদশ অধ্যায় – আহ্লে বাইত-এর প্রতি মহববৎ প্রসঙ্গঃ (কোরআন ও হাদীসের দলীল, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর উক্তি)	৯৮
১৮।	অষ্টাদশ অধ্যায় – আহলে বাইত-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ প্রসঙ্গেঃ (কোরআন ও হাদীসের সতর্ক বাণী)	১০৪
১৯।	উনবিংশ অধ্যায় – নবী করিম (দঃ)-এর আহ্লে বাইত-এর ফযিলত প্রসঙ্গেঃ (আহ্লে বাইতের সংজ্ঞা ও পরিচয়, আহ্লে বাইতের ফযিলত ও মর্তবা)	১০৮
২০।	বিংশ অধ্যায় – আহ্লে বাইত-এর নাজাত প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের সন্দেহ খন্ডন প্রসঙ্গেঃ (বাতিল পন্থী– নজদী অনুসারীদের একটি হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা এবং আহ্লে হক কর্তৃক তার সঠিক ব্যাখ্যা, নবীজী শাফাআতের মালিক ও খোদা প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী)	১১৭
২০।	একবিংশ অধ্যায় ঃ নবী করিম (দঃ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার উপকারিতা প্রসঙ্গেঃ	১২১

গ্রন্থকারের কথা

আরবী

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلحمد الله الهادي الدليل، ونسأله الهداية إلى سواء السبيل، والحماية من الضلال والتضليل، وأن يصلي ويسلم على سيدنا ورسولنا محمد الداعي إلى كل خلق جميل ومقصد نبيل وعلى اله وأصحابه والتابعين له باحسان بالغدووالاصيل.

وبعد . . فهذه رسالة مختصرة وأجوبة مسطرة تتعلق بعقيدة الفرقة الناجين أهل السنة والجماعة الذين هم السواد الأعظم من المسلمين وضعتها على صورة السؤال والجواب ليسهل درسها على الطلاب المبتدئين وطلاب الحق السائلين والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل.

অনুবাদঃ

আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা- যিনি হেদায়াতদানকারীও পথ প্রদর্শক। তাঁর কাছেই সোজা পথের হেদায়াত প্রার্থনা করছি এবং গোমরাহী ও গোমরাহকারী থেকে পানাহ চাচ্ছি। তিনি আমাদের মনিব ও রাসূল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন- যিনি সমগ্র সৃষ্টি ও মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি আহবানকারী। তাঁর আহলে বায়ত, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন গনের উপরও আল্লাহ্ তায়ালা আপন করুনায় সকাল সন্ধ্যায় রহমত নাজিল করুন।

অতঃপর এই পুস্তকখানি ক্ষুদ্র অথচ বিস্তারিত জবাব সমৃদ্ধ। মুসলিম মিল্লাতের সংখ্যা গরিষ্ঠ নাজাত প্রাপ্ত দল- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার সাথে এ পুস্তকের সম্পর্ক। আমি প্রশ্নোত্তর আকারে গ্রন্থখানি রচনা করেছি- যাতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও সত্য পথ অনুসন্ধানীদের বুঝতে সহজ হয়। আল্লাহই একমাত্র সঠিক পথের হেদায়াত দানকারী।

(আল্লামা শেখ জাঈন ইবনে হামীত আলজী হোসাইনী)

কুয়েত

بسم الله الرحمن الرحيم

মূল কিতাব প্রকাশকের কথা

مقدمة الناشر

احمده تعَالَى واصلى وأسلم على عبده ورسوله وحبيبه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله الكرام وأصحابه وأوليائه من أمته امين.

وبعد : فإني لماأطلعت على المخطوطة التي كتبها الأخ الحبيب العلامة الشيخ زين بن سميط ال باعلوي الحسيني الشافعي، سرتني كثيراً، ووجدتها مفيدة ونافعة، وفيها الإجابة السديدة مع الأدلة الشرعية الموثوقة من الكتاب والسنة لكثير من المسائل الخلافية التي يدور فيها النقاش بين السواد الأعظم من أهل السنة والجماعة وبين الأقلية من المخالفين.

لذلك استعنت بالله تعالى على نشرها باسم (مسائل كثر حولها النقاش والجدل) سائلا المولى تعالى أن يتقبل جهد المؤلف الكريم فيما ألف وجهدي فيما نشرت وأن يؤلف بها القلوب والعقول على كلمة سواء بين المسلمين إنه تعالى خير مسؤول وأكرم مأمول والحمد لله رب العالمين.

يوسف السيد هاشم الرفاعي

অনুবাদঃ

আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা; আর আল্লাহর প্রিয় একক বান্দা মহান রাসুল ও প্রেমাস্পদ হাবীব এবং আমাদের নবি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দ:)- এর উপর শত সহস্র দরূদও সালাম- যিনি সৃষ্টির মূল এবং মহান নবী । তাঁর আওলাদে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামের উপরও দরূদ এবং সালাম। আমিন!

অতঃপর- আমি যখন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আল্লামা শায়খ জাঈন ইব্নে হামীদ আলভী হোসাইনী শাফেয়ী রচিত পাণ্ডুলিপি খানা দেখলাম- তখন অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। পাণ্ডুলিপি খানা খুবই ফলদায়ক ও উপকারী বলে আমার মনে হলো। উক্ত কিতাব খানার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ- তথা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং সংখ্যালঘু বিরোধী সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে যেসব মাস্আলা মাসায়েল বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে- সে গুলো প্রমান করার জন্য দাঁত ভাঙ্গা অকাট্য দলীলাদি মওজুদ রয়েছে-যা কোরআন ও সুন্নাহ হতে আহরিত হয়েছে।

একারনেই আমি আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে উক্ত গ্রন্থখানা "মাছায়েলা কাছুরা হাওলাহান নিকাশ ওয়াল জাদাল" বা বিরোধীদের ভ্রান্তির বেড়া জালে আটকে পড়া মাসায়েল নামে প্রকাশ করার মনস্থ করেছি। মহামনিব আল্লাহ্ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করছি, যেন তিনি গ্রন্থের সম্মানিত লেখকের সাধনা এবং গ্রন্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আর এর দ্বারা যেন সমস্ত অন্তর এবং চিন্তা চেতনাকে তিনি এক সূত্রে গ্রথিত করে দেন । মুসলমানের মধ্যে যেন আকিদার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তায়ালার নিকটই প্রচেষ্টার উত্তম পুরস্কার আশা করা যায় এবং কাঙ্খিত আশা পূরনের আস্থা রাখা যায়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনেরই একক প্রাপ্য।

সৈয়দ ইউসুফ সৈয়দ হাশেম রেফায়ী-কুয়েত

السيد يوسف هاشم الرفاعى الكويت

المترجم - الحافظ محمد عبد الجليل (البنغالى)

অনুবাদকের কথা

ঈমান ও আকায়েদ- ইসলামের মূল। আমল- তথা নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদি তার শাখা। মূল ঠিক থাকলে শাখাও ঠিক থাকে। মুল নষ্ট হয়ে গেলে শাখাও নষ্ট হয়ে যায়। যার ঈমান ও আকিদা সঠিক , তার আমলও কাজে লাগবে। যার আকিদা ঠিক নেই, তার সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে। শয়তান পৌনে সাত লাখ বছর ইবাদত করার পর যখন আদম (আ) কে অসম্মান করলো- তখন তার ঈমানও নষ্ট হয়ে গেল এবং সে কাফেরে পরিণত হলো। সাথে সাথে তার সমস্ত আমলও বরবাদ হয়ে গেল। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ- ঈমানও আকিদা ঠিক রাখা। নতুবা অজান্তে ভ্রান্ত আকিদার শিকার হয়ে যে কোন সময় ঈমান হারা হয়ে যেতে পারে।

ইসলামে ৭২ টি বাতিল ফের্কা আছে। একটি মাত্র মূলদল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নবী করিম (দঃ), সাহাবায়ে কেরামও আউলিয়ায়ে কেরামের অনুসারী দলটিই একমাত্র নাজাত প্রাপ্ত দল। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নামে এই দলটি পরিচিত। স্বয়ং নবী করিম (দঃ) ৭২টি বাতিল ফের্কার কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ করেছেন (তিরমিজি)। সুতরাং এসব বাতিল ফের্কা থেকে বেঁচে থাকা এবং হক দলের অনুসরন করা কর্তব্য। যেসব আকিদা ও বিশ্বাসের কারনে বাতিল দল পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে-সেগুলো জানা দরকার। সাথে সাথে নবী করিম(দঃ) ,সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরাম এবং মযহাবের ইমামগন যেসব আকিদা পোষন করতেন- সেগুলো জানাও অনুসরন করা একান্ত কর্তব্য। তাই বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে হক আকিদা পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হলো। সত্য প্রকাশের নির্ভিক সৈনিক জনাব মোঃ আবদুল মতিন, জনাব মোহাম্মদ জামাল, জনাব মোঃ হাসেম, জনাব মোঃ আবু সাঈদ মিয়া, যারা অত্র মূল্যবান গ্রন্থখানা প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন- তাদের পিতা-মাতা সহ সকল মুরুব্বীদের রূহের মাগফিরাত এবং তাঁর জাগতিক ও পারলৌকিক সার্বিক কল্যাণের জন্য করুণাময় আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করছি।

—অনুবাদক

পুস্তক পরিচিতি

অনূদিত উক্ত পুস্তক খানা প্রশ্নোত্তর আকারে আরবীতে রচিত। রচনা করেছেন কুয়েতের শায়খ সাইয়েদ জাঈন ইব্নে সামীত আলভী হোসাইনী শাকেয়ী। কিতাব খানার আরবী নাম রেখেছেন কুয়েতের সাইয়েদ আল্লামা ইউসুফ ইব্নে সাইয়েদ হাশেম রিফায়ী "মাছায়েলা কাছুরা হাওলাহান নিকাত ওয়াল জাদাল" অর্থাৎ "বাতিল পন্থীদের ভ্রান্তির বেড়াজালে মাছায়েল"। তিনি এর প্রকাশকও। আল্লামা ইউসুফ রেফায়ী সাহেব কুয়েতের প্রাক্তন কেবিনেট মন্ত্রী ও সুন্নীপন্থী আলেম। তাঁর পূর্ব পুরুষ সৈয়দ আহমদ কবীর রেফায়ী (রাঃ) ৫৭৮ হিজরীতে গাউসে পাক (রাঃ) এর ইনতিকালের ১৮ বৎসর পর ইনতিকাল করেছেন। হযরত বড়পীর সাহেব (রাঃ) তাঁর পরবর্তী তৃতীয় গাউস হিসাবে উক্ত সৈয়দ আহমদ কবীর রেফায়ী (রাঃ) কে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রথম গাউস নিযুক্ত হয়েছিলেন সৈয়দ আদী বিন হাইতী (রাঃ)। দ্বিতীয় গাউস ছিলেন ইমাম ছারছারী (রাঃ)। ছারছারী মাত্র ৭দিনের জন্য গাউস নিযুক্ত হয়েছিলেন। আদী বিন হাইতী ৩ বৎসর ও সৈয়দ আহমদ রেফায়ী ছিলেন ১৫ বৎসর গাউস পদে। (ফতুয়ায়ে ইমাম আহমদ রেজা (রাঃ)- সূত্র সুন্নী দুনিয়া মাসিক পত্রিকা- বেরেলী শরীফ ১৯৯৫ ইং সেপ্টেম্বর সংখ্যা)। আল্লামা ইউসুফ রেফায়ী (কুয়েত) বর্তমানে বাংলাদেশে খুবই পরিচিত। কেননা তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রেফায়ী তরিকার প্রচার করেন এবং মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকা, লেকাখানা ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান করে থাকেন। প্রথমে বাংলাদেশী ওহাবীরা সুন্নী সেজে তাঁকে প্রতারিত করেছে এবং কোটি কোটি টাকা বাগিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে সুন্নীদের তৎপরতায় তাদের মুখোশ খসে পড়েছে এবং আল্লামা ইউসুফ রেফায়ী সাহেব তাদের থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছেন এবং সুন্নী প্রতিষ্ঠানের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি নিজেও অনেক সুন্নী কিতাব লিখেছেন- যেমন আদিল্লাতু আহলিছ ছুন্নাত" যা বর্তমানে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে তিনি সউদী সরকারের বাতিল আকিদা খন্ডন করেছেন। আল্লামা ইউসুফ রেফায়ী সাহেব অন্যান্য সুন্নী কিতাবও নিজ খরচে প্রকাশ করেছেন। বক্ষমান আরবী কিতাব খানা তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ও ইসলামী গবেষক শায়খ সাইয়েদ জাঈন ইব্নে সামীত (কুয়েত) -এর লিখিত। রেফায়ী সাহেব আমাকে উক্ত কিতাব সহ কয়েকখানা আরবী ও ইংরেজী কিতাব উপহার হিসাবে দিয়েছেন। বক্ষমান কিতাব খানা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমাদের দেশের সাধারন মানুষের জন্য এবং বিশেষ করে সুন্নী আন্দোলনে রত ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য- কিশোর সিরিজ হিসাবে অনুবাদ করে প্রকাশ করার চিন্তা ভাবনাই আমাকে এর বাংলা অনুবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভবিষ্যতে আরও কিশোর সিরিজ লিখার ইচ্ছা রইলো। অনুবাদের সাথে সাথে দেশের পরিবেশের সাথে গ্রন্থখানাকে সামঞ্জস্যশীল করার লক্ষে কিছু টীকা ও অতিরিক্ত দলীল সংযোজন করে এর নাম রেখেছি- "প্রশ্নোত্তরে আকায়েদ ও মাসায়েল শিক্ষা"। অনুবাদ জনিত ভাষার ত্রুটি ও ছাপার ত্রুটির জন্য পাঠকের নিকট ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। আল্লাহ্ রাববুল আলামীন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সুন্নীয়তের আলো পৌঁছিয়ে দিন। আমাদের কাজ শুধু নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহ কবুল করুন।

বিনীত অনুবাদক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

উছিলা ধরা প্রসঙ্গ

(اَلتَّوَسُّلُ)

প্রশ্ন : আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামের উছিলা ধরা শরীয়ত মতে জায়েয কিনা?

উত্তরঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামকে উছিলা ধরা, তাঁদের নিকট ফরিয়াদ করা ও সাহায্য প্রার্থনা করা- ইহকালীন ও পরকালীন- উভয় ক্ষেত্রেই শরীয়ত মতে ও আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ঐক্য মতে জায়েয। আহ্‌লে সুন্নাতকে হাদীস শরীফে ছেওয়াদে আজম বা সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানের দল বলা হয়েছে এবং তাঁদের অনুসরন করার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। তাঁদের ঐক্যমত বা ইজমা সত্যের দলীল । কেননা, অসত্যের উপর সকলে একমত হতে পারেনা। তাঁদের ইজমা ভুলত্রুটি হতে মুক্ত। এ প্রসঙ্গে নবী করিম (দঃ)-এর কয়েকখানা হাদীস শরীফ প্রনিধান যোগ্য।

১। ইমাম আহমদ ও তাবরানী কর্তৃক রেওয়ায়াতকৃত হাদীসে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

سَأَلْتُ رَبِّى اَنْ لَاتَجْتَمِعَ اُمَّتِى عَلٰى ضَلَالَةٍ فَاَعْطَانِيْهَا (اِمَامُ اَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِىُّ)

অর্থ : আমি আমার রবের দরবারে এই ফরিয়াদ করেছি যে, আমার সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত যেন কোন বাতিল বিষয়ে একমত না হয়। আল্লাহ্ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন - (ইমাম আহমদ ও তাবরানী)। এতে বুঝা গেল- যে বিষয়ে জমহুরে উম্মত একমত হয় -তা বাতিল নয়।

২। ইমাম হাকেম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে নবী করিম (দঃ) এর বানী উদ্ধৃত করেছেন এ ভাবে-

لَا يَجْمَعُ اللّٰهُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ اَبَدًا - وَوَرَدَ مَا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ - (رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ তায়ালা আমার সমস্ত উম্মতকে গোমরাহীর বিষয়ে কখনও ঐক্যমত্য করবেন না"। আরও এরশাদ করেছেনঃ "মুসলমানগনের মতে যাহা ভাল ও উত্তম, তাহা আল্লাহ্র নিকটও উত্তম বলে গন্য " (হাকেম ও তবরানী)।

এতে প্রমানিত হলো যে, সাংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত কখনও বাতিল বিষয়ে একমত হবেনা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগন যে বিষয়কে ভাল বলেন- তাহা আল্লাহ্র নিকটও ভাল। যেহেতু মুসলমানগনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের মতেই আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের উছিলা ধরা উত্তম– সেহেতু আল্লাহ্র নিকটও উহা উত্তম। ইহা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্নঃ উছিলা ধরার অর্থ কি? কিভাবে উছিলা ধরা হয়?

উত্তরঃ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগনকে স্মরণ করে তাঁদেরকে মাধ্যম বানিয়ে বরকত লাভ করার নাম উছিলা। আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের কারনেই আপন বান্দাদেরকে রহম করেন। অতএব- ঐ সব নেক বান্দাগনকে উছিলা ধরার সরল অর্থ হচ্ছে- তাঁদেরকে মাধ্যম বা চ্যানেল ধরে মনোবাঞ্ছা পূরনের জন্য এবং মাক্সুদ হাসিলের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করা। কেননা, তাঁরা আমাদের তুলনায় আল্লাহ্র অতি নিকটে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের দোয়া ও সুপারিশ কবুল করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে একখানা হাদীস শরীফ উল্লেখযোগ্য। যথাঃ

বোখারী শরীফে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে একখানা হাদীসে কুদ্সী উল্লেখ করে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

(قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى) مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ

سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَلَئِنْ سَئَلَنِىْ لَاُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لَاُعِيْذَنَّهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষনা করেছেনঃ যে কেউ আমার কারনে আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষন করে, আমি তাকে যুদ্ধের জন্য আহবান জানাই। আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আমার সর্বাধিক প্রিয় যে ইবাদত করে- তা হচ্ছে আমার নির্ধারন-কৃত ফরজ ইবাদত। আর তার ইচ্ছাকৃত নফল ইবাদতের মাধ্যমেও ক্রমশঃ বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে আমার প্রিয় বন্ধু হয়ে যায়। আর যখন সে আমার বন্ধু হয়ে যায়- তখন আমি তার শ্রবন শক্তি (কান) হয়ে যাই -যার মাধ্যমে সে শুনতে পায়। আমি তার দৃষ্টিশক্তি (চোখ) হয়ে যাই - যার মাধ্যমে সে দেখতে পায়। আমি তার ধারন শক্তি (হাত) হয়ে যাই- যার মাধ্যমে সে ধরে। আমি তার চলনশক্তি (পা) হয়ে যাই - যার মাধ্যমে সে চলাচল করে। আর যদি সে আমার কাছে কিছু চায়- তবে অবশ্য অবশ্যই আমি তাকে তা দেই। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই তাকে আমি আশ্রয় দেই"। -বোখারী শরীফ।

এতে প্রমানিত হলো- আল্লাহর প্রিয় বান্দার ডাক আল্লাহ শুনেন। তাঁরা আল্লাহতে মিশে যান (ফানা হয়ে যান)। তাদের মধ্যে খোদা প্রদত্ত (কুদরতি) শ্রবন শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, ধারন শক্তি ও চলৎশক্তি এসে যায়। এগুলোকে কারামত বলে। অতএব- তাঁদের সুপারিশ আল্লাহ্ কবুল করেন। যেমন- লোহা আগুন নয়। কিন্তু আগুনের সংস্পর্শে এলে সে আগুনের শক্তি লাভ করে। তখন সেও আগুনের ন্যায় জ্বালাতে পারে। অদ্রুপ- আল্লাহর অলীগন আল্লাহ নহেন। কিন্তু ফানা ফিল্লাহ হয়ে গেলে খোদায়ী কুদরতি শক্তি লাভ করেন। তারা খোদার নিকট যা চান- তা পান। সেজন্যই লোকেরা মাজারে যান- অনুবাদক।

প্রশ্ন ঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামকে উছিলা ধরার কোন দলীল প্রমান আছে কি?

উত্তরঃ হাঁ, আছে। অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা এর প্রমান পাওয়া যায়। যথাঃ-

১। ইমাম তিরমিজি, ইমাম নাছায়ী, ইমাম বায়হাকী ও ইমাম তাবরানী সহীহ্ সনদের মাধ্যমে সাহাবী হযরত উসমান ইব্নে হানীফ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ-

ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله ان يكشف عن بصرى فقال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه فامره صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ فيحسن وضوؤه ويدعو بهذا الدعاء : اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة-يامحمد انى اتوجه بك الى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لى-اللهم شفعه فى فذهب ثم رجع وقد كشف الله عن بصره-وفى رواية البيهقى فقام وقد ابصر-

অর্থ ঃ "ওসমান ইব্নে হানীফ (রাঃ) বলেনঃ এক অন্ধ সাহাবী নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করলো- ইয়া রাসুলাল্লাহ। আপনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন- যেন তিনি আমার অন্ধত্ব দুর করে দেন। হুজুর আকরাম (দঃ) তাঁকে বললেন- যদি তুমি চাও , তাহলে আমি দোয়া করবো। আর যদি ইচ্ছা করো, তাহলে সবর করতে পারো। এটা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। উক্ত সাহাবী বললেন- বরং আপনি আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য দোয়া করুন। তাঁর অনুরোধে নবী করিম (দঃ) তাঁকে উত্তমরূপে অজু করে এই দোয়া পড়তে শিখিয়ে দিলেন-" হে আল্লাহ্ । আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি এবং তোমার নবী- যিনি রহমতের নবী -সেই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম -কে উছিলা করে তোমার দিকে আমি মুতাওয়াজ্জাহ্ (মনোযোগী) হলাম। হে প্রিয় মুহাম্মদ (দঃ), আমি আমার এই মাকসুদ পূরনের জন্য আপনার মাধ্যমে (উছিলায়) আল্লাহ্র দিকে

মুতাওয়াজ্জহ্ হলাম। হে আল্লাহ্! তুমি আমার মাকসুদ পূরনের ব্যাপারে হুজুর (দঃ)-এর সুপারিশ কবুল করো।" এই দোয়া করে ঐ সাহাবী চলে গেলেন। তারপর পুনরায় ফিরে আসলেন। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তাঁর চক্ষু ভাল করে দিয়েছেন। বায়হাকীর বর্ননায় আছে- উক্ত সাহাবী উঠে দাঁড়াতেই তাঁর চক্ষু ভাল হয়ে গেলো।" (তিরমিজি, নাছায়ী, বায়হাকী, তবরানী)

পর্যালোচনাঃ এই হাদীসের মধ্যে লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে- অন্ধত্ব দূর করার জন্য সাহাবী একবার আল্লাহকে সম্বোধন করেছেন। আর একবার রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে সম্বোধন করেছেন। এই ভাবে সম্বোধন করা জায়েয। হাদীস বিশারদগন বলেছেনঃ এই হাদীসে নবী করিম (দঃ) কে উছিলা করে দোয়া করা এবং নবী করিম (দঃ) কে সম্বোধন করে ডাক দেয়ার প্রমান পাওয়া যায়। এই দোয়া এস্তেমাল করেছেন-সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, সলফে সালেহীন ও পরবর্তী বুযুর্গানে দীন- তাঁদের মকসুদ পূরনের জন্য।

উক্ত হাদীসে আরও প্রমানিত হয় যে- নবীজির জীবদ্দশায় এবং ইন্তিকাল পরবর্তী সময়ে যাদের চোখের দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গিয়েছিলো, সেসব বুযুর্গানে দীন উপরোক্ত আমল করে সকলেই দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। এতে প্রমানিত হলো- হুজুর (দঃ)-এর ইন্তিকালের পরেও তাঁকে উছিলা ধরা যায়। সত্যি কথা এই- হুজুর (দঃ)-এর আগমনের পূর্বেও সকল নবী এবং সকল উম্মত তাঁর পবিত্র নামের উছিলা ধরেই বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। যেমন ঃ হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল, নূহ (আঃ)-এর কিস্তি ঝড় তুফান থেকে রক্ষা পাওয়া, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নমরুদের অগ্নিকুন্ড থেকে নিষ্কৃতি লাভ- ইত্যাদি। এগুলো নবীযুগের হাজার হাজার বৎসর পূর্বের ঘটনা। সুতরাং উছিলা ধরা শুধু জায়েযই নয়- বরং নবীগনেরই ছুন্নাত -অনুবাদক।

২। কোন সাহাবী বা ওলীর উছিলা ধরার প্রমান নিম্ন বর্নিত হাদীস খানা - যা বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছেঃ-

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

كَانَ اِذَا قُحِطُوْا اِسْتَسْقٰى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ -(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অর্থ : হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্নিত - তিনি বলেনঃ হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে যখন অনাবৃষ্টির কারনে দেশে দূর্ভিক্ষ দেখা দিত, তখন তিনি হযরত আব্বাস ইব্নে আবদুল মোত্তালিব (রাঃ) কে উছিলা করে খোদার কাছে বৃষ্টি কামনা করতেন এবং ইস্তিস্কার নামাজ পড়তেন। হযরত ওমর (রাঃ) এভাবে দোয়া করতেনঃ "হে আল্লাহ্, এতদিন আমরা নবী করিম (দঃ)-এর উছিলা দিয়ে বৃষ্টি কামনা করতাম। বর্তমানে নবীজীর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) কেও উছিলা করে তোমার কাছে বৃষ্টি কামনা করছি। তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দাও"। হযরত আনাছ (রাঃ) বলেনঃ এভাবেই লোকেরা বৃষ্টি পেতো - বুখারী।

হাদীস বিশারদ উলামা ও ইমামগন বলেছেনঃ এই হাদীস স্পষ্টভাবে প্রমান করছে যে, বুযুর্গানে দ্বীনের উছিলা করে দোয়া করা হযরত ওমরের (রাঃ) ছুন্নাত। কেননা, হযরত আব্বাস (রাঃ) ছিলেন রাসুল (দঃ)-এর চাচা এবং বিশিষ্ট সাহাবী। লোকেরা তাঁকে উছিলা করে বৃষ্টি প্রার্থনা করার সাথে সাথে বৃষ্টিপাত হতো। নবীজীর বংশের গুন এবং বুযুর্গীর মর্যাদা আল্লাহ্র নিকট অতি উচ্চ।

প্রশ্নঃ ইনতিকাল প্রাপ্ত কাউকে উছিলা ধরা যায় কিনা?

উত্তর : হাঁ। ইন্তিকালের পরও কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে উছিলা ধরা যায়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম (রহ:) পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, উছিলা ধরার ক্ষেত্রে হায়াত- মউতের মধ্যে কোন পাথর্ক নেই। ইমাম গাজজালী (রাঃ) বলেছেন-

مَنْ يَسْتَمِدُّ بِهٖ فِيْ حَيَاتِهٖ يَسْتَمِدُّ بِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ (اِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ-اَلْبَصَائِرُ-حَمْدُ اللّٰهِ الدَّاجُوْيُ)

অর্থ : "জীবদ্দশায় যার কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয, ইন্তিকালের পরেও তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয" -(ইহ্ইয়াউল উলূম এবং আল- বাহ্রায়ের)-অনুবাদক।

প্রশ্নঃ ইন্তিকালের পর কাউকে উছিলা ধরার কোন বাস্তব প্রমান আছে কি?

উত্তরঃ অবশ্যই আছে। অসংখ্য প্রমান পেশ করা যেতে পারে। যেমন- ওহাবী সম্প্রদায়েরই নেতা ইব্নে কাইয়েম তার যাদুল মাআদ গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর একখানা হাদিস উল্লেখ করেছেনঃ-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ-قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَيْتِهٖ اِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هٰذَا اِلَيْكَ فَاِنِّىْ لَمْ اَخْرُجْ بَطَرًا وَلَا اَشِرًّا وَلَارِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَاِنَّمَا خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ اَسْاَلُكَ اَنْ تُنْقِذَنِىْ مِنَ النَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ فَاِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّاَنْتَ-اِلَّا وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهٗ وَاَقْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهٖ حَتّٰى يَقْضِىَ صَلَاتَهٗ- (زَادُالْمَعَادِ)

অর্থ : "হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ননা করেন- নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হবার সময় এই দোয়া পাঠ করবেঃ "হে আল্লাহ! প্রার্থনাকারীগনের যে মর্যাদা তুমি দিয়েছো-তাঁদের সে মর্যাদার উছিলা ধরে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আরও উছিলা ধরছি- তোমার পথে আমার এই চলাকে । কেননা, আমিতো অহঙ্কার করার জন্য বা খারাপ উদ্দেশ্যে, লোক দেখানো বা সুনাম অর্জনের জন্য বের হয়নি। আমি বের হয়েছি তোমার অসন্তোষ

থেকে বাঁচবার জন্য এবং তোমার রেজামন্দি তলব করার জন্য। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি- তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো এবং আমার গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করো। তুমি ব্যতিত আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারেনা। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেনঃ এভাবে দোয়া চাইলে আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেস্তা নিয়োজিত করে দেন। ঐ ফেরেস্তারা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা তার দিকে (রহমতের দৃষ্টি দিয়ে) তাকিয়ে থাকেন- যতক্ষন না সে নামাজ শেষ করে"। (যাদুল মাআদ- ইবনে কাইয়েম ওহাবী ও ইবনে মাজা)। এখানে প্রার্থনাকারী বলতে জীবিত ও মৃত সকলকেই বুঝানো হয়েছে। কাজেই ইনতিকালের পর কাউকে উছিলা ধরা জায়েয প্রমাণিত হলো।

২। ইমাম বায়হাকী, ইব্‌নে সুন্নী, হাফেজ আবু নোয়াইম প্রমুখ মোহাদ্দেস ও ইমামগন নবী করিম (দঃ)-এর নামাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময়ের দোয়া এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! তোমার কাছে প্রার্থনাকারীদের যে মর্যাদা রয়েছে, সে মর্যাদার উছিলা দিয়ে আমি প্রার্থনা করছি"। (বায়হাকী, ইব্‌নে সুন্নী, আবু নোয়াইম)।

পর্যালোচনাঃ ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ওলামাগন উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমান করেছেন যে, জীবিত অথবা ইন্‌তিকাল প্রাপ্ত -যে কোন প্রার্থনাকারী মোমেন বান্দার উছিলা ধরা পরিস্কার ভাবে জায়েয। নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামকে উক্ত দোয়া পাঠ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অতীত যুগের সকল বুযুর্গানে দ্বীন নামাজে যাওয়ার সময় উক্ত দোয়া এস্তেমাল করতেন। কাজেই ইন্‌তিকাল প্রাপ্ত আম্বিয়া ও আউলিয়া - এমনকি জীবিত মুমিন বান্দাদের উছিলা ধরাও শরীয়ত মতে জায়েয এবং সুন্নাত।

৩। ইব্‌নে হিব্বান, হাকেম ও তাব্‌রানী সহীহ সনদের মাধ্যমে একটি হাদীস বর্ননা করেছেন। হযরত আলী (কঃ) -এর মা হযরত ফাতেমা বিন্‌তে আছাদ (রাঃ) যখন ইন্‌তিকাল করেন (৩য় হিজরী) তখন নবী করিম (দঃ) তাঁর জন্য এভাবে দোয়া করেছেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمِّىْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَسَدٍ وَ وَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ

نَبِيِّكَ وَالْاَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِيْ (رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَصَحَّحُوْهُ)

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি আমার মা (চাচী) ফাতেমা বিন্‌তে আছাদ (রাঃ) কে মাফ করে দাও, তাঁর জন্য তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দাও। তোমার প্রিয় নবী (আমি) ও আমার পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের উছিলায় আমার চাচীর মাগফিরাত কর"। (ইব্‌নে হিব্বান,হাকেম ও তাবরানী)

পাঠক পাঠিকাবৃন্দ! আপনারা নবী করিম (দঃ)-এর দোয়ার ঐ অংশ টুকুর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন- যেখানে তিনি বলেছেনঃ আমার পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের উছিলায় ক্ষমা কর। এখানে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, পূর্ববর্তী নবীগন অবশ্যই ইন্‌তিকাল প্রাপ্ত এবং তাঁদের উছিলা দিয়ে দোয়া করাও জায়েয । বাতিল সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা উছিলা ধরা- স্বীকার করে নাও -ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।

(বিপথগামীদের প্রতি সতর্কবানী)

বিপথগামী লোকেরা বলে থাকে- হযরত ওমর (রাঃ) নবীজীর উছিলা না ধরে তাঁর যুগে জীবিত হযরত আব্বাস (রাঃ) কে উছিলা ধরেছেন। এতে বুঝা যায়- মৃত কাউকে উছিলা ধরা জায়েয নেই (নাউজু বিল্লাহ)।-১৩ পৃষ্ঠার হাদীস দেখুন।

জবাব ঃ হাদিস বিশারদ ওলামাগন বলেছেন- বিপথগামীরা হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা করেছে। বরং উক্ত হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে এইঃ হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) কে উছিলা করে একথাই বুঝিয়েছেন যে, নবীজী ছাড়াও ঐ সব লোককে উছিলা ধরা যায়- যারা নবীজীর অতি নিকটের এবং আত্মীয়স্বজন। সুতরাং পাক পাঞ্জাতন ও আউলিয়ায়ে কেরামের উছিলা ধরার প্রকৃষ্ট প্রমান হলো -হযরত ওমর (রাঃ)- এর উক্ত আমল। অন্যান্য সাহাবীগনকে উছিলা না ধরার মধ্যে কারন হলো- নবীজী ও তাঁর পরিবারের সদস্যগনের বুযুর্গী ও মর্তবা আল্লাহ্‌র কাছে কত বেশী- তা প্রকাশ করা। ওহাবীদের প্রতারনামূলক ব্যাখ্যা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা- তা অন্য একটি হাদীস দ্বারাও প্রমানিত হয়েছে। যেমনঃ-

৩। নবী করিম (দঃ) -এর ইন্তিকালের পর হযরত ওমর (রাঃ)- এর খেলাফত যুগে জনৈক সাহাবী বেলাল ইবনে হারেছ রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর রওজা মোবারকে গিয়ে বৃষ্টির জন্য হুজুর(দঃ)-এর খেদমতে প্রার্থনা করেছিলেন। ইমাম বায়হাকী, ইবনে আবি শায়বা প্রমুখ হাদীস বিশারদগণ সহীহ সনদের মাধ্যমে এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীস শরীফখানা বর্ণনা করেছেনঃ-

اَنَّ النَّاسَ قُحِطُوْا فِىْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَاءَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلٰى قَبْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْتَسْقِ لِاُمَّتِكَ فَاِنَّهُمْ هَلَكُوْا فَاَتَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَنَامِ وَقَالَ اِئْتِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاقْرَئْهُ السَّلَامَ وَاَخْبِرْهُ اَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ فَاَتَاهُ وَاَخْبَرَهُ فَبَكٰى عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَسُقُوْا- (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ وَابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ بِاَسْنَادٍ صَحِيْحٍ)

অর্থ ঃ "মদিনাবাসীগন একবার হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে অনাবৃষ্টির কারনে দূর্ভিক্ষে পতিত হন। হযরত বেলাল ইবনে হারেছ (রাঃ) নামক জনৈক সাহাবী নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকে গিয়ে আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনার উম্মতেরা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। আপনি তাঁদের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন। অতঃপর রাত্রে স্বপনে এসে নবী করিম (দঃ) বেলাল (রাঃ) কে বললেনঃ তুমি ওমর ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) নিকট গিয়ে আমার সালাম জানিয়ে বলো- তাঁরা বৃষ্টি পাবে। স্বপ্ন দেখে বেলাল ইবনে হারেছ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) কে এ শুভ সংবাদ দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এ সংবাদ শুনে কেঁদে ফেললেন। মদিনাবাসীগন রহমতের বৃষ্টি লাভ করলেন"। (বায়হাকীও ইবনে আবি শায়বা)

ফায়দাঃ বর্নিত হাদীসে কয়েকটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য । যথাঃ –

ক) ইন্তিকালের পর নবী করিম (দঃ) কে ইয়া রাসুলাল্লাহ্ বলে সম্বোধন করা জায়েয। যেমন–সম্বোধন করেছিলেন হযরত বেলাল ইবনে হারেছ (রাঃ)।

খ) বৃষ্টির জন্য দোয়া প্রার্থনা করা সুন্নাত।

গ) ইন্তিকালের পর নবী করিম (দঃ) কে উছিলা করে বৃষ্টির প্রার্থনা করা উত্তম।

ঘ) হযরত বেলাল (মোয়াজ্জিন বেলাল নহেন) একজন সাহাবী। তাঁর উক্ত কাজে হযরত ওমর (রাঃ) অথবা অন্য কোন সাহাবী কর্তৃক আপত্তি না করাই বৈধতার প্রমাণ ।

চূড়ান্ত ফতোয়াঃ ইন্তিকালের পর কোন নবী অথবা অলীগনকে উছিলা করে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা– শুধু জায়েযই নয়, বরং সাহাবীগনের সুন্নাতও বটে। –অনুবাদক

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইস্‌তিগাসা (সাহায্য প্রার্থনা করা) প্রসঙ্গ

اَلْاِسْتِغَاثَةُ

প্রশ্নঃ ইস্‌তিগাসা (اِسْتِغَاثَةُ) অর্থ কি?

উত্তর ঃ ইস্‌তিগাসার (اِسْتِغَاثَةُ) অর্থ- কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং বিপদে ও বালা মুসিবতে তাঁর উছিলায় মুক্তিলাভ করা ও বিপদ দুর হওয়া।

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর ঃ অবশ্যই জায়েয আছে। কেননা, আল্লাহ্‌র বান্দাগন হচ্ছেন উপলক্ষ্য ও উছিলা মাত্র। তাঁদের উছিলায়ই আল্লাহ্ সাহায্য করেন ও বিপদ দূর করেন। আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ম-নীতি হচ্ছে- কোন ফেরেস্তা বা বান্দার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা। যেমনঃ ফেরেস্তার মাধ্যমে শিশুর রূহ প্রদান করা, বান্দার হেফাজত করা, বৃষ্টি নাজিল করা, মেঘমালা তৈরি করা ও পরিচালনা করা, রিজিক বন্টন করা, মৃত্যু দান করা, ডাক্তার ও ঔষধের মাধ্যমে রোগ দুর করা, সূর্য্যের তাপের মাধ্যমে পৃথিবীকে উষ্ণ রাখা, নবীও অলীগনের মাধ্যমে লোকদের হেদায়াত দান করা, পিতা মাতার মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করা– ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে উপলক্ষ্য। এগুলোকে স্বীকার করে নেয়ার নামই ঈমান। -অনুবাদক।

অসংখ্য দলীল দ্বারা এগুলো প্রমানিত। যেমনঃ-

১। মুসলিম শরীফে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেনঃ –

وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ (رواه مسلم)

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ তায়ালা ততক্ষন ঐ বান্দাকে সাহায্য করেন, যতক্ষন সে অন্য ভাইয়ের সাহায্য করে" (মুসলিম শরীফ)।

২। আবু দাউদ শরীফে হাদীস বর্নিত আছে- নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ-

ان تغيثوا الملهوف وتهدوا الضال (رواه ابوداؤد)

অর্থ ঃ "তোমরা বিপদ গ্রস্থকে সাহায্য করো এবং পথহারাকে রাস্তা প্রদর্শন করো" (আবু দাউদ)।

উক্ত দুটি হাদিসে অন্যকে সাহায্য করা ও পথহারাকে পথ প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং সাহায্যের জন্য কেউ উপলক্ষ্য হওয়া জায়েয।

প্রশ্ন ঃ ইসতিগাসা বা মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার শরীয়তী দলিল ও প্রমান কি কি?

উত্তর ঃ বিপদে মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার বহু দলীল আছে । যথাঃ-

১। বোখারী শরীফে কিয়ামতের দিনে হাশরবাসীগন কর্তৃক নবীগনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার বিস্তারিত বিবরন এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

رواه البخارى فى كتاب الزكوة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال-ان الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الاذن فبينما هم كذلك استغاثوا بادم ثم بنوح ثم بابراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم -الحديث-

অর্থ ঃ ইমাম বোখারী (রহঃ) জাকাত অধ্যায়ে একখানা দীর্ঘ হাদীস বয়ান করেছেন। ঐ হাদীসে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ কিয়ামতের দিনে সূর্য এত কাছে আসবে যে, তার তাপে মানুষের ঘাম বের হয়ে সাগর হয়ে যাবে। এমনকি এ ঘাম মানুষের কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত ডুবিয়ে ফেলবে (গুনাহ্গারদের বেলায়)। এই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে অবশেষে হাশর বাসীগন সাহায্যের জন্য নবীগনের কাছে দৌড়া-দৌড়ি করতে থাকবে।

একে একে তারা হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূছা, হযরত ইছা আলাইহিমুস সালামগনের নিকট সাহায্যের জন্য যাবে। সকলেরই এক জবাবঃ-আমরা অক্ষম- لَسْتُ لَهَا । অবশেষে সকলে মিলে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নিকট গিয়ে সাহায্যের আবেদন করবে। নবী করিম (দঃ) বলবেনঃ اَنَا لَهَا অর্থাৎ আমিই সুপারিশকারী "(বুখারী)।

উক্ত হাদীসে প্রমানিত হয়েছে যে, সমস্ত হাশর বাসীগন ঐক্যবদ্ধ হয়ে আম্বিয়ায়ে কেরামের কাছে এই সাহায্য চাইবে। আল্লাহ্ তায়ালার ইশারাতেই তারা এ কাজ করবে। অবশেষে নবী করিম (দঃ)-এর কাছে গিয়ে তারা উপকৃত হবে । এই হাদীস খানাই এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় দলীল যে, দুনিয়া ও আখিরাতে ঘোর বিপদের দিনে নবীগনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা সুন্নাত। দুনিয়াতে ওহাবীরা যে কাজকে শিরক বলতো- সে কাজ দিয়েই আল্লাহ বিচারকার্য শুরু করবেন (অনুবাদক)।

২। ইমাম তাবরানী বর্ননা করেছেন - নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

اِذَا ضَلَّ اَحَدُكُمْ (اَىْ عَنِ الطَّرِيْقِ) وَاَرَادَ عَوْنًا وَهُوَ بِاَرْضٍ لَيْسَ فِيْهَا اَنِيْسٌ فَلْيَقُلْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ اَغِيْثُوْنِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَعِيْنُوْنِىْ فَاِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَاتَرَوْنَهُمْ-(رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ)

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পথ হারিয়ে ফেলে অথবা সে এমন জায়গায় পৌছে- যেখানে কোন সাহায্যকারী না থাকে, তাহলে সে যেন এ কথা বলেঃ হে আল্লাহর গোপন বান্দাগন । আমাকে সাহায্য করুন। কেননা, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন - যাঁদেরকে তোমরা দেখনা"। ইনিরা রিজালুল গায়ব নামে পরিচিত । (তাবরানী শরীফ)

উক্ত হাদীসে পরিষ্কারভাবে প্রমানিত হলো যে, অদৃশ্য বান্দাগনকে সম্বোধন করা এবং তাঁদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয।

৩। মক্কা মোয়াজ্জমার তৎকালীন মুফতী সাইয়েদ আহমদ ইব্নে জাইনী দাহ্লান মক্কী (রাঃ) ফতোয়া দিয়েছেন যে- আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে ইন্তিকাল প্রাপ্ত অথবা জীবিত অলী-আল্লাহ্গনের কাছে সাহায্য চাওয়া ও তাঁদেরকে উছিলা ধরা সম্পূর্ন

জায়েয। কেননা, আমরা বিশ্বাস করি যে, মূল তাছির ও উপকার-অপকার একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। কিন্তু আম্বিয়া ও আউলিয়াগনের নামের উছিলায় ও বরকতে আল্লাহ্ তায়ালা উপকার – অপকার সংঘটিত করেন। কেননা,তাঁরা আল্লাহ্‌র মাহবুব বান্দা।

যারা জীবিত ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয মনে করে, কিন্তু মৃত ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য চাওয়া নাজায়েয বলে- তারা মনে করে যে, জীবিতদের মধ্যে ক্ষমতা আছে, কিন্তু মৃতদের মধ্যে নেই। এটা তাদের ভুল ধারনা। উপকার ও অপকার পৌছানোর ক্ষেত্রে জীবিত ও মৃতদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (খুলাসাতুল কালাম)।

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তিদের দ্বারা কি পৃথিবীতে আমাদের কোন উপকার সাধিত হয়?

উত্তরঃ হাঁ। মৃত ব্যক্তিরা জীবিত ব্যক্তিকে উপকার করতে পারেন। দলীলের মাধ্যমে প্রমানিত হয়েছে যে- মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের জন্য দোয়া করেন এবং সুপারিশ করেন। সাইয়েদুনা শায়খ ইমাম আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আলভী হাদ্দাদ (রহঃ) বলেছেন: -

إِنَّ الْأَمْوَاتَ أَكْثَرُ نَفْعًا لِلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ لَهُمْ لِأَنَّ الْأَحْيَاءَ مَشْغُولُونَ عَنْهُمْ بِهَمِّ الرِّزْقِ وَالْأَمْوَاتُ قَدْ تَجَرَّدُوا عَنْهُ وَلَا لَهُمْ هَمٌّ إِلَّا فِيمَا قَدَّمُوهُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ لَا تَعَلُّقَ لَهُمْ إِلَّا بِذَلِكَ كَالْمَلَائِكَةِ

অর্থ ঃ "জীবিত লোকেরা মৃত লোকদের জন্য যা উপকার করতে পারে, মৃত ব্যক্তি ব্যক্তিরা তার চেয়েও বেশী উপকার করতে পারেন- জীবিত লোকদের জন্য। কেননা, জীবিত লোকেরা রিজিকের ধান্দায় মশগুল থাকে। কিন্তু মৃত ব্যক্তিরা রিজিকের ধান্দা হতে মুক্ত। তাঁরা শুধু নিজেদের প্রেরিত নেক আমলের চিন্তায়ই মগ্ন থাকেন। ফেরেস্তাদের ন্যায় তাঁদের একমাত্র সম্পর্ক হচ্ছে -নেক আমলের সাথে"।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা ! মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে জীবিত লোকের উপকার প্রাপ্তির কি কি দলীল আছে?

উত্তরঃ ইন্তিকালের পর জীবিত লোকদের উপকার করার বহু দলীল আছে। তন্মধ্যে তিনখানা হাদিসই যথেষ্ট । যথা:

১। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) তাঁর মসনদে মৃত আত্মীয় স্বজন কর্তৃক উপকার করার একখানা হাদীস হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-اِنَّ اَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُوْنَ عَلٰى اَقَارِبِكُمْ وَعَشَا ئِرِكُمْ فَاِنْ كَانَ خَيْرًا اِسْتَبْشَرُوْا وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ لَاتُمِتْهُمْ حَتّٰى تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا (رَوَاهُ اَلْاِمَامُ اَحْمَدُ فِىْ مُسْنَدِهٖ)

অর্থ : "হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্নিত- তিনি বলেন, নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন: নিশ্চয়ই তোমাদের ভাল ও মন্দ যাবতীয় আমল তোমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন ও বংশীয় লোকদের নিকট পেশ করা হয়। যদি তাঁরা তোমাদের আমল ভাল দেখেন, তখন খুশী হন। আর যদি অন্য রকম দেখেন , তখন বলেন- হে আল্লাহ! তাদেরকে মৃত্যু দিওনা। বরং এর পূর্বেই তাদেরকে হেদায়াত দান কর- যেমন হেদায়াত দান করেছিলে আমাদেরকে" (ইমাম আহমদ)।

উক্ত হাদীসে দেখা যায়- মৃত আত্মীয়গন জীবিত আত্মীয়দের হেদায়াতের জন্য দোয়া করে জীবিত ব্যক্তিদের উপকার করেন।

২। ইমাম বাজজার সহীহ্ রেওয়ায়াতে নবী করিম (দঃ) কর্তৃক উম্মতের উপকার সাধনের একখানা হাদীস নিম্নে বর্ননা করেছেনঃ-

رَوَى الْبَزَّارُ بِاَسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتِىْ خَيْرٌ لَكُمْ تُحْدِثُوْنَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ وَوَفَاتِىْ خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَىَّ اَعْمَالُكُمْ فَمَا رَاَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللّٰهَ وَمَا رَاَيْتُ مِنْ شَرٍّ اِسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ-

অর্থ ঃ ইমাম বাজজার বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ (রাঃ) হতে নবী করিম (দঃ) এর একখানা হাদীস বর্ননা করেছেন। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ "আমার হায়াত -মউত তোমাদের উপকারের ক্ষেত্রে এক সমান। আমার হায়াতে জিন্দেগীতে তোমাদের যে কোন উদ্ভূত ঘটনা ও সমস্যার সমাধান সাথে সাথেই হয়ে যায়। ইন্তিকালের পর তোমাদের যাবতীয় আমল আমার দৃষ্টিতে আনা হবে। তোমাদের ভাল আমল দেখলে আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করবো। আর কোন খারাপ আমল দেখলে তোমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করবো"। (সুতরাং আমার হায়াত-মউতে আমি তোমাদের উপকারই করে থাকি)।

হাদীস বিশারদগন বলেন- গুনাহ্গার উম্মতের আমল প্রত্যক্ষ করে নবী করিম (দঃ) কর্তৃক তার জন্য মাগফিরাত কামনা করার চেয়ে বড় উপকার আর কি হতে পারে? সুতরাং প্রমানিত হলো- ইনতিকালের পর জীবিতদের উপকার করা হাদীসের দ্বারাই প্রমানিত।

৩। সহীহ্ বোখারীতে বর্নিত হাদীসে মেরাজ শরীফের রাত্রে হযরত মুছা (আঃ)-এর সাথে আমাদের আক্বা ও মাওলা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সাক্ষাত এবং তার অনুরোধে নবী করিম (দঃ) বার বার আল্লাহর দরবারে গিয়ে উম্মতের নামাজের সংখ্যা কমিয়ে পঞ্চাশের মধ্যে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত করার মধ্যেই সব চেয়ে বড় প্রমান পাওয়া যায় যে, ইন্তিকাল প্রাপ্ত হযরত মুছা (আঃ) সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য কত বড় উপকার করেছেন। মে'রাজের ঘটনার আড়াই হাজার বছর পূর্বে হযরত মুছা (আঃ) ইন্তিকাল করেছেন । অথচ ইন্তিকালের দীর্ঘদিন পর নবী করিম (দঃ)-এর মাধ্যমে তিনি আমাদের এবং সকল উম্মতে মোহাম্মাদী (দঃ)-এর বিরাট উপকার সাধন করেছিলেন। এমন কি- যারা ঢালাও ভাবে সকল মৃতকে অনুপকারী বলে দাবী করে, তারাও মুছার (আঃ) এই উপকার মেনে নিয়েই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছেন। তারা মুছা নবীর উপকার অস্বীকার করে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে রাজী আছেন কি ? (হাদীস খানা দীর্ঘ বলে আরবী এবারত উদ্ধৃত করা হলনা)।-অনুবাদক

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা! নবীগণ (আঃ) কি তাঁদের মাযার ও রওযা মোবারকে এখনও স্বশরীরে জীবিত আছেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ। সকল নবীগনই নিজ নিজ রওযা মোবারকে শুধু জীবিতই নন, বরং তাঁরা রওযা পাকে (শুক্রিয়ার) নামাজ আদায় করছেন এবং হজ্বও সম্পাদন করছেন। হাদীস বিশারদ উলামাগন বলেছেনঃ পরকালে যদিও শরীয়তী বিধান তাঁদের উপর বাধ্যতা মূলক

নয়, তবুও তাঁরা প্রভু প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন ইবাদত ও আমল করে থাকেন। সুতরাং কোন কুটতার্কিকের প্রশ্ন উত্থাপন করার আর কোন অবকাশই নেই।

প্রশ্ন ঃ আম্বিয়ায়ে কেরামগন যে নিজ নিজ রওযা পাকে স্বশরীরে জীবিত আছেন– তার কি কোন যথার্থ দলীল প্রমান আছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ! অনেক দলীল আছে । যথাঃ

১। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) সূত্রে বর্নিত হাদীসে নবী করিম (দঃ) বলেন ঃ–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى مُوْسٰى وَهُوَ يُصَلِّىْ قَائِمًا فِىْ قَبْرِهٖ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ–

অর্থ ঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ মে'রাজের রাত্রে আমি মূছা (আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁকে দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজ পড়তে দেখেছি। তিনি লাল পাথরের নিকট দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছিলেন"।

হযরত মূছা (আঃ) স্বশরীরে জীবিত আছেন বলেই– দাঁড়ানো সম্ভব হয়েছিল। নামাজ পড়তে সিজদাকালে অষ্ট অঙ্গের প্রয়োজন হয়। কপাল,নাক, দুই হাত, দুই হাটু, দুই পা- মোট আটটি অঙ্গ দিয়ে সিজদা করতে হয়। সুতরাং হযরত মূছার (আঃ) স্ব–শরীরে নামাজ আদায় করা প্রমানিত হলো।

২। ইমাম বায়হাকী ও আবু ইয়ালা হযরত আনাস (রাঃ)-এর আর একখানা হাদীস বর্ননা করেছেন। যথাঃ

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِىْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ–قَالَ الْمَنَاوِىْ هُوَحَدِيْثٌ صَحِيْحٌ–

অর্থ ঃ "হযরত আনাস (রাঃ) বলেন- নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ রওযা পাকে নামাজ আদায় করছেন এবং ভবিষ্যতেও আদায় করতে থাকবেন"। (বায়হাকী)

হাদীস বিশারদ আল্লামা মানাভী (রহঃ) বলেন- হাদীসখানা সহীহ্ (প্রথম শ্রেনীভূক্ত হাদীস)

৩। তাবরানী শরীফে হযরত আবুদ দারদা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ-رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِ-

অর্থ : "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহ মোবারক মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

(মাটি নবীগনের ইহজগতের দেহ মোবারক নষ্ট করতে পারবেনা- তাঁরা অক্ষত দেহ নিয়ে রওযা পাকে জীবিত। নবী করিম (দঃ) ও অক্ষত অবস্থায় দুনিয়ার দেহ নিয়েই রওযা পাকে স্ব-শরীরে জীবিত আছেন-(আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া- অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত)।

৪। কোরআন মজিদে আল্লাহ্ তায়ালা শহীদগনের জীবিত থাকার কথা এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ-بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّاتَشْعُرُوْنَ (بَقَرَة) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا-بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ (اٰلِ عِمْرَان)

অর্থ : "তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদগনকে মৃত বলনা- বরং তাঁরা জীবিত; কিন্তু তোমরা তাঁদের জীবিত থাকার প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত নও"। (সুরা বাক্বারা)

"যাঁরা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে গেছেন- তাদেরকে তোমরা মৃত বলে ধারনাও করোনা- বরং তাঁরা জীবিত। আপন প্রভূর নিকট থেকে তাঁরা রিজিক পেয়ে থাকেন"।(আলে ইমরান)

উল্লেখ্য যে, শহীদগনকে আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন মজিদে তৃতীয় সারিতে স্থান ও মর্যাদা দিয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন সিদ্দীকগনকে এবং প্রথম স্থানে আম্বিয়ায়ে কেরামকে। (সুরা নিসা)

Ygaddi.blogspot

হাদীস ও তাফছীর বিশারদ এবং বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামগন উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তৃতীয় পর্যায়ের শহীদগন যদি কবরে জীবিত থাকেন- তাহলে সিদ্দীকীন ও আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবিত থাকার বিষয়টি প্রশ্নাতীত ভাবেই সাব্যস্ত হয়ে যায়। (তাফসীরে নাঈমী)।

৫। হযরত ওমর (রাঃ) রওযা মোবারকে জিন্দা আছেন- এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন:

عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت ادخل بيتى الذى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى وانى واضع ثوبى واقول انما هو زوجى وابى-فلما دفن عمر معهما فوالله ماادخلت الا وانا مشدودة على ثيابى حياء من عمر (رواه الامام احمد)

অর্থ : "হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন : আমার হুজ্‌রার মধ্যেই হযরত রাসুল করিম (দঃ) এবং আমার পিতা আবু বকর (রাঃ)-এর রওযা মোবারক অবস্থিত থাকার কারনে আমি যিয়ারত কালে অতিরিক্ত আবরন ছাড়াই রওযা পাকে প্রবেশ করতাম। আমি মনে মনে বলতাম - ইনি হচ্ছেন আমার প্রিয় স্বামী (হযরত নবী করিম দঃ) এবং উনি হচ্ছেন আমার পিতা হযরত আবু বকর (রাঃ)। যখন হযরত ওমর (রাঃ) কে উনাদের পাশে দাফন করা হলো (২২ হিজরীতে), খোদার শপথ করে বলছি- তখন থেকে আমি অতিরিক্ত কাপড় দিয়ে পর্দা না করে প্রবেশ করতাম না। কেননা, হযরত ওমর (রাঃ) কে দেখে আমি লজ্জা পেতাম"।(ইমাম আহমদ)

উক্ত হাদীস পরিস্কার ভাবে প্রমান করছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) কে দেখতে পেতেন- বলেই হযরত আয়েশা (রাঃ) লজ্জা পেতেন এবং পর্দা করে যিয়ারত করতেন। এতে উভয়েরই কারামত প্রতিফলিত হচ্ছে। নিজ ঘরে হযরত আয়েশা-(রাঃ)-এর এই অবস্থা । আজকাল নারীরা বিনা পর্দায় অলীআল্লাহদের মাযারে যাচ্ছেন। তাদের লজ্জা থাকা উচিত এবং সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। (অনুবাদক)

তৃতীয় অধ্যায়

তাবাররুক প্রসঙ্গ (اَلتَّبَرُّك)

প্রশ্ন ঃ বুযুর্গানে দ্বীনের বিভিন্ন নিদর্শন দ্বারা বরকত লাভ করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ হাঁ, জায়েয আছে। শুধু তাই নয়; বরং ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ সমস্ত ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে ঐসব দ্বারা বরকত হাসিল করাও মোস্তাহাব।

প্রশ্ন ঃ মোস্তাহাব হওয়ার দলীল প্রমান কি?

উত্তরঃ বুযুর্গানে দ্বীনের নিদর্শন সমুহের দ্বারা বরকত লাভ করার বহু দলীল প্রমান মওজুদ আছে । যেমনঃ

১। মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) সূত্রে বর্নিত হাদীসঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ وَاَطَافَ بِهِ اَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيْدُوْنَ اَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ اِلَّا فِىْ يَدِ رَجُلٍ-فَكَانَ الصَّحَابَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَحْتَفِظُوْنَ بِشَعْرِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّبَرُّكِ وَالْاِسْتِشْفَاءِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থ ঃ "হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্নিত আছে। তিনি বলেন- আমি দেখেছি, মাথা মুন্ডন কারীরা নবী করিম (দঃ) এর মাথা মোবারক (মিনাতে) মুণ্ডন করছিলেন, আর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁর চার পাশে ঘুর ঘুর করছিলেন উক্ত চুল মোবারক সংগ্রহ করার জন্য। যখনই চুল মোবারক নীচে পড়তো, তখন কোন না কোন সাহাবীর হাতেই পড়তো। সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ঐ চুল মোবারক যত্ন সহকারে হেফাজত করে রেখে দিতেন বরকত লাভ করার জন্য এবং রোগমুক্তির জন্য" (মুসলিম শরীফ)।

এতেই প্রমানিত হলো যে, কোন মহান লোকের নিদর্শন দ্বারা বরকত লাভ করা ও রোগমুক্তি কামনা করা মোস্তাহাব।

২। সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত আবু যোহাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ اَدَمٍ وَرَاَيْتُ بِلَالاً اَخَذَ وَضُوْءَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُوْنَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ اَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهٖ وَمَنْ لَّمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا اَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهٖ يَعْنِىْ لِلتَّبَرُّكِ وَالْاِسْتِشْفَاءِ-

অর্থ ঃ "হযরত আবু যোহাইফা (রাঃ) বলেন- আমি নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি লাল গম্বুজী রংয়ের কাপড় পরিহিত ছিলেন। আমি দেখতে পেলাম - হযরত বেলাল (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর অবশিষ্ট অজুর পানি নিয়ে এসেছেন। লোকেরা উক্ত অজুর পানি সংগ্রহ করার জন্য প্রতিযোগিতা করছেন। যারা কিছু পানি পেয়েছেন, তাঁরা উক্ত পানি দ্বারা শরীর মুছে নিচ্ছেন, আর যাঁরা পান নি, তাঁরা আপন সাথীর ভিজা স্থান স্পর্শ করে উহাই শরীরে মালিশ করে নিচ্ছেন। অর্থাৎ বরকত লাভ করা ও রোগমুক্তির উদ্দেশ্যেই তাঁরা এরূপ করছিলেন"। (বোখারী শরীফ)

এতেও প্রমানিত হলো - বুজুর্গানে দ্বীনের অজুর পানি বরকত হিসাবে এবং রোগমুক্তির আশায় সংগ্রহ করা ও ব্যবহার করা মোস্তাহাব। -অনুবাদক

৩। বোখারী শরীফে আস্মা বিন্তে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা বলেনঃ

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهَا اَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً وَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضٰى يَسْتَشْفِى بِهٖ-(رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

অর্থ ঃ "হযরত আস্‌মা বিন্‌তে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্নিত আছে যে, তিনি একদিন একখানা জুব্বায়ে তায়ালিছা বের করে বললেন- নবী করিম (দঃ) এই জুব্বা মোবারক পরিধান করতেন । আমরা এই জুববা মোবারক খানা ধৌত করে উক্ত পানি রোগীকে পান করতে দেই। রোগী উক্ত জামার বরকতে আরোগ্য লাভ করে থাকে"। (বোখারী শরীফ)–অনুবাদক

এতেও প্রমানিত হলো যে, হুজুর (দঃ)-এর জামা মোবারক্রে ধৌত পানি রোগীদের জন্য শেফার কাজ করে।

৪। ইমাম বোখারী (রহঃ) ইন্‌তিকাল করার পর তাঁর পবিত্র মাযার হতে ছয়মাস পর্যন্ত খুশবু বের হতো। লোকেরা দলে দলে উক্ত মাযারের মাটি সংগ্রহ করে রোগীদের জন্য ব্যবহার করে উপকার পেতো। অনুরূপ ভাবে খাজা গরীবে নাওয়াজ (রাঃ)-এর মাযারের যে কোন তাবাররুক এখনও অসংখ্য রোগীকে রোগমুক্ত করে। -অনুবাদক

৫। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ (অনুবাদ) "সেনাপতি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) নিজ টুপিতে নবী করিম (দঃ)-এর কিছু চুল মোবারক বরকতের জন্য ধারণ করতেন। কোন এক যুদ্ধে তাঁর টুপি মাথা হতে পড়ে যায়। তিনি শক্ত হাতে তা ধরে রাখেন। এতে যুদ্ধের ক্ষতি হচ্ছিল। এ নিয়ে কতেক সাহাবীর সাথে তাঁর তর্কও হয়। এমনকি- এর কারণে শত্রুর হাতে অধিক সংখ্যক মুসলমান সৈন্য শহীদ হয়ে যাচ্ছেন বলেও কতেক সাহাবী তাঁকে দোষারূপ করতে থাকেন। হযরত খালেদ (রাঃ) বললেন–আমি শুধু টুপির কারণে এরূপ করছিনা–বরং এ কারণে করছি যে, এই টুপির ভিতরে নবী করিম (দঃ)-এর কিছু চুল মোবারক বরকতের জন্য রেখেছি। আর উক্ত টুপি খানা যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে এবং আমি যাতে ঐ চুলের বরকত লাভ হতে বঞ্চিত না হই–সেজন্যই টুপি খানা শক্ত হাতে ধরে রেখেছি"।

৬। (অনুবাদ) "মুসনাদে ইমাম আহমদ হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ হতে বর্ণনা করেনঃ ইনতিকালের পর যখন নবী করিম (দঃ) কে হযরত আলী (রাঃ) গোসল করাচ্ছিলেন–তখন হুজুরের চোখের পাতায় কিছু হলদে রংয়ের পানি জমে গিয়েছিল। হযরত আলী (রাঃ) ঐ পানিটুকু বরকতের জন্য পান করে ফেললেন"।

Yaadri.blog

চতুর্থ অধ্যায়

কবর ও মাযার যিয়ারত প্রসঙ্গে

(زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ)

প্রশ্ন ঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামগনের রওযা মোবারক, বুযুর্গানে দ্বীনের মাযার শরীফ এবং সাধারন কবর সমূহ যিয়ারত করা জায়েয কিনা?

উত্তরঃ রওযা মোবারক, মাযার শরীফ ও কবর যিয়ারত করা সুন্নাত ও কুরবাত (নৈকট্য লাভ)। অনুরূপ ভাবে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাও সুন্নাত । কুরআন ও সুন্নাহ্ বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) বলেন, ইসলামের প্রথম দিকে মুসলমানের পৃথক কবরস্থানের অভাবে এবং ওহী প্রাপ্তির পূর্বে যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। ওহী প্রাপ্তি ও পৃথক কবরস্থানের ব্যবস্থার পর যিয়ারত করার পূর্ব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নবী করিম (দঃ) যিয়ারত করার অনুমোদন ও নির্দেশ প্রদান করেন এবং নিজের কর্মের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করেন। কাজেই যিয়ারত করা নবীজীর সুন্নাত।

প্রশ্ন ঃ যিয়ারত করা বৈধ ও সুন্নাত হওয়ার দলীল প্রমান কি কি?

উত্তর ঃ ১। মুসলিম শরীফে আছেঃ

كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها

অর্থ ঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ আমি প্রথম দিকে তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো" (মুসলিম শরীফ)

২। বায়হাকী শরীফে আছে

كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الاخرة-

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেন ঃ আমি তোমাদেরকে প্রথম দিকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা যিয়ারত করো। কেননা, কবর যিয়ারত কলবকে নরম করে, চোখে অশ্রু ঝরায় এবং পরকালকে স্মরন করায়" (বায়হাকী)

৩। মুসলিম শরীফে আছেঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاَتَاكُمْ مَاتُوْعَدُوْنَ غَدًا مُّؤَجَّلُوْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থ ঃ "হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ননা করেন– নবী করিম (দঃ) শেষরাত্রে মদিনা শরীফের বাকীউল গারকাদ (জান্নাতুল বাকী) নামক কবরস্থানে গমন করে যিয়ারত করতেন। তিনি ইন্তিকাল প্রাপ্ত সাহাবীগনকে এভাবে সালাম দিতেন এবং দোয়া করতেনঃ "হে পরকালের মুমিন বাসিন্দাগন । তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা তোমরা আগামীতে পেয়ে যাবে। তোমরা আমাদের আগে গমন করেছো। আমরাও ইন্‌শাআল্লাহ শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হবো। হে আল্লাহ! বাকিউল গারকাদ কবরস্থানের বাসিন্দাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও"। (মুসলিম শরীফ)

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীসে মদিনা শরীফের মুসলিম গোরস্থান বাকিউল গারকাদ– যা পরবর্তীতে নবী করিম (দঃ) কর্তৃক জান্নাতুল বাকী নামে নামকরণ করা হয়েছে– তা তিনি নিজে যিয়ারত করেছেন। উক্ত কবরস্থান সাহাবীগনের কবরস্থান। নবী করিম (দঃ) –এর রওযা মোবারকের পর মদিনা শরীফের জান্নাতুল বাকী ও মক্কা শরীফের জান্নাতুল মোয়াল্লা নবীগনের রওজা মোবারক ব্যতিত পৃথিবীর অন্যান্য কবরস্থান থেকে উত্তম। কেননা, উক্ত দুই কবরস্থানে হাজার হাজার সাহাবার মাযার শরীফ অবস্থিত। নবী করিম (দঃ) জান্নাতুল বাকী নিজে যিয়ারত করেছেন। কাজেই কবর যিয়ারত করা হজুর (রঃ)–এর কর্মের দ্বারা

সুন্নাত প্রমানিত হলো। মক্কী জিন্দেগীতে ১৩ বৎসরে অনেক সাহাবী ও সাহাবীয়া ইন্তিকাল করেছিলেন। সে সময় জানাযা ও কবর যিয়ারতের আসমানী নির্দেশ নাজিল হয়নি- বলে তিনি বিনা জানাযায় সাহবীগনকে- এমন কি বিবি খাদিজা (রাঃ) কেও দাফন করেছেন। যিয়ারত করার বিধান তখনও নাজিল হয়নি। কেননা, উক্ত কবরস্থানে কাফের মুশরিককেও মাটি দেয়া হতো। তদুপরি- ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছিল- যাতে শিরক ও জাহেলিয়াতের সাথে সামঞ্জস্য না হয়ে যায়। হাদীসে ইহাকে "করীবুল আহ্দে ইলাল জাহেলিয়ত" বলা হয়েছে। অর্থাৎ জাহেলিয়াত যুগের কাছাকাছি সময়। যখন তিনি মদিনা শরীফে গমন করলেন এবং জানাযার হুকুম নাজিল হলো, মুসলমানদের পৃথক কবরস্থানও হয়ে গেল- তখন কবর যিয়ারতেরও অনুমতি দেয়া হলো - যা আগে সাময়ীক ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আরও উল্লেখ্য যে, নবী করিম (দঃ) পৃথিবীতে তিনটি স্থানকে জান্নাত ও জান্নাতের বাগিচা হিসাবে ঘোষনা করেছেন। যথা- জান্নাতুল বাকী, জান্নাতুল মোয়াল্লা ও রওযাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাত। প্রথম দুইটি স্থান হলো জান্নাত , আর নবীজীর রওযা মোবারক থেকে মিম্বার শরীফ পর্য্যন্ত স্থানটি হলো জান্নাতের বাগান। -অনুবাদক

প্রশ্ন : মেয়ে লোকদের কবর যিয়ারতের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি ?

উত্তরঃ শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ইমামগনের মতে পুরুষ লোকের জন্য কবর যিয়ারত করা বিনা শর্তে সুন্নাত এবং মেয়ে লোকদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে যায়েয ও সুন্নাত। আম্বিয়ায়ে কেরামের রওযা মোবারক সমূহ এবং বুযুর্গানে দ্বীনের মাযার সমূহ বরকত লাভের উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা নারী পুরুষ-সবার জন্যই সুন্নাত । তবে কিছু শর্ত আছে। যেমনঃ পর্দা সহকারে গমন করা, মুহ্রিম পুরুষ সাথে নেয়া, পুরুষ লোকের সাথে মিলে মিশে যিয়ারত না করা, চিৎকার করে বুক ফাটা আর্তনাদ না করা (নিয়াহাত)- ইত্যাদি। কোন কোন উলামা বলেছেন- নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই যিয়ারত করা সুন্নাত। কেননা- নবী করিম (দঃ) যেই হাদীসে কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন- সেখানে নারী পুরুষ সকলকেই অনুমতি দিয়েছেন। মেয়ে লোকদের নীরব কান্নাকাটা করার ব্যাপারটি নিষিদ্ধ নয়। তবে ধৈর্য্য ধারন করার তাকিদ রয়েছে। যেমনঃ

১। বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছেঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى اِمْرَاَةً بِمَقْبَرَةٍ تَبْكِىْ عَلٰى قَبْرِ ابْنِهَا فَاَمَرَهَا بِالصَّبْرِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا-

অর্থ ঃ "নবী করিম (দঃ) জনৈকা মহিলা সাহাবীয়াকে কোন এক কবরস্থানে তাঁর ছেলের কবরের পাশে কান্নারত অবস্থায় দেখে তাঁকে ধৈর্য্য ধারন করার উপদেশ দেন– কিন্তু যিয়ারত করতে নিষেধ করেন নি"(বুখারীও মুসলিম)। বুঝা গেল– ধৈর্য্য ধারণের শর্তে মহিলাদের যিয়ারতের অনুমতি রয়েছে।

২। মুসলিম শরীফে অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছেঃ

وَرَوٰى مُسْلِمٌ اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ سَيِّدَتَنَا عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا الدُّعَاءَ لِزِيَارَةِ الْقُبُوْرِ لِمَاقَالَتْ لَهٗ كَيْفَ اَقُوْلُ لَهُمْ-فَقَالَ : قُوْلِىْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ-

অর্থ ঃ "নবী করিম (দঃ)– এর খেদমতে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) আরজ করেছিলেন– আমি কবর সমূহ যিয়ারত কালে কিভাবে তাঁদেরকে সম্বোধন করবো এবং কিভাবে কবর যিয়ারত করবো? তখন নবী করিম (দঃ) বললেন– এভাবে সম্বোধন করবে ও দোয়া করবেঃ হে কবরবাসী মুসলিম নরনারীগন, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের পূর্বে গমনকারী ও পরে গমনকারী মরহুম নর–নারীগনকে আল্লাহ্ রহম করুন । ইন্‌শা আল্লাহ্, আমরা অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হবো"। (মুসলিম শরীফ)

এখানে প্রমানিত হলো– নবী করিম (দঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) কে সাধারন মুসলমানের

কবর যিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন এবং দোয়াও শিখিয়ে দিয়েছেন। তবে শরীয়তের ইমামগণ সমস্ত হাদীস পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নারীদের জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেছেন- ঐ সব শর্ত ইসলামী ঐতিহ্য ও সভ্যতার প্রতীক এবং যুক্তিযুক্ত। পর্দা পালন করা, মুহরিম পুরুষের সাথে গমন করা ও বেগানা পুরুষদের সাথে মেলামেলা না করা- ইত্যাদি শরীয়তেরই পৃথক স্থায়ী বিধান। সুতরাং-এই স্থায়ী বিধানকে কোন রকমেই ভঙ্গ করা যাবেনা। মাযারে হোক কিংবা বাজারে হোক- সর্বাবস্থায়ই পর্দা ফরয।

প্রশ্নঃ "যিয়ারত কারিনী নারীদের উপর আল্লাহ্ তায়ালা লা'নত বর্ষণ করেছেন" -এই হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা যায় যে- নারীদের জন্য যিয়ারতে গমন করা নিষিদ্ধ। এই হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি?

উত্তরঃ হাদীস শরীফে এসেছেঃ

لَعَنَ اللّٰهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ

অর্থাৎ "অধিক যিয়ারত কারিনীর উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত"।

উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন- যেহেতু অন্য হাদীস দ্বারা নারীদের যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে, সুতরাং লানতের হাদীস খানা নিষেধ মূলক নয় বরং সতর্ক মূলক । অর্থাৎ ঐ সব নারীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত- যেসব যিয়ারত কারিনী ঘন ঘন যিয়ারত করে । সেজন্যই নবী করিম (দঃ) زَوَّارَاتِ শব্দটি ব্যবহার করেছেন- যা দ্বারা মুবালাগা বা ঘন ঘন যিয়ারত করা বুঝায় । অর্থাৎ ঘনঘন যিয়ারত কারিনীর উপর লা'নত । সংযত যিয়ারত কারিনীদের জন্য এই অভিশাপ নয়। উক্ত হাদীসের আর একটি ব্যাখ্যা উলামাগন এভাবে দিয়েছেন- 'এ হাদীসখানা ঐ সব নারীদের বেলায় প্রযোজ্য- যারা যিয়ারত কালীন সময়ে কান্না কাটা করে ও বুক ফাটা চীৎকার করে'। যেমন- অধিকাংশ মেয়ে লোকেরই এ বদ অভ্যাস আছে। সুতরাং এরূপ যিয়ারতে গমন নিঃসন্দেহে হারাম । কিন্তু যদি নারীগন এ বদ অভ্যাস মুক্ত হতে পারেন, যেমন- শুধু দিল নরম করা, পরকালের স্মরনকে তাজা করা ও বরকত লাভ করা- ইত্যাদি নিয়তে গমন করেন- কান্না কাটা না করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে নারীদের যিয়ারতও জায়েয এবং সুন্নাত । যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্নিত অনুমতিমূলক হাদীস একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যবহারিক দলীল : হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) নিজ ভাই আবদুর রহমান (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনা শরীফ হতে প্রতি বৎসর মক্কা শরীফ গমন করতেন। হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) প্রতি শুক্রবারে মদিনা শরীফের বাহিরে উহুদের ময়দানে গমন করে হযরত আমির হামযা (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারত করতেন। ইমাম দ্বিতীয় হাসান (রাঃ) ইন্তিকাল করলে তাঁর বিবি তাঁর মাযার পাকা করে তথায় এক বৎসর বসবাস করেছেন। নবীবংশের নারীগনের আমল অন্যান্য নারীদের জন্য আদর্শ। বিস্তারিত জানার জন্য এ বিষয়ে আমার লিখিত আহ্কামুল মাযার বা যিয়ারতের বিধান পাঠ করুন। তাতে মাযার সম্পর্কীত যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান পাবেন। -অনুবাদক

প্রশ্ন : যিয়ারত বিরোধী আলেমরা বলে- হাদীসে নাকি মাযার যিয়ারতে সফর করাকে হারাম বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তারা নিম্নোক্ত হাদীস খানা পেশ করে। যথাঃ

لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا-

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন-তিন মস্‌জিদ ছাড়া সফর করোনা। উক্ত তিন মস্‌জিদ হলো- মস্‌জিদে হারাম, মস্‌জিদে আক্‌ছা ও আমার এই মস্‌জিদ"।(বোখারী)

প্রশ্ন : উক্ত হাদীস খানার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি? জানতে চাই।

উত্তর : উপরোক্ত হাদীস খানা মসজিদের সফর প্রসঙ্গেই বর্নিত হয়েছে। ইমাম গাজজালী (রহঃ) সহ অন্যান্য হাদীস বিশেষজ্ঞ উলামাগন হাদীস খানার এরূপ ব্যাখা করেছেনঃ বেশী ফজিলতের উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্যান্য মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা (মাল-সামানা ও হাড়ি পাতিল সহ) যাবেনা। উক্ত তিনটি মসজিদ হলো- মক্কা মোয়াজ্জমার মসজিদে হারাম, বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে আক্‌সা এবং আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী)"- বোখারী শরিফ।

ব্যাখ্যা : হাদীস শরীফ খানা মসজিদ সংক্রান্ত। কোন্ মসজিদের জন্য সফর করা যাবে এবং কোন্ মসজিদের জন্য সফর করা যাবে না -সে সম্পর্কেই নবী করিম (দঃ) উক্ত তিন মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদে নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতের নিয়তে ও বেশী সওয়াবের

আশায় সফর করা হারাম বলে ঘোষনা করেছেন। কেননা, তিন মসজিদের ফজিলত আলাদা। মসজিদে হারামের সাওয়াব লক্ষ গুন, আর মসজিদে আক্সা ও মসজিদে নববীতে পঞ্চাশ হাজার গুন সাওয়াব বেশী। এছাড়া অন্যান্য জামে মসজিদ সাওয়াবের ক্ষেত্রে সমান। মাযারের সাথে এই হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রামের জামে মসজিদ আর ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদ সাওয়াবের ক্ষেত্রে এক বরাবর । সুতরাং বেশি সাওয়াব ও ফজিলতের নিয়তে দূর থেকে বায়তুল মোকাররম মসজিদে বা দিল্লীর মসজিদে সফর করা হারাম । কেননা, এতে অনুমান করে সাওয়াব নির্ধারন করা হয়- নবীজীর হাদীস মোতাবেক নহে। কেয়াছ করে মনগড়া সাওয়াব নির্ধরিন করা হারাম। তদুপরি, দুরের মসজিদে অধিক সাওয়াবের আশায় কষ্ট করে যাওয়া অনর্থক ও অন্যায়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হলো- মাযারের যিয়ারতের সাথে এই হাদীসের কোনই সম্পর্ক নেই । এক জায়গার হাদীস অন্য জায়গায় ব্যবহার করাই বরং হারাম। বিরোধীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিন মসজিদ ছাড়া অন্য সফর হারাম হলে- আরাফাত, মীনা, মোজদালেফা, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করা অথবা ইলম অর্জন করা ও ব্যবসা বানিজ্যের উদ্দেশ্যে দুরদেশে সফর করাও হারাম হয়ে যাবে। এমন কথা কোন মুসলমানই বলতে পারেনা। সুতরাং মাযার বিরোধীদের ব্যাখ্যা ভুল । হাদীস খানা মসজিদ সংক্রান্ত- মাযার সংক্রান্ত নয়। বরং উক্ত হাদীস দ্বারা ছয় উছুলী তাবলীগের উদ্দেশ্যে কোন মসজিদে সফর করাই হারাম প্রমাণিত হয়। -অনুবাদক

পঞ্চম অধ্যায়

মৃতদের শ্রবন প্রসঙ্গে

(سِمَاعُ الْمَوْتٰى)

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা! মৃত ব্যক্তিগন কি জীবিত ব্যক্তিগনের দোয়া দরুদ শুনতে পান? এবং যিয়ারত কারীকে চিনতে পারেন?

উত্তর ঃ অবশ্যই চিনতে পারেন এবং তাদের কথা বার্তা ও দোয়া দরূদও শুনতে পান। এ কারনেই নবী করিম (দঃ) হাদীসে বলেছেন- প্রথমে কবরবাসীগনকে সম্বোধন করে সালাম করতে হবে। পরে দোয়া দরূদ পড়তে হবে। হযরত রাসুল করিম (দঃ) নিজেই মদিনা শরীফের জান্নাতুল বাকীতে গমন করে প্রথমে ইন্তিকাল প্রাপ্ত সাহাবাগনকে সম্বোধন করে সালাম দিতেন– পরে দোয়া করতেন। তাঁদের সাথে কথা বার্তা ও বলতেন। যদি তাঁরা না শুনতেন বা না বুঝতেন– তাহলে নবী করিম (দঃ) কি তাঁদের সাথে ঐরূপ আচরন করতেন? কখনই নয়। কথা শুনেন না এবং বুঝেন না– এমন লোকদের সাথে নবী করিম (দঃ)-এর কথা বলার চিন্তা করাই বরং বেদ্বীনী ও কুফরী।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা! কবরবাসীগন যে শুনতে পান-তার দলীল কি?

উত্তরঃ ১। প্রথম দলীল ঃ ইমাম ইবনে আবিদ্ দুনিয়া কিতাবুল কুবুর গ্রন্থে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ননা করেন ঃ –

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ رَجُلٍ يَزُوْرُ قَبْرَ اَخِيْهِ وَيَجْلِسُ عِنْدَهٗ اِلَّا اِسْتَأْنَسَ بِهٖ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى يَقُوْمَ–

অর্থ ঃ "হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করেন - নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

যে কোন ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে তার কবরের পাশে বসলে কবরবাসী শান্তি লাভ করে তৃপ্ত হয় এবং তার সালামের জওয়াব দেয়- যে পর্যন্ত না যিয়ারতকারী সেখান থেকে প্রস্থান করে"। (কিতাবুল কুবুর)

এতেই প্রমানিত হলো- প্রত্যেক কবরবাসীই সালাম শুনেন ও তার জবাব দেন এবং যতক্ষন পর্যন্ত যিয়ারতকারী সেখানে অবস্থান করেন- কবরবাসী তাদের সান্নিধ্যে শান্তি লাভ করে তৃপ্ত হন।

২। দ্বিতীয় দলীলঃ

কিতাবুল কুবুর গ্রন্থে ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ اَخِيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَعَرَفَهُ وَاِذَا مَرَّ بِقَبْرٍ لَايَعْرِفُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ-

অর্থ ঃ "হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করেন ঃ যখন কোন মুসলমান আপন পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে- তখন কবরবাসী তার সালামের জওয়াব দেয় এবং তাকে চিন্‌তে পারে। আর অপরিচিত লোকেরা যিয়ারত করে সালাম দিলে শুধু সালামের জওয়াব দেয়"।

এতেও প্রমানিত হলো- যে, কবরবাসী সালাম শুনেন ও জওয়াব দেন। যিয়ারতকারী পরিচিত হলে মৃত ব্যক্তি তাকে চিনে। সুবহানাল্লাহ। সাধারণ কবরবাসীর যদি এ অবস্থা হয়- তাহলে অলীগনের অবস্থা কি হবে!

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা ! যিয়ারত বিরোধী লোকেরা প্রায়ই কোরআন মজিদের একটি আয়াত দিয়ে প্রমান করতে চায় যে, মৃত কবরবাসীরা শুনেনা।

আয়াত খানা এই ঃ

وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ

"হে রাসুল আপনি কবরবাসীগনকে শুনাতে পারবেন না"। এতে বুঝা যায় যে, কবরবাসীগন শুনেন না। এর জবাবও সঠিক ব্যাখ্যা কি?

উত্তর ঃ বিরোধীদের পূর্বতন নেতা এবং ইব্নে তাইমিয়ার সাগরিদ ইব্নে কাইয়েম কিতাবুর রূহ নামক গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেঃ

اَنَّ سِيَاقَ الْاٰيَةِ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْمُرَادَ اَنَّ الْكَافِرَ الْمَيِّتَ الْقَلْبِ لَا تَقْدِرُ عَلٰى اِسْمَاعِهٖ اِسْمَاعًا يَّنْتَفِعُ بِهٖ كَمَا اَنَّ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ لَا تَقْدِرُ عَلٰى اِسْمَاعِهِمْ اِسْمَاعًا يَّنْتَفِعُوْنَ بِهٖ - وَلَمْ يُرِدْ سُبْحَانَهٗ اَنَّ اَصْحَابَ الْقُبُوْرِ لَا يَسْمَعُوْنَ شَيْئًا اَلْبَتَّةَ كَيْفَ وَقَدْ اَخْبَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُمْ يَسْمَعُوْنَ خَفْقَ نِعَالِ الْمُشَيِّعِيْنَ وَاَخْبَرَ اَنَّ قَتْلٰى بَدْرٍ سَمِعُوْا كَلَامَ الرَّسُوْلِ وَخِطَابَهٗ وَشَرَعَ السَّلَامَ عَلَيْهِمْ اَىْ اَلْاَمْوَاتِ بِصِيْغَةِ الْخِطَابِ اَلَّذِىْ يُسْمَعُ وَاَخْبَرَ اَنَّ مَنْ سَلَّمَ عَلٰى اَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ - وَهٰذِهِ الْاٰيَةُ نَظِيْرُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ-

অর্থ ঃ "উক্ত আয়াতের পূর্বাপর ধারাবাহিকতায় একথাই বুঝা যায় যে- উক্ত আয়াতের সঠিক অর্থ হলো-"হে রাসুল, আপনি মৃত কলবের অধিকারী কাফেরদেরকে হেদায়াতের বানী কখনো শুনাতে পারবেন না- যদ্বারা তারা হেদায়াত পেতে পারে- যেমন শুনাতে পারেন না মৃত কবরবাসীকে- যদ্বারা তারা উপকৃত হতে পারে"। আল্লাহ্ তায়ালা উক্ত আয়াতে একথা তো বলেননি- যে, মৃত ব্যক্তিরা মোটেই কোন কথা শুনতে পায়না।

বরং বলেছেন- আপনি কবরবাসীকে হেদায়াতের বানী শুনালে যেমন তারা উপকৃত হতে পারেনা- তদ্রুপ মৃত কলবের কাফেরগনকেও হেদায়াতের বানী শুনাতে পারবেন না। তারা

আপনার হেদায়াতের বানী দ্বারা উপকৃত হবেনা। এখানে কেবল হেদায়াতের উপমা দেয়া হয়েছে। কানে শ্রবন করার কোন নিষেধ বানী এখানে নেই। কেননা, মৃত মুসলমান তো দূরের কথা -মৃত কাফেরগনও যে শুনতে পায়, তার প্রমান পাওয়া যায়- বদরের যুদ্ধে নিহত ৭০ জন কোরাইশ সর্দারের সাথে নবী করিম (দঃ)-এর কথা বার্তার মাধ্যমে। নবী করিম (দঃ) বদরের একটি গর্তে নিক্ষিপ্ত ৭০ জন কাফের সর্দারকে সম্বোধন করে তিরস্কার মূলক কথাবার্তা বলেছিলেন এবং কাফেররা তাঁর কথা শুনতে পেয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি এমন মৃত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলছেন- যারা শুনতে পায়না। তখন নবী করিম (দঃ) বলেছিলেনঃ

ما انتم باسمع لما اقول منهم–

"হে ওমর! তোমরা তাদের চেয়ে আমার কথা বেশী শুনতে পাওনা"।

এতে বুঝা যায়- মৃত কাফেরদের শ্রবন শক্তি জীবিত লোকদের চেয়ে বেশী। তাহলে মৃত মুসলমানের শ্রবন শক্তি কতটুকু হতে পারে- তা সহজেই অনুমেয়। আসলে আয়াতের মধ্যে কানের নয় বরং অন্তরের শ্রবন শক্তির কথাই বলা হয়েছে- যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। নবী করিম (দঃ) হাদীস শরীফে আরও এরশাদ করেছেনঃ মৃত ব্যক্তিরা দাফনকারী ব্যক্তিদের বিদায় কালীন সময়ে তাদের পায়ের জূতার শব্দও শুনতে পান। তিনি মৃত ব্যক্তিদেরকে প্রথমে সালাম দিতেন সম্বোধন মূলক বাক্য দ্বারা- যা তারা শুনতে পায়। তিনি আরও এরশাদ করেছেনঃ যারা আপন মৃত মুসলমান ভাইদেরকে সালাম দিবে, তারা উক্ত সালামের জওয়াব দিয়ে থাকেন।

বিরোধী দলের উপস্থাপিত অত্র আয়াত খানা আল্লাহ্ তায়ালার অন্য একটি আয়াতের মত- যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- "হে রাসূল! আপনি মৃত ব্যক্তিদেরকে হেদায়াতের বানী শুনালে যেমন তারা উপকৃত হতে পারেনা- তদ্রুপ বধির ব্যক্তিও (কাফের) যখন হেদায়াতের বানী শুণে পিছটান দিয়ে ফিরে যায়, তাদেরকেও আপনি হেদায়াতের বানী শুনাতে পারবেন না" (ইব্‌নে কাইয়েমের ব্যাখ্যা শেষ)।

এই আয়াতে এবং বিরোধীদের উপস্থাপিত আয়াতে কানে শ্রবনের নিষেধাজ্ঞা মূলক কোন ইঙ্গিত নেই- বরং কলবের শ্রবনের কথাই বিধৃত হয়েছে উক্ত দু'টি আয়াতে। সুতরাং বিরোধীদের ব্যাখ্যাটি ভুল ও ভ্রান্ত এবং প্রতারনা মূলক। বরং মৃত ব্যক্তিরা দেখে ও চিনে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

কবরস্থানে কোরআন তিলাওয়াত প্রসঙ্গে।

(اَلتِّلَاوَةُ عِنْدَ الْقُبُوْرِ)

প্রশ্নঃ কবরের পার্শে কোরআন মজিদ তিলাওয়াত করে তার সাওয়াব কবরবাসীর রূহে পৌছিয়ে দেয়া সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

উত্তরঃ মুসলমানগনের যে কোন নফল ইবাদতের সওয়াব মৃত এবং জীবিত ব্যক্তির নামে হাদিয়া করা ও সাওয়াব পৌছান শরীয়ত সম্মত ও সঠিক বিধান। যেমন- কোরআন মজিদ তিলাওয়াতের সাওয়াব ও অন্যান্য তাস্‌বীহ্ তাহ্লীলের সওয়াব উলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ মতানুযায়ী নিয়ত অনুসারে মৃত ব্যক্তি ও জীবিত ব্যক্তিগনের নিকট পৌছে। কেননা, তিলাওয়াত কারীগন তিলাওয়াত শেষে নিম্নোক্ত ভাবে দোয়া করেন : "হে আল্লাহ! আমরা যা কিছু তিলাওয়াত করেছি বা তাহলীল পাঠ করেছি- তার সাওয়াব তুমি অমুকের রূহে পৌছিয়ে দাও"। ইমামদের মধ্যে এখ্‌তেলাফ শুধু এক্ষেত্রে যে- যদি দোয়া না করে এবং না পৌছায়- তবে নিজে নিজে সরাসরি উক্ত সাওয়াব পৌছবে কিনা? শাফেয়ী মযহাবের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী না পৌছালে পৌছবেনা । কিন্তু পরবর্তী শাফেয়ী ইমামগন এবং অন্য তিন মাযহাবের ইমামগনের ঐক্যমতে শুধু মনে মনে নিয়ত করে তিলাওয়াত করলেই উক্ত তিলাওয়াত ও যিকিরের সাওয়াব পৌছবে। পৃথক ভাবে পৌছানোর বাধ্যবাধকতা নেই। তবে দোয়া মুনাজাত করা ভাল। এমতের উপরই মুসলমানগনের আমল চলে আসছে। হাদীস শরীফে এসেছেঃ

مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ-

অর্থ : "মুসলমানগন সতঃস্ফূর্ত ভাবে যে কাজকে ভাল মনে করেন, তা আল্লাহর নিকটও ভাল।(কেননা কোরআন মজিদে উম্মতে মোহাম্মদীকে আল্লাহর সাক্ষী বলা হয়েছে- বাক্বারা)

হুজ্জাতুল ইসলাম কুতুবুল ইরশাদ ইমাম সাইয়েদ আবদুল্লাহ ইব্নে আলভী হাদ্দাদ (রহঃ) বলেছেনঃ

وَمِنْ اَعْظَمِ مَا يُهْدٰى اِلَى الْمَوْتٰى بَرَكَتُهٗ وَاَكْثَرُهٗ نَفْعًا قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ وَاِهْدَاءُ ثَوَابِهٖ اِلَيْهِمْ وَقَدْ اَطْبَقَ عَلَى الْعَمَلِ بِذٰلِكَ الْمُسْلِمُوْنَ فِى الْاَعْصَارِ وَالْاَمْصَارِ وَقَالَ بِهِ الْجَمَاهِيْرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ سَلَفًا وَخَلَفًا الخ (مَاقَالَهٗ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ كِتَابِهٖ سَبْئِنِ الْاَذْكَارِ)

অর্থ ঃ "হযরত সাইয়েদ আবদুল্লাহ আলভী হাদ্দাদ (রহঃ- নিজ গ্রন্থ ছাবিলূল আজকার-এ লিখেছেনঃ মৃত ব্যক্তিগনের জন্য যা কিছু হাদিয়া পেশ করা হয় এবং যা কিছু বেশী উপকারী, তা হচ্ছে- তিলাওয়াতে কোরআন এবং তার সাওয়াব কবরবাসীগনের রূহে ইসালে সওয়াব করা। এ পন্থায় সাওয়াব পৌছানোর রীতি নীতি প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশেই মুসলমানগনের মধ্যে চালূ রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে পরবর্তী সকল যুগের মশহুর উলামা ও বুযুর্গানে দ্বীন এ মতই পোষন করেন- (ছাবিলূল আজ্কার)।

প্রশ্নঃ মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা যে জায়েয- তার প্রমান কি?

উত্তরঃ

১। প্রথম দলীল ঃ ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল, আবু দাউদ ও ইব্নে মাজা শরীফে আছেঃ

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِقْرَؤُا عَلٰى مَوْتَاكُمْ سُوْرَةَ يٰسٓ-

অর্থ : "হযরত মা' ক্বাল ইব্নে ইয়াছার (রাঃ) হতে বর্নিত- নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাছে সুরা ইয়াছীন তিলাওয়াত করো।"

হাদীস বিশারদ উলামাগন এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- হাদীসখানা ব্যাপক। ইন্তিকালের সময়ে এবং ইন্তিকালের পরে, ঘরে ও কবরে- সর্বত্রই তিলাওয়াত করা যাবে। কেননা, হাদীসে 'মৃত ব্যক্তির কাছে' বলা হয়েছে। কাছে- অর্থ মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পর।

২। দ্বিতীয় দলীল

তাবরানী ও ইমাম বায়হাকীর শুয়াবুল ঈমান হাদীস গ্রন্থে আছেঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوْهُ وَاسْرِعُوْا بِهٖ اِلٰى قَبْرِهٖ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَرَأْسِهٖ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ-ذَكَرَهُ الْاِمَامُ السُّيُوْطِىُّ فِىْ جَمْعِ الْجَوَامِعِ-

অর্থ : "হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্হমা মারফূ হাদীসের মাধ্যমে নবী করিম (দঃ) থেকে বর্ননা করেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ ইন্তিকাল করে, তাকে ফেলে রেখোনা বরং যথাশীঘ্র কবরস্থ করো। তার মাথার দিকে সুরা বাক্বারার প্রথম তিনটি আয়াত এবং পায়ের দিকে উক্ত সুরার শেষ তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করো"। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) তাঁর জামউল জাওয়ামে গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩। তৃতীয় দলীল আমলী :

ইব্নে তাইমিয়ার শাগরিদ ইব্নে কাইয়েম তার কিতাবুর রূহ - গ্রন্থে উল্লেখ করেছে যে, কবরের পার্শ্বে কোরআন শিক্ষা দেয়া সুন্নাত। এর প্রমান হলো- সল্ফে সালেহীন (সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীন) গনের মধ্যে কিছু সংখ্যক বুযুর্গ তাঁদের কবরের পার্শে সব সময় কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার জন্য অছিয়ত করে গেছেন। তন্মধ্যে হযরত

আবদুল্লাহ ইব্নে ওমর (রাঃ) অছিয়ত করে গেছেন- যেন তাঁর মাযারের পার্শে সব সময় সুরা বাক্বারা তিলাওয়াত করা হয়।

মদিনা শরীফের আনসারগনের (রাঃ) মধ্যে এই প্রথা ছিল যে, কেউ ইন্তিকাল করলে লোকেরা দল বেঁধে পালা করে তাঁর কবরে ও মাযারে গমন করতেন এবং তথায় কোরআন মজিদ তিলাওয়াত করতেন। (ইব্নে কাইয়েমের বর্ণনা শেষ) বর্তমানে বিভিন্ন মাযারে এই প্রথাই চালু রয়েছে- অনুবাদক।

উলামাগন বর্ননা করেছেন যে, কোন লোক নেক আমল করে তার সাওয়াব অন্যকে দান করতে পারে- চাই নামায হোক অথবা তিলাওয়াত অথবা অন্য যে কোন নেক আমল। এই দাবীর পেছনে দলীল হচ্ছে একখানা হাদীস -যা ইমাম দারু কুত্নী বর্ননা করেছেন। যথাঃ

৪। চতুর্থ দলীল ঃ

اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ كَانَ لِىْ اَبَوَانِ اَبَرُّهُمَا فِىْ حَالِ حَيَاتِهِمَا فَكَيْفَ لِىْ بِبِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنَ الْبِرِّ اَنْ تُصَلِّىَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ وَاَنْ تَصُوْمَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ-)رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِىْ)

অর্থ ঃ "একজন সাহাবী রাসলুল্লাহ (দঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ- আমার পিতা মাতা জীবিত আছেন। জীবিতাবস্থায় আমি তাঁদের খেদমত করতে পারি এবং নেকী অর্জন করতে পারি। তাঁদের ইন্তিকালের পর আমি কিভাবে তাঁদের খেদমত করে নেকী অর্জন করতে পারবো? তদুত্তরে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন- তোমার নামাজের সাথে তাদের জন্যও কিছু নামাজ আদায় করো এবং তোমার রোজার সাথে তাদের জন্যও কিছু রোজা রেখো"। (দারু কুত্নী)।

উল্লেখ্য, তৃতীয় দলীলটি পেশ করেছে ইব্নে কাইয়েম। হযরত ইব্নে ওমর (রাঃ)-এর অছিয়ত এবং আনসার গনের আমল- এই দুইটি দলীল আমলী বা ব্যবহারিক। পালাক্রমে

মাযারে গমন করা এবং কবরের পার্শে কোরআন মজিদ শিক্ষা দেয়া– উভয়টিই সাহাবা ও আনসারগনের আমল দ্বারা প্রমানিত । সুতরাং কবরের পার্শে ৪০ দিন কোরআন মজিদ তিলাওয়াত করার প্রথা নুতন কিছু বা বেদয়াত নয় - বরং সুন্নাত। ৪র্থ দলীলে পিতা মাতার জন্য নফল নামাজ ও নফল রোজার কথা তো স্বয়ং নবী করিম (দঃ) ই নির্দেশ করেছেন। অতএব বিরোধীদের আপত্তি তো হাদীসের বিরুদ্ধেই আপত্তি। আমাদের কিছু বলার প্রয়োজন নেই। – অনুবাদক

প্রশ্নঃ কোন কোন আলেম বলেন– একজনের আমল অন্যের উপকারে আসেনা। কোরআন ও হাদীসে নাকি এর প্রমান আছে। তারা কোরআন মজিদের আয়াত "লাইছা লিল্ ইন্ছানে ইল্লা মা ছা'আ" (সুরা নাজম) এবং হাদীস শরীফ ' ইযা মাতাল ইন্ছানু ইন্কাতাআ আন্হু আমালুহু' এ প্রসঙ্গে পেশ করে থাকে। তারা আয়াতের অর্থ করে এভাবে– মানুষ তাই পায়– যা সে নিজে করে (সউদি কুরআনুল করিম) ।

তারা হাদীস শরীফের অনুবাদ করে এভাবে– মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের আমল বন্ধ হয়ে যায় সুতরাং অন্যের কোন আমলে কাজ হবেনা। এখন জিজ্ঞাস্য এই– তাদের এই অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিক কিনা? যদি না হয়– তাহলে সঠিক ব্যাখ্যা কি ?

উত্তরঃ ইছালে সাওয়াব বিরোধী আলেমগন কুরআন ও হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে– তা সঠিক নয়। তারা কোরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করেছে । তাদেরই পূর্বতন নেতা ইব্নে কাইয়েম যে ব্যাখ্যা দিয়েছে– তাতেই তাদের মুখোশ খুলে যাবে। ইব্নে কাইয়েম তার কিতাবুর রূহ গ্রন্থে সঠিক ব্যাখ্যাই দিয়েছে তিন প্রকারে।

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِىْ كِتَابِ الرُّوْحِ : اَنَّ الْقُرْاٰنَ لَمْ يَنْفِ انْتِفَاعَ الرَّجُلِ بِسَعْىِ غَيْرِهٖ وَاِنَّمَا اَخْبَرَ اَنَّهٗ لَايَمْلِكُ اِلَّا سَعْيَهٗ وَاَمَّا سَعْىُ غَيْرِهٖ فَهُوَ مِلْكٌ لِسَاعِيْهِ فَاِنْ شَاءَ اَنْ يَبْذُلَهٗ لِغَيْرِهٖ وَاِنْ شَاءَ اَنْ

يُبْقِيَهُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ إِلَّا بِمَاسَعَى-(كِتَابُ الرُّوْحِ لِابْنِ الْقَيِّمِ)

প্রথম ব্যাখ্যা ঃ

অর্থ ঃ "ইব্নে কাইয়েম لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى-এর ব্যাখ্যা কিতাবুর রূহ নামক গ্রন্থে এভাবে করেছে "কোরআনের উক্ত আয়াতে অন্যের আমলের দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবেনা"- এমন কথা কুরআনে বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যে, মানুষ নিজের প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জিত সাওয়াবের মালিক সে নিজেই হবে- অন্য লোক নয়। অন্যের অর্জিত আমলের মালিকও ঐ ব্যক্তি নিজেই। কিন্তু যদি অন্য মালিক ইচ্ছা করে এই ব্যক্তির জন্য কিছু দান করে, তবে করতে পারে। আর ইচ্ছা করলে দান না করে নিজের জন্যই রেখে দিতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালা উক্ত আয়াতে তো একথা বলেন নি যে, মানুষ নিজের কর্মফল ছাড়া অন্যের দানকৃত আমল দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না"। (কিতাবুর রূহ)।

নোটঃ উক্ত ব্যাখ্যায় ইব্নে কাইয়েম একটি হরফের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। ঐ হরফটি হলো لِلْإِنْسَانِ শব্দটির প্রথম হরফ لَامْ লাম।

উক্ত لَامْ আরবী ব্যাকরনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা (১) اِنْتِفَاعْ বা উপকারার্থে, (২) تَمْلِيْكْ বা মালিক হওয়া অর্থে। বিরোধীরা হরফটির প্রথম অর্থ গ্রহন করে ভুল ব্যাখ্যা করেছে। আয়াতের মধ্যে লাম (لَامْ) হরফটি ইবনে কাইয়েমের মতে উপরোক্ত মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হবে। তাহলে আর কোন সমস্যাই থাকবেনা। এখন আয়াতের প্রকৃত অর্থ হবে এই- "মানুষ নিজে যা আমল করে, তার মালিক সে নিজেই। অন্য কোন লোক তা কেড়ে নিতে পারবেনা। যে পর্যন্ত সে অন্যকে দান না করবে, সে পর্যন্ত অন্য লোক এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবেনা। এমনকি উহার মালিকও হতে পারবে না"।

কিন্তু ইছালে ছাওয়াবের মাধ্যমে নিজেদের কৃত আমলের ছাওয়াব অন্যের রূহে পৌছিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং সে তখন সাওয়াবের মালিক হয়ে যায়। বিরোধীদের ব্যাখ্যা গ্রহন করলে- অন্যের দান করা আমলে উপকৃত হওয়া যাবেনা- বলে সাব্যস্থ হয়। অথচ

কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য প্রমান রয়েছে যে , নিজে আমল করে সে আমলের সাওয়াব অন্যকে দান করা যায়। যেমন- পূর্ববর্তী প্রশ্নোত্তরেই পিতা মাতার প্রতি সন্তানের নামাজ রোজা ইত্যাদি বখ্শিষ করার কথা হাদীসে এসেছে।

আর বিরোধীদের উপস্থাপিত (ইযা মাতা) হাদীস খানাও তাদের মতের স্বপক্ষে নয়। কেননা, উক্ত হাদীসে নবী করিম (দঃ) শুধু এতটুকুই বলেছেন যে- মৃত্যুর সাথে সাথে তার নিজের আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার ফলাফলও বন্ধ হয়ে যাবে- এমন কথার ইঙ্গিত উক্ত হাদীসে নেই। তদুপরি- অন্যের আমলের দ্বারা উপকৃত হওয়ার নিষেধাজ্ঞাও উক্ত হাদীসে নেই। বিরোধী দলেরা কোথায় পেল যে, অন্যের আমলের দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবেনা? অন্যের আমলের মালিক হবে সে লোক নিজে। কিন্তু যদি সে নিজের আমল অন্যকে দান করে - তাহলে অবশ্যই তা দ্বিতীয় ব্যক্তি পাবে। আমল বন্ধ হয়ে যাওয়া এক জিনিস- আর অপরকে দান করা অন্য জিনিস। ইব্নে কাইয়েমের প্রথম ব্যাখ্যা সমাপ্ত । খুব ভাল করে বুঝে নিন।-অনুবাদক

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ঃ

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বলেন- لَيْسَ-আয়াতটির হুকুম অন্য একটি আয়াত দ্বারা মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। সে আয়াতটি হলো ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

(سُوْرَةُ الطُّوْرِ)

অর্থ ঃ "যারা ঈমানদার- তাদের সন্তানগনও তাদেরই অনুগামী হবে জন্মগত ঈমানের কারনে। আমি (আল্লাহ) তাদের সন্তানগনকে তাদের সাথে (জান্নাতে) একসাথ করবো" (সূরা তুর)।

উক্ত আয়াতে পিতৃপুরুষের নেক আমলের (ঈমান) কারনে সন্তানগনও বেহেস্তী হবে বলে ঘোষনা করা হয়েছে। কাজেই এই আয়াত খানা لَيْسَ-আয়াতকে মান্সুখ করে দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে- একজনের আমল অন্যের উপকারে আসবেনা। আর অত্র শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে-পিতৃ পুরুষের ঈমান সন্তানের উপকারে আসবে।

ইব্নে আব্বাসের তাফসীর অনুযায়ী لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى আয়াতের মধ্যে لَامْ হরফটি اِنْتِفَاعْ অর্থে ব্যবহৃত হলেও তা মানসুখ হয়ে গেছে। বর্তমানে উক্ত আয়াতের কার্যকারিতা বা হুকুম রদ হয়ে গেছে এবং সুরা তুরের আয়াতটি তার রদকারী বা نَاسِخْ হয়ে অন্যের আমলের দ্বারা উপকার পাওয়ার প্রমান বহন করছে।

তৃতীয় ব্যাখ্যা ঃ

তাবেয়ী ইকরামা (রহঃ) সুরা নাজমের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ

اَنَّ ذٰلِكَ لِقَوْمِ مُوْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَاَمَّا هٰذِهِ الْاُمَّةُ فَلَهُمْ مَاسَعَوْا وَمَايَسْعٰى لَهُمْ غَيْرُهُمْ-

অর্থ ঃ "হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত মুছা (আঃ)--এর উম্মতের ক্ষেত্রেই উক্ত আয়াত খানার হুকুম ছিল। এই উম্মতের বেলায় নিজের আমল এবং অন্যের দান করা আমল- উভয়ই ফলদায়ক হবে বলে সুরা তুরে বর্ননা করা হয়েছে। সুতরাং এক উম্মতের হুকুম অন্য উম্মতের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবেনা। এই উম্মতের বেলায় নিজের আমল ও অন্যের দানকৃত আমলের সাওয়াব উপকারী হবে। সুরা নাজমের আয়াত খানা (لَيْسَ) হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মুছা (আঃ)-এর উম্মতের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে। উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য নয়।

বিঃ দ্রঃ একজনের কৃত আমল যে অন্যের উপকারে আসে সে সম্পর্কে দুখানা হাদীস খুবই তাৎপর্য পূর্ন।

প্রথম হাদীস খানা নিম্নরূপঃ

اِنَّ امْرَاَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا وَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِهٰذَا اَجْرٌ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ-

অর্থাৎ "এক মহিলা সাহাবীয়ার ছেলে মারা গেলে উক্ত মহিলা আরজ করলেন- ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমি কি তার পক্ষে বদলা হজ্ব করতে পারবো? নবী করিম (দঃ) বললেন- হা,

পারবে। তোমাকেও সাওয়াব দেয়া হবে"। এখানে ছেলের হজ্বের সাওয়াব সে পেয়ে গেল।

দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ اٰخَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُمِّيْ اِفْتَلَتَتْ نَفْسَهَا فَهَلْ لَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

অর্থ ঃ "দ্বিতীয় এক সাহাবী আরজ করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা ইন্তিকাল করেছেন । আমি তাঁর জন্য সদ্কা করলে তিনি কি তার সাওয়াব পাবেন? হুজুর (দঃ) এরশাদ করলেন- হাঁ, পাবে। উক্ত সাহাবী ছিলেন হযরত সা'দ (রাঃ)"।

এতেই প্রমানিত হলো- একজনের আমলের সাওয়াব অন্যজন পায়।

সপ্তম অধ্যায়

কবর চুম্বন করা ও হাতে স্পর্শ করা প্রসঙ্গে

(اَلتَّمَسُّحُ بِالْقُبُوْرِ وَتَقْبِيْلُهَا)

প্রশ্নঃ কবর ও মাযার স্পর্শ করা এবং চুম্বন করা জায়েয কিনা?

উত্তরঃ কবর ও মাযার চুম্বন করা বা স্পর্শ করা একদল উলামার মতে মাক্‌রূহ এবং অন্য একদল ওলামার মতে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মোবাহ ও জায়েয। কিন্তু কারো মতেই হারাম নয়। হারাম কেউই বলেন নি। বিষয়টি মাকরূহ হওয়া– না হওয়ার মধ্যে সীমিত।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা! জায়েয হওয়ার দলীল কি ?

উত্তরঃ শরীয়তের প্রনেতা (شَارِعْ) নবী করিম (দঃ)-এর পক্ষ হতে কবর চুম্বনের বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়না এবং নিষিদ্ধ হওয়ার অন্য কোন দলীলও পাওয়া যায়নি। বরং সিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেই অন্যান্য প্রমান পাওয়া যায়। যেমনঃ

১। নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকে বিবি ফাতেমা (রাঃ) আপন চিবুক স্থাপন করেছেন। কোন সাহাবী তা নিষেধ করেন নি।

اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَضَعَتْ خَدَّيْهَا عَلٰى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ اَحَدٌمِّنَ الصَّحَابَةِ (اَدِلَّةُ اَهْلِ السُّنَّةِ-لِلشَّيْدِ يُوْسُفْ رِفَاعِىْ)

অর্থ ঃ "হযরত ফাতেমা (রাঃ) আপন দু গন্ড নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকে স্থাপন করেছেন। কোন সাহাবীই তা নিষেধ করেন নি" (আদিল্লাতু আহ্‌লিচছুন্নাহ – সৈয়দ ইউসুফ রেফায়ী (সংগৃহীত)।

২। হযরত বেলাল (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকে আপন কপাল ঘষে ছিলেনঃ

وَقَدْ رُوِىَ اَنَّ بِلَالاً رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّازَارَ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَبْكِىْ وَيُمَرِّغُ خَدَّيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَجْهَهُ عَلَى الْقَبْرِ الشَّرِيْفِ (شِفَاءُ السِّقَامِ فِىْ زِيَارَةِ خَيْرِ الْاَنَامِ لِلْاِمَامِ تَقِىُّ الدِّيْنِ السُّبْكِىُّ)

অর্থ ঃ "বর্নিত আছেঃ হযরত বেলাল (রাঃ) যখন (সিরিয়া হতে আগমন করে) নবী করিম (দঃ)- এর রওযা মোবারক যিয়ারত করতে আসলেন- তখন তিনি বেখোদ্ হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং আপন গন্ড যুগল; (অন্য বর্ননায়) আপন কপাল রওযা মোবারকে ঘষতে লাগলেন" এ ঘটনা বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু কেউ নিষেধ করেন নি। (শিফাউস সিকাম ফি যিয়ারাতি খাইরিল আনাম- ইমাম তাকিউদ্দীন সুবুকী -৭২৭ হি)

৩। খতীব ইব্নে জামালা বর্ননা করেনঃ

اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى قَبْرِهٖ-

অর্থ ঃ "হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে ওমর (রাঃ) আপন ডান হাত নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকের উপর স্থাপন করতেন"- (খতীব ইবনে জামালা)

৪। ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বলের (রহঃ) ফতোয়াঃ

وَثَبَتَ عَنِ الْاِمَامِ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ

تَقْبِيْلِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْبَرِهِ فَقَالَ لَابَأْسَ بِذٰلِكَ-

অর্থ : "ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল - রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর রওযা মোবারক ও মিম্বার শরীফ চুম্বন করা জায়েয কিনা? তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন- এতে কোনই দোষ নেই"। অতএব ৪টি দলীল দ্বারা কবর-মাযার চুম্বন ও স্পর্শ করা প্রমানিত হলো

প্রশ্ন : কবর পাকা করা এবং কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করার বিধান শরীয়তে আছে কি?

উত্তরঃ কোন কোন আলেম বলেছেন- কবর পাকা করা মাকরূহ । কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন- মাকরূহ নয় এবং কবর পাকা করা হারাম বলে শরীয়তে কোন দলীলও নেই। কবর পাকা করা, গম্বুজ তৈরী করা ও কবরের উপর বসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞামুলক হাদীস দ্বারা শুধু মাকরুহ তান্জিহী প্রমানিত হতে পারে - কিন্তু কোন মতেই হারাম নয়। ইহাই জম্হুর উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত।

(বিঃদ্রঃ) আমার লিখিত- "আহকামুল মাযার"-গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরন দেখুন।

– অনুবাদক

প্রশ্ন : পৃথিবীর অনেক দেশেই কবর ও মাযার পাকা দেখা যায় । এগুলো কি লোকেরা শুধু অযথা করেছেন?

উত্তর : শুধু অযথা বা বেহুদা কাজ হিসাবে লোকেরা কবর ও মাযার পাকা করেননি অথবা শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধি কিংবা সৌকর্যের জন্যও একাজ করেন নি- বরং এর পেছনে রয়েছে সৎ উদ্দেশ্য ও অন্যান্য উপকারিতা । যেমনঃ

ক) কবর ও মাযার হিসাবে চিহ্নিত করা - যেন লোকেরা এর যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং কেউ যেন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখেন।

খ) ভুলক্রমে লোকেরা যেন ঐ কবর বা মাযারকে উল্ট পাল্ট করে ঐ স্থানকে অন্য কাজে

ব্যবহার করতে না পারে। কেননা, কবর বা মাযার ভেঙ্গে ফেলা শরীয়তে নিষিদ্ধ। কিন্তু সউদী সরকার তাই করেছে।

গ) আত্মীয় স্বজনরা যাতে সেখানে একত্রিত হতে পারেন। কেননা, ইহা সুন্নাত।

ঘ) কবর বা মাযার পাকা করা হলে অন্য জাতি তা সহজে দখল করতে পারেনা। যেমনঃ কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদ ও দরগাহ, বাবরী মসজিদ, কাশ্মীরের হযরত ওলিউর রহমানের মাযার হিন্দুরা ধংস করতে উদ্যত হলে ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্ব মুসলিমের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল।-অনুবাদক

ঙ) হাদীস শরীফে এসেছেঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ عَلٰى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ صَخْرَةً وَقَالَ اَعْلِمُ قَبْرَ اَخِىْ لِاَدْفِنَ اِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ اَقَارِبِىْ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ)

অর্থ ঃ "নবী করিম (দঃ) হযরত উসমান ইব্নে মাজউন (রাঃ)-এর কবরের উপর একখানা বিরাট পাথর স্থাপন করে বল্লেনঃ আমি আমার ভাই (দুধভাই)-এর কবরকে চিহ্নিত করলাম- যাতে করে তার পাশে আমার অন্য আত্মীয় স্বজনকে দাফন করতে পারি" (আবু দাউদ ও বায়হাকী)।

এ হলো কবর পাকা করা বা চিহ্নিত করার প্রসঙ্গ। বাকী রইলো- কবরের উপর দালান কোঠা বা গম্বুজ তৈরী করার মাস্আলা। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামগন মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কবর কোন ওলীর হয় অথবা নেতৃস্থানীয় মুসলমানের কবর হয় অথবা কোন সৈয়দজাদার কবর হয়, তাহলে উক্ত কবর বা মাযারের উপর গম্বুজ তৈরী করা দালান কোঠা তৈরী করা- নিঃসন্দেহে জায়েয। যেমন- হযরত আমির হামযা, হযরত আয়েশা,হযরত খাদিজা, হযরত ওসমান, ইমাম হাসান, ইমাম জয়নুল আবেদীন, ইমাম বাকের ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) মাযার পাকা ছিল। ওহাবী সউদী সরকার এক

ফরমান বলে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সেগুলো ধুলিস্যাত করে দেয়। সে সময় মাওলানা মোহাম্মদ আলী সহ ভারত ব্যাপী সউদী বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সউদী আরব ব্যতিত সব মুসলিম দেশেই ওলী আউলিয়াদের পাকা মাযার ও গম্বুজ সমূহ এখনও সংরক্ষিত আছে। এ ব্যাপারে আমার লিখিত "আহকামুল মাযার" গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত ফতোয়া ও হাওয়ালা দেখুন। নজদী সউদী সরকারের অপকীর্তির রেকর্ড 'তারিখে নজদ ও হেজায এবং খিলাফত রিপোর্ট - এ দেখুন।- অনুবাদক

আপত্তিঃ

প্রশ্নঃ হাদীস শরীফে হুজুর পুরনূর (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِ هِمْ مَسَاجِدَ-

অর্থঃ "ঐ ইয়াহুদ ও নাসারাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক- যারা তাদের নবীগনের মাযার সমূহকে সিজদার স্থানে পরিনত করেছে"।

মাযার বিরোধীরা উক্ত হাদীস দ্বারা মানুষকে বুঝাচ্ছে যে, 'মাযার যেখানে হয় সেখানেই মানুষ সিজদা করে। কাজেই মাযার ভেঙ্গে দিয়ে শিরকের মূলোৎপাটন করা উচিত'। উক্ত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা কি হবে ? তাদের ব্যাখ্যার জবাব কি হবে?

উত্তর ঃ হাদীস বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীসের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা করেছেনঃ "ইয়াহুদ ও নাসারাগন তাদের নবীদের মাযার সমূহকে কেবলা বানিয়ে ঐ দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতো এবং নিকটে গিয়ে মাযারে সিজদা করতো- সম্মানার্থে। এটা অবশ্যই হারাম- কিন্তু শিরক নয়। কেননা, তারা ইবাদত করতো আল্লাহর নামে। (কোন মানুষকে মাবুদ মনে করে সিজদা করা অবশ্যই শিরক।(সন্মানের সিজদা হারাম এবং ইবাদতের সিজদা শিরক।

নবী করিম (দঃ) আপন উম্মতকে ইয়াহুদ ও নাসারাদের ন্যায় নবী ও অলীর মাযার- কে তাজিমী সিজদা না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের মত মাযার সমূহকে কিবলা না

বানাইতে কিংবা মাযারকে সিজদা না করার জন্যই তিনি নির্দেশ করেছেন। কোন বিবেকবান মুসলমানই তাদের মত হারাম কাজ করেনা। কোন জাহেল মূর্খ যদি তাজিম করে সিজদা করে- তবে তা হারাম হবে। কিন্তু শিরক হবেনা। মাযার চুম্বন করা সিজদা নয় বরং সুন্নাতে ফাতেমী।

নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَهُ الْمُصَلُّونَ وَلٰكِنْ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ)

অর্থ ঃ শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছে যে- কোন মুসলমান তার ইবাদত করবে। (অর্থাৎ কেউ তার ইবাদত করবেনা এবং শিরকেও লিপ্ত হবেনা)। তবে পরস্পরের মধ্যে লড়াই ও ঝগড়া ফ্যাসাদ লাগানোর ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়নি"। (মুসলিম, তিরমিজিও ইমাম আহমদ) সুতরাং মুসলমানের মধ্যে শিরকের আশঙ্কা নেই। ইহা নবী করিম (দঃ)-এর বানী। ইহা চির সত্য। কোন হারাম কাজ দেখলে শিরক শিরক বলে চিৎকার করা মহা অন্যায়। হারাম কে হারামই বলতে হবে এবং বন্ধ করার জন্য জোর প্রচেষ্টা করতে হবে। বিরোধীরা মুসলমানকে মুশরিক বানানোর ক্ষেত্রে ওস্তাদ। উল্লেখ্য যে, মাযারে সিজদা করা হারাম। কিন্তু চুম্বন করা জায়েয। -অনুবাদক

অষ্টম অধ্যায়

কবর তালক্বীন প্রসঙ্গে

(تَلْقِيْنُ الْقَبْرِ)

প্রশ্নঃ মূর্দাকে দাফন করার পর তালক্বীন করা কি?

উত্তরঃ সাবালেক মূর্দাকে দাফন করার পর তালক্বীন করা- জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে মোস্তাহাব । কেননা, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেনঃ

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ-(اَلْقُرْاٰنُ)

অর্থ- " তোমরা (জীবিত - মৃত) মুসলমানকে স্বরন করিয়ে দাও এবং তালক্বীন করো। কেননা, স্বরন করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদের অনেক উপকার হয়" । – আল কোরআন।

মসআলাঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর তালক্বীন করা শাফেয়ী মাযহাবের সকলের মতে, হাম্বলী মযহাবের অধিকাংশের মতে এবং হানাফী ও মালেকী মযহাবের বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে- মোস্তাহাব। কবরের ঘোর বিপদের কালে মৃত ব্যক্তিগন তালক্বীনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে ওহাবী সম্প্রদায়ের পূর্ব পুরুষ ইবনে তাইমিয়াও তার ফতোয়ায় স্বীকার করেছে- যে, কবরের তালক্বীন অনেক সাহাবায়ে কেরাম থেকে সাবেত আছে। সাহাবায়ে কেরাম তালক্বীন করার জন্য লোকদেরকে বলতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেছেন- এতে কোন দোষ নেই, অর্থাৎ মাকরূহও নয় । ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের অনেক অনুসারী ওলামা তালক্বীন করাকে মুস্তাহাব বলে ফতোয়া দিয়েছেন। ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেছেনঃ কবরবাসীকে কবরে প্রশ্ন করা হয় এবং তারা তাদের জন্য দোয়া করার উপদেশও দিয়ে থাকে। সুতরাং তালক্বীন তাদের উপকারে আসে। কেননা, মৃত ব্যক্তিগন জীবিতদের ডাক ও আহবান শুনেন। যেমন, সহীহ হাদীসে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ وَقَالَ اَيْضًا مَاانْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ لَهُمْ-

অর্থ ঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন - মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায় । তিনি অন্য হাদীসে বদরের নিহতদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ "আমার কথা তোমরা বদরের নিহত কাফেরদের চেয়ে বেশী শুনতে পাওনা " । সুতরাং তাল্‌ক্বীন করা মোস্তাহাব প্রমাণিত হলো।

প্রশ্নঃ আচ্ছা! হাদীসে কি উপরোক্ত তালক্বীনের বিষয়ে কোন নিয়ম বলা আছে?

উত্তর ঃ হা! আছে । তাবরানী শরীফে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

اِذَامَاتَ اَحَدٌ مِّنْ اِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلٰى قَبْرِهٖ فَلْيَقُمْ اَحَدُكُمْ عَلٰى رَاْسِ قَبْرِهٖ ثُمَّ لِيَقُلْ يَافُلَانُ بْنُ فُلَانَةٍفَاِنَّهُ يَسْمَعُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَافُلَانُ بْنُ فُلَانَةٍ فَاِنَّهُ يَسْتَوِيْ قَاعِدًا ثُمَّ يَقُوْلُ يَافُلَانُ بْنُ فُلَانَةٍ فَاِنَّهُ يَقُوْلُ اَرْشِدْنَا يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلٰكِنْ لَّاتَشْعُرُوْنَ-فَلْيَقُلْ-اُذْكُرْ مَاخَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ-وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا-فَاِنَّ مُنْكَرًا وَّنَكِيْرًا يَّاْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهٖ وَيَقُوْلُ اِنْطَلِقْ بِنَامَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ لُقِّنَ حُجَّتَهٗ-وَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ

يَعْرِفُ اُمَّهُ قَالَ فَيَنْسِبُهُ اِلٰى اُمِّهٖ حَوَّاءَ يَقُوْلُ يَافُلَانُ ابْنَ حَوَّاءَ

(رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ)

অর্থ : "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন : তোমাদের কোন মুসলমান ভাই মারা গেলে তাকে কবরস্থ করে উপরে মাটি ঠিকঠাক করে দিয়ে তোমাদের কেউ যেন তার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে এভাবে আহবান করে-"হে ফলানা মহিলার পুত্র ফলানা"। সে এই ডাক শুনতে পায়। আবার ডাক দিবে-হে ফলানা মহিলার পুত্র ফলানা। এবার সে সোজা হয়ে বসবে। তারপর আবার ডাক দিয়ে বলবে-হে ফলানা মহিলার পুত্র ফলানা। এবার সে বলবে "আমাকে কিছু উপদেশ দিন—আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন"। নবীজী বলেন-কিন্তু তোমরা তার কথা টের পাবেনা। অতঃপর শিয়রে দাঁড়ানো ব্যক্তি যেন বলে, "তুমি দুনিয়া থেকে যে কলেমায়ে শাহাদাত নিয়ে বিদায় হয়েছো- তা স্মরণ করো; আর স্মরণ কর একথা যে, আমি রব হিসাবে আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট, দ্বীন হিসাবে ইসলামের উপর রাজী, নবী হিসাবে মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর উপর সন্তুষ্ট এবং পথ প্রদর্শক হিসাবে কোরআনের উপর সন্তুষ্ট"। নবী করিম (দঃ) বলেন : "এই তাল্‌ক্বীনের পর মুন্‌কার-নকীর ফেরেস্তাদ্বয় একে অপরের হাত ধরে বলাবলি করবে-চলো! যাকে নাজাতের দলীল শিক্ষা দেয়া হচ্ছে- তার কাছে বসে আর লাভ নেই"। একজন সাহাবী আরজ করলেন : ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! যদি মৃত ব্যক্তির মায়ের নাম জানা না থাকে- তবে কার পুত্র বলবে? হুজুর (দঃ) বললেনঃ সকলের মা বিবি হাওয়ার দিকেই সম্পর্ক করে বলবে- হে বিবি হাওয়া (আঃ)-এর পুত্র ফলানা"। তাবরানী। (তাল্‌কীনের ইহাই নিয়ম)।

নবম অধ্যায়

অলীগনের দরবারে পশু জবাই প্রসঙ্গে

(اَلذَّبَائِحُ بِاَبْوَابِ الْاَوْلِيَاءِ)

প্রশ্নঃ আচ্ছা! অলী-আল্লাহগনের দরবারে যে গরু ছাগল জবাই করা হয় - শরীয়তে এর হুকুম কি?

উত্তরঃ অলী-আল্লাহগনের দরবারে যে গরু ছাগল- ইত্যাদি জবাই করা হয় - এগুলো আল্লাহর ওয়াস্তে অলীগনের রূহে সওয়াব পৌছানোর নিয়তে জবাই করা হয় এবং ঐ গোস্ত ফকির মিসকিন ও মাযারে অবস্থানকারী দরবেশ ও ফকির গনকে খাওয়ানো হয়। ইহাকে দেশী ভাষায় ওলীর নামের মান্নতও বলা হয়। এই মান্নত নফল । সমস্ত ইমামগনের ঐক্যমতে এরূপ করা মোস্তাহাব। কেননা, মৃতগনের রূহে ইহা ইছালে ছাওয়াবও তাদের প্রতি ইহসান স্বরূপ । নবী করিম (দঃ) বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে মৃতগনের প্রতি ইহসান করা ও তাঁদের রূহে সাওয়াব পৌছানোর জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করে গেছেন। উলামায়ে কেরাম একথাও বলেছেন যে- একমাত্র ওলীর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর নামের পরিবর্তে ওলীর নাম নিয়ে জবেহ করা হলে অবশ্যই গুনাহগার হবে। কিন্তু কোন মতেই কাফের হবেনা। হাঁ ! যদি ইবাদতের মানসে এরূপ করা হয়, তাহলে হারাম এবং শিরক হবে । কিন্তু কোন মুসলমানই এরূপ নিয়ত করেনা।

(বিঃ দ্রঃ) আমার লিখিত "ইসলাহে বেহেস্তী জেওর" গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত ফতোয়া দেখুন।-অনুবাদক

প্রশ্ন ঃ অলী-আল্লাহগনের বেদমতে হাদিয়া ও নযরানা পেশ করার বিধান আছে কি?

উত্তরঃ উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন যে- আউলিয়ায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরামের মাযারে এই নিয়তে মানত করা জায়েয ও শুদ্ধ যে, মানতের বস্তু পাবে ওলীগনের বংশধর অথবা মাযারে অবস্থানরত ফকির মিসকিনগন ও খাদেমগণ অথবা মাযারের আশ পাশ উন্নয়নের জন্য মানতের টাকা পয়সা খরচ হবে এবং সাওয়াব পৌছানো হবে ওলীর রূহে। যিয়ারত ব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করাও সুন্নাত । কাজেই মানতের টাকা পয়সা এখানেও খরচ করা যাবে।

অনুরূপ ভাবে- যদি উপরে উল্লেখিত কিছুর নিয়ত না করে শুধু ওলীর নামেই মানত করা হয় এবং ঐ টাকা ফকির মিসকিন ও মাযার উন্নয়নের বিভিন্ন কাজে ব্যয় করা হয়, তাহলেও সহীহ্ হবে। কিন্তু শুধু মাযারের সম্মানে এবং মাযারস্থ ওলীর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে মানত করা হলে শুদ্ধ হবেনা। এরূপ করা জায়েয নেই। বলা বাহুল্য- এরূপ উদ্দেশ্যে কোন মানতকারীই মানত করেনা। বরং ওলীর দোয়া পাওয়াই মূল উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে এরূপ মানত জায়েয। বিরোধীরা গায়ের জোরে ভুল ব্যাখ্যা করে মুসলমানকে মুশরিক বানায়।

প্রশ্নঃ মুসলমানগন কর্তৃক ইন্তিকাল প্রাপ্ত ওলীর নামে মানত করা ও পশু জবাই করার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ মুসলমানগন মানতের মাধ্যমে ওলীর দরবারে হাদিয়া পেশ করে থাকেন এবং উহার সাওয়াব ওলীর রূহে পাকে বখশিষ করে রূহানী দোয়া চান- এটাই মূখ্য উদ্দেশ্য । কোন নবী বা ওলীর নামে মুসলমানগনের এরূপ মানত হাদিয়া হিসাবে গন্য হয় এবং এর সাওয়াব তাঁদের রূহে পাকে পৌছানো হয় । জীবিতদের পক্ষ হতে মৃত আত্মার জন্য এরূপ হাদিয়া পেশ করা শরীয়তে বৈধ । আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা হক পন্থী উলামাগনের এব্যাপারে ঐক্যমত হচ্ছে- জীবিতদের সদ্কা খয়রাত মৃতদের উপকার সাধন করে এবং তাঁদের রূহে পৌছে।

প্রশ্ন ঃ জীবিতদের সদ্কা খয়রাতের সাওয়াব যে মৃতদের রূহে পৌছে- তার দলীল কি?

উত্তর ঃ অনেক সহীহ্ হাদীস দ্বারা এর প্রমান পাওয়া যায়। যেমনঃ

১। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্নিত হাদীসঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَبِىْ مَاتَ وَلَمْ يُوْصِ اَفَيَنْفَعُهٗ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ-

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন- জনৈক সাহাবী নবী করিম (দঃ)-এর

খেদমতে– আরজ করলেন, আমার পিতা ইনতিকাল করেছেন– কিন্তু কোন অসিয়ত করে যাননি। আমি তাঁর জন্য কিছু সদ্‌কা করলে তিনি তাতে উপকৃত হবেন কি? হুজুর (দঃ) বললেন – হ্যাঁ। (মুসলিম শরীফ)।

২। হযরত সা'দ (রাঃ) বর্ননা করেনঃ

عَنْ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ قَدْ اِفْتُلِتَتْ وَاَعْلَمُ اَنَّهَا لَوْعَاشَتْ لَتَصَدَّقَتْ اَفَاِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا يَنْفَعُهَا ذٰلِكَ قَالَ نَعَمْ فَسَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَنْفَعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْمَاءُ-فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعْدٍ-

অর্থ ঃ "হযরত সা'দ (রাঃ) হতে বর্নিত– তিনি নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে আরজ করে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আমার আম্মাজান ইন্‌তিকাল করেছেন। আমি জানি - তিনি যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে নিজে সদ্‌কা খয়রাত করতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষে সদ্‌কা খয়রাত করলে তিনি এর দ্বারা উপকৃত হবেন কি? হুজুর (দঃ) বললেন- হ্যাঁ। হযরত সা'দ (রাঃ) পুনরায় আরজ করলেন - কোন্ ধরনের সদকা করলে তিনি বেশী উপকৃত হবেন? হুজুর (দঃ) এরশাদ করলেন– পানির ব্যবস্থা করলে। অতঃপর হযরত সা'দ (রাঃ) একটি কূপ খনন করে মায়ের নামে উৎসর্গ করে বললেন- ইহা সা'দ-এর মায়ের জন্য (আল বাছায়ের)।–সংগৃহীত

উপরে উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা পরিস্কার ভাবে প্রমানিত হলো যে, জীবিতদের দান এবং সদ্‌কা-খয়রাত মৃতদের অনেক উপকারে আসে। –অনুবাদক

দশম অধ্যায়

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা প্রসঙ্গে

(اَلْحَلَفُ بِغَيْرِ اللّٰهِ)

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করার শরীয়তি বিধান কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ্‌র দরবারে যাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত– যেমন নবী ও ওলী– তাঁদের নামে হলফ বা কসম করার ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন– মাকরূহ এবং কেহ কেহ বলেন– হারাম। কিন্তু কেউই শিরক বলেন নি।

ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ মত হলো– নবী করিম (দঃ)-এর নামে হলফ বা কসম করা জায়েয। শপথ ভাঙ্গতে হলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। কেননা, নবী করিম (দঃ) হচ্ছেন "ঈমানী সাক্ষ্য" বা কলেমার দুই রুকনের মধ্যে এক রুকন - অর্থাৎ ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং হুজুর (দঃ)-এর মর্যাদা সবার উর্দ্ধে এবং একারনেই তিনির নামে শপথ করা জায়েয। কোন উলামায়ে কেরামই একথা বলেননি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করলে কুফরী হবে। হাঁ, আল্লাহ্‌র সমান সমান মর্যাদা মনে করে অন্যের নামে শপথ করা অবশ্যই কুফরী। কিন্তু কোন মুসলমানের ব্যাপারে এরূপ ধারনা করা বাতুলতা বৈ আর কিছু নয়। হযরত আলীর (রাঃ) নামে শপথ করার প্রমান পাওয়া যায়। এমন কি– নিজের জীবনের শপথ করার প্রমানও সাহাবীগনের মধ্যে পাওয়া যায়। বিস্তারিত অবগতির জন্য আমার লিখিত "ইসলাহে বেহেস্তী জেওর দেখুন" –অনুবাদক

খোদা ছাড়া অন্যকে খোদার সমান মনে করে তাঁর নামে শপথ করা অবশ্যই শিরক এবং কুফরী। হাদীস শরীফে এরূপ হলফ করাকেই শিরক বলা হয়েছে। যেমনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ-

অর্থ ঃ "যে অন্যকে খোদার সমান মর্যাদাবান মনে করে তার নামে শপথ করে, সে অবশ্যই শিরক করলো।" কোন মুসলমান কি এরূপ মনে করে?

প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ কবরের বা কবরবাসীর কসম করে থাকে - এর হুকুম কি?

উত্তরঃ এরূপ কসম করা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়। বরং এরূপ কসম করার অর্থ হচ্ছে- যাঁদের মর্য্যাদা ও সম্মান দুনিয়াতে ও আখেরাতে আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিষ্ঠিত- তাঁদের উছিলা ধরা এবং তাঁদের নিকট সুপারিশ চাওয়া। কেননা- বান্দার কোন মাকসুদ পূরনের বেলায় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের দোয়া ও সুপারিশ কবুল করেন। মানুষের মনোবাসনা পূরনের জন্য আল্লাহ্ তাঁদেরকে উছিলা বানিয়েছেন। যেমনঃ কেউ বললো "আমি তোমাকে অমুকের কসম দিলাম অথবা এরূপ বললো- অমুক মাযারের অলী-আল্লাহ্‌র কসম দিলাম"। এরূপ বাক্য দ্বারা কোন ওলীর কসম করা কুফরী ও শিরক তো দূরের কথা- হারামও হবেনা। এই ব্যাখ্যা স্মরনে রাখুন এবং মুসলমানকে খামাখা কুফরও শিরকে নিঃপতিত করা থেকে বিরত থেকে নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্‌র কাছে প্রর্থনা করছি- যেন তিনি আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে শিরক থেকে হেফাজত করেন এবং আমাদেরকে ও তাদেরকে অন্য গুনাহ্ হতে মাগফিরাত করে দেন। আমিন!

-মূল লেখক

বিশেষ দলিল ঃ

অন্যের নামে কসম করার বড় দলীল হচ্ছে- হযরত ওমর (রাঃ) নিজের জীবনের শপথ করেছেন। বসরার গভর্নর আমর ইবনে আস (রাঃ)-এর নিকট লিখিত পত্রে হযরত ওমর (রাঃ) বলেনঃ

اَمَّابَعْدُ فَلَعَمْرِىْ يَاعَمْرُو مَانُبَالِىْ اِذَا شَبِعْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ اَنْ

أَهْلَكَ اَنَا وَمَنْ مَّعِىْ فَيَا غَوْثَاهُ ثُمَّ يَاغَوْثَاهُ يَرُدُّ قَوْلَهُ (حَاكِمْ، بَيْهَقِىْ)

অর্থ ঃ "সালাম বাদ সমাচার এই– হে আমর! আমার (ওমর) জীবনের শপথ করে বলছি– তুমি এবং তোমার এলাকার লোকেরা ধনবান ও বিত্তশালী হয়ে আরামে দিন গুজরান করছো, আর আমি ও আমার এলাকাবাসী (মদিনাবাসী) লোকেরা না খেয়ে হালাক হয়ে যাচ্ছি। এতে তোমার একটুও পরওয়া নেই। দোহাই দিয়ে বলছি– আমাদের ফরিয়াদ শুনো, পুনরায় বলছি– আমাদের ফরিয়াদ শুনো এবং আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসো। এ কথাটা তিনি বার বার উচ্চারণ করছিলেন"। –সংগৃহীত (হাকেম ও বায়হাকী)। –অনুবাদক

একাদশ অধ্যায়

কারামাত প্রসঙ্গ

(كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ)

প্রশ্নঃ অলী-আল্লাহ্গনের জীবদ্দশায় এবং ইন্তিকালের পরে তাঁদের থেকে কারামাত প্রকাশ পাওয়া কি সত্য?

উত্তর : হাঁ, আউলিয়ায়ে কেরামের কারামাত যে সত্য- একথা বিশ্বাস করাও ওয়াজিব। অর্থাৎ তাঁদের জীবদ্দশায় এবং ইন্তিকালের পরও কারামাত প্রকাশ পাওয়া এবং বাস্তবে সংঘটিত হওয়া শুধু সম্ভব নয়- বরং দিবালোকের মতই সত্য । যাদের জ্ঞান চক্ষু অন্ধ এবং যাদের অন্তর কালিমা লিপ্ত, তারা ব্যতিত এই সত্যটি কেউ অস্বীকার করতে পারেনা।

প্রশ্নঃ আচ্ছা! কারামত সংঘঠিত হওয়ার কোন প্রমান কোরআন-সুন্নাহ্তে আছে কি?

উত্তর : হাঁ। আছে। কোরআন মজিদে বহু কারামতের কথা উল্লেখ আছে । যেমনঃ

১। বিবি মরিয়ম ছিলেন বনী ইসরাইলের একজন মহিলা অলী আল্লাহ্ । তাঁর তিনটি কারামাতের কথা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা আলে ইমরানে দুটি এবং সুরা মরিয়মে একটি । সুরা আলে ইমরানের দুটি ঘটনা হচ্ছেঃ

(ক) আল্লাহ্র পক্ষ হতে বিনা মৌসুমের ফল আগমন

(খ) তাঁর হুজরায় তাঁর খালু হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল ও সন্তান লাভ ।

আল্লাহ্ তায়ালা দু'টি ঘটনা এভাবে বর্ননা করেছেনঃ

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا-قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَٰذَا-قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ-إِنَّ اللَّهَ

يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً-اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ-فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ-اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى-

অর্থ : "বিবি মরিয়মকে যখন বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমতে প্রেরন করা হলো - তখন তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নিলেন খালু হযরত যাকারিয়া (আঃ)। যখনই যাকারিয়া (আঃ) বিবি মরিয়মের হুজরায় প্রবেশ করতেন-তখন তাঁর নিকট গায়েবী রিজিক দেখতে পেতেন। যাকারিয়া (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন- হে মরিয়ম! কোথা হতে তোমার জন্য এসব আসলো? মরিয়ম জবাবে বললেন- এগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এসেছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন- হিসাব নিকাশ ছাড়াই রিজিক দিয়ে থাকেন। সেখানেই (ঐ কাম-রাতেই) যাকারিয়া (আঃ) তাঁর রবের কাছে দোয়া করে বললেন - হে আমার রব । আমাকেও তোমার পক্ষ হতে একটি পবিত্র সন্তান দাও। নিশ্চয়ই তুমি দোয়া শ্রবনকারী। যাকারিয়া (আঃ) যখন নামাজে রত ছিলেন - তখন ফেরেস্তারা এসে সু-সংবাদ দিয়ে বললো- আল্লাহ আপনাকে ইয়াহ্‌ইয়া নামক সন্তানের সু-সংবাদ দিচ্ছেন"।

উল্লেখ্য, অলীগনের দরবারে সহজেই দোয়া কবুল হয়- যেমন হয়েছে এখানে। আরও উল্লেখ্য যে, বিবি মরিয়মের কাছে গরম কালে আসতো শীত কালের ফল এবং শীতে আসতো গরম কালের।

বিবি মরিয়মের তৃতীয় কারামত বর্নিত হয়েছে সুরা মরিয়মে এভাবেঃ

وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا-

"হে মরিয়ম ! তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের ডালা ধরে নাড়া দাও- তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর ঝরে পড়বে"। (সুরা মরিয়ম ২৫ আয়াত) হযরত ইছা (আঃ)-এর জন্মের মুহূর্তে প্রসব বেদনায় যখন বিবি মরিয়ম কাতর ছিলেন- তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ইল্‌হামের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন - নিকটের মৃত খেজুর গাছের ডালে নাড়া দিলেই তাজা খেজুর এসে যাবে। এটা ছিল আশ্চর্য কারামাত।-অনুবাদক

আসহাবে কাহাফঃ

আসহাবে কাহাফ বা গুহাবাসী ৭ জন ওলীর কাহিনী কোরআন মজিদের ১৫ পারা সুরা কাহাফে বর্নিত হয়েছে। তাঁরা অত্যাচারী দাক্বইয়ানুছ বাদশাহর ভয়ে দেশ ত্যাগ করে পাহাড়ের গুহায় লুকিয়েছিলেন । তাঁদের সাথে ছিল একটি পালিত কুকুর । তাঁরা সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। এক ঘুমে তিনশত নয় বৎসর কেটে গেল । খাওয়া দাওয়া ছাড়াই তাঁরা বেঁচে রইলেন। তাঁরা ডান বাম কাত হয়েছিলেন এবং সুর্যের উত্তাপ সেখানে পৌছতোনা। এটা ছিল আসহাবে কাহাফের কারামাত। তিনশত নয় বৎসর পর তাঁরা জাগ্রত হয়ে হাট বাজার করেছেন- খেয়েছেন। পরে পুনরায় ঐ গুহাতে তাঁরা আশ্রয় নেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। পরবর্তী কালে ভক্তরা উক্ত স্থানে ইবাদত ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী করেন ও স্থানটি সংরক্ষন করেন। রুহুল মা-আনীর মতে-ইব্নে আব্বাসের বর্ননা অনুযায়ী স্থানটি পশ্চিম এশিয়ার জর্দানের নিকটে তরসুস শহরে অবস্থিত। অলীদের মহব্বতে ও সোহবতে কুকুরও বেহেস্তী হয়। – (মস্নবী শরীফ)

অন্যান্য ঘটনা ঃ কোরআন মজিদে হযরত খিজির (আঃ)-এর কারামত, আসেফ বিন বরখিয়া কর্তৃক বিলকিস রানীর সিংহাসন চোখের পলকে ইয়েমেন থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসে আনয়ন, জুলকারনাইন কর্তৃক পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ এবং ইয়াজুজ মাজুজকে প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ননা করা হয়েছে।এগুলো ছিল তাঁদের কারামত।–অনুবাদক

প্রশ্ন ঃ হাদীসে কি কারামত সম্পর্কে কোন প্রমান আছে?

উত্তর ঃ সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য কারামত ,তাবেয়ীনগনের কারামত এবং পরবর্তী কালের অলী আউলিয়াগনের কারামত, যা বাস্তবে ঘটেছে- তা পৃথিবীময় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং মানুষের মুখে মুখে তার চর্চা হচ্ছে । সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ)-এর কারামত, হযরত আলা ইব্নে হাদরামী (রাঃ) কর্তৃক সসৈন্যে ঘোড়ায় চড়ে বাহ্রাইন সাগর পাড়ি দেয়া, হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাঃ) অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েও আগুনে না জ্বলা, হযরত খোবায়ব (রাঃ) কোরেশদের হাতে বন্দী দশায় বেহেস্তী ফল ভক্ষন করা, হযরত আসেম (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর ভীমরুল তাঁকে ঘিরে রেখে কোরেশদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা– ইত্যাদি ঘটনা সমূহ এত সংখ্যক রাবী দ্বারা বর্নিত হয়েছে যে– তাতে সন্দেহ করার কোন অবকাশই নেই। কতিপয় ঘটনা নিম্নে বর্ননা করা হলো।

১। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছেঃ

اَنَّ سَيِّدَنَا خُبَيْبًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَاْكُلُ الْفَاكِهَةَ فِىْ غَيْرِ اَوَانِهَا وَهُوَ اَسِيْرٌ بِمَكَّةَ مُوْثَقٌ بِالْحَدِيْدِ وَلَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَمَا هُوَالاَّ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ فَهِىَ كَرَامَةٌ لَّهٗ-

অর্থ "হযরত খোবায়ব (রাঃ) কে যখন কোরেশরা বন্দী করলো ইসলাম গ্রহনের কারনে- তখন তাঁকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো । এমতাবস্থায় তিনি বিনা মৌসুমের ফল ভক্ষন করছিলেন। মক্কায় তখন কোন ফল ছিলনা। ঐ ফল ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে - যা আল্লাহ্ গায়েবী ভাবে তাঁর কাছে প্রেরন করেছিলেন। কোরেশরা এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছে। এটা ছিল তাঁর কারামত"। (বোখারী শরীফ)

২। বোখারী শরীফে আরও উল্লেখ আছেঃ

اَنَّ سَيِّدَنَا عَاصِمًا لَمَّا قُتِلَ اَرَادَ الْمُشْرِكُوْنَ اَنْ يَّاْخُذُوْا قِطْعَةً مِّنْ جَسَدِهٖ فَبَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ وَهِىَ جَمَاعَةُ النَّحْلِ وَالدَّبَا بِيْرِ فَحَمَتْهُ مِنْهُمْ فَلَمْ يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلٰى شَىْءٍ وَهٰذِهٖ كَرَامَتُهٗ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهٖ-

অর্থ "ইসলাম গ্রহনের কারনে মক্কার কোরেশরা হযরত আসেম (রাঃ)কে শহীদ করে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গচ্ছেদ করার মনস্থ করলো। আল্লাহ তায়ালা এক ঝাক মৌমাছি বা ভীমরুল প্রেরন করে মেঘের ন্যায় তাঁর শরীরকে ঢেকে ফেললেন। কোরেশরা তাঁর কাছেও ঘেষতে সাহস করলোনা । শাহাদত বরন করার পর এটা ছিল হযরত আসেম (রাঃ)-এর কারামত"। বোখারী

৩। দুজন সাহাবীর হাতের লাঠি আলোময় হয়ে যায়ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ননা করেন- হযরত উসাইদ ইব্নে হোযাইর (রাঃ) এবং উব্বাদ ইব্নে বশর (রাঃ) নামে দুজন সাহাবী এক অন্ধকার রাত্রে নবী করিম (দঃ)-এর সাথে আলাপ করতে করতে রাত অধিক হয়ে যায় । যাওয়ার সময় নবী করিম (দঃ) দুজনকে শুকনা খেজুর গাছের দুটি ডাল দিয়ে বললেনঃ এদুটি লাঠি তোমাদের সামনে দশগজ এবং পিছনে দশগজ আলো দিবে। উক্ত সাহাবীদ্বয় যখন অন্ধকারে বের হলেন- সাথে সাথে একজনের লাঠি জ্বলে উঠলো। উক্ত আলোতে দুজন চলতে লাগলেন । যখন উভয়ে পৃথক হলেন- তখন উভয়ের লাঠি একসাথে জ্বলে উঠলো । তাঁরা ঐ আলোতে নিজ নিজ বাড়ী পৌছে গেলেন- (বুখারী শরীফ)।

সুব্হানাল্লাহ্ ঃ এজন্যই কোরআন মজিদে নবী করিম (দঃ) কে 'সিরাজাম মুনিরা' বা আলোদানকারী চেরাগ বাতি বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি নিজেই শুধু নূর নন্ বরং নূর বিতরনকারীও। তিনি ইচ্ছা করলে শুকনা ডালকে নুর বানিয়ে দিতে পারেন। হযরত উসাইদ এবং হযরত উব্বাদ (রাঃ)-এর জন্য এঘটনাটি একটি অনন্য কারামত হিসাবে গণ্য। -অনুবাদক

৪। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খিলাফত কালে ইরানের নিহাওয়ান্দ শহর জয় করার জন্য হযরত ছারিয়া (রাঃ) কে সেনাপতি করে এক অভিযান প্রেরন করেন। যুদ্ধে শত্রুরা হযরত ছারিয়া (রাঃ)-এর বাহিনীকে ঘিরে ফেলে । তখন হযরত ওমর (রাঃ) মদিনা শরীফে জুম্মার খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ করে তিনি বল্লেন- يَاسَارِيَةُ الْجَبَلَ "হে ছারিয়া ! পাহাড়কে আশ্রয় করো"। সুদুর ইরান থেকে হযরত ছারিয়া (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং পাহাড়কে পিছনে রেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবে মুসলিম বাহিনী ধংসের হাত থেকে রক্ষা পেল। দূরে সেনাবাহিনীকে দেখা ছিল হযরত ওমরের (রাঃ) কারামত এবং দুরের কথা শুনা ছিল হযরত ছারিয়ার কারামত। তরজুমানুস সুন্নাহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (সংগৃহীত)।

৫। হযরত আলা ইব্নে হাদরামী (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর পত্র নিয়ে ৭ম হিজরীতে বাহরাইনের অধিপতির কাছে গিয়েছিলেন।সেখানকার কয়েকজন মাত্র লোক তাঁর আহবানে মুসলমান হয়েছিল । কিন্তু বাহ্রাইন অধিপতি ইসলাম গ্রহণ করেনি। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফত কালে বাহ্রাইন জয় করার জন্য হযরত আলা ইব্নে হাদ্রামী (রাঃ) কে সেনাপতি করে চার হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরন করেন। সবাই ছিলেন

ঘোড় সওয়ার। হযরত আনাস (রাঃ) এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর মত বিশিষ্ট সাহাবীগন সমন্বয়ে উক্ত বাহিনী গঠিত হয়েছিল । হযরত আলা ইব্নে হাদ্রামী (রাঃ) আপন বাহিনী নিয়ে রওনা দিয়ে পথিমধ্যে নদীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেন। তিনি দু রাকআত নফল নামাজ পড়ে يَاحَلِيْمُ يَاعَلِيْمُ يَاعَلِيُّ يَاعَظِيْمُ-اَجِزْنَا পাঠ করে নিরাপদে কুদরতি ভাবে নদী পার করানোর জন্য খোদার দরবারে সকলকে নিয়ে দোয়া করে বল্লেন- হে আল্লাহ্। আমাদেরকে পার করে দাও। এর পর তিনি সকলকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বিস্মিল্লাহ বলে নদীতে ঝাপ দিয়ে পড়লেন ।এই ঘটনার রাবী হযরত আবু হোয়ায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমরা ঘোড়ায় চড়ে পানির উপর দিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু খোদার কসম- আমাদের পা তো দুরের কথা, আমাদের ঘোড়ার ক্ষুরও পানিতে ভিজেনি।- তরজুমানুস সুন্নাহ্- ইসলামী ফাউন্ডেশন।(সংগৃহীত)

৬। হযরত আবু মুসলিম খাওলানীর (রাঃ) অগ্নি পরীক্ষাঃ

সুরাহবিল ইব্নে মুসলিম বর্ননা করেনঃ আসওয়াদ আনাসী নবুয়তের ভন্ড দাবীদার ছিল। সে ইয়েমেনে নবুয়তি দাবী করেছিল। সে হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাঃ) কে ধরে নিয়ে আসল। তাকে নবী মানার জন্য আবু মুসলিম খাওয়ানী (রাঃ)-এর উপর চাপ সৃষ্টি করলো। কিন্তু টলাতে পারলনা। অবশেষে আসওয়াদ আনাসী একটি অগ্নিকুন্ড তৈরী করে তাতে আবু মুসলিম খাওলানীকে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মত আগুন তাঁর জন্য ঠান্ডা হয়ে গেল। তিনি স্বশরীরে অগ্নিকুন্ড হতে নেমে আসলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে আবু মুসলিম খাওলানী (রাঃ) ঘুরতে ঘুরতে মদিনা শরীফ এসে উপস্থিত হলে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর পরিচয় নিয়ে বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য- যিনি উম্মতে মোহাম্মদীর এমন এক ব্যক্তিকে না দেখিয়ে আমাকে মৃত্যু দেন নি- যার সাথে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ)-এর ন্যায় আচরন করা হয়েছে। (সংক্ষিপ্ত - তরজুমানুস সুন্নাহ - ইসঃ ফাউন্ডেশন) (সংগৃহীত)

৭। আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) মৃত ও ডুবন্ত বরযাত্রীদেরকে ১২ বৎসর পর জীবিত করেছিলেন। খাজা গরীব নওয়াজ আনা সাগরের পানি লোটার মধ্যে ভরেছিলেন। হযরত বখতিয়ার কাকী (রহঃ) বেহেস্ত হতে গরম কেক এনে মেহমানদারী করতেন। সেজন্য তাঁর লকব হয়েছিল কাকী। আরও অসংখ্য কারামত তাজকিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে। (সংগৃহীত)

মূলতঃ আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত নবী করিম (দঃ)-এর মুজিযারই ফল। নবীর জন্য যে কাজটি মোজেযা– অলীর ক্ষেত্রে সে কাজটিই কারামত বলে গন্য। একই কাজ– কিন্তু পাত্র ভেদে নাম বদলে যায়। নবীগনের মুজিযা হয় সরাসরি আল্লাহর দান– আর অলীগনের কারামত হয় নবজীর মাধ্যমে ও উছিলায়। উলামায়ে কেরাম বলেছেন- এমন আশ্চর্যজনক খেলাফে আদত কোন কাজ কাফের থেকে প্রকাশ পেলে তাকে জাদু বলা হয়। হাওয়ায় ভ্রমন করা, পানিতে চলা– অলীদের থেকে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আর কাফের ও ফাছেক থেকে প্রকাশ পেলে ইছতিদরাজ বা যাদুমন্ত্র বলা হয়। (কিমিয়ায়ে ছায়াদাত)-অনুবাদক।

দ্বাদশ অধ্যায়

জাগ্রত অবস্থায় নবীজীর দীদার প্রসঙ্গে

(رُؤْيَةُ النَّبِىِّ يَقْظَةً)

প্রশ্নঃ জাগ্রত অবস্থায় নবী করিম (দঃ)-এর দর্শন লাভ করা কি সম্ভব ও বাস্তব?

উত্তর ঃ জাগ্রত অবস্থায় নবী করিম (দঃ)-এর দীদার লাভ করা সম্ভব এবং বাস্তবে ও তা ঘটেছে। আলেমগন উল্লেখ করেছেন যে, অনেক অলী আল্লাহই নবী করিম (দঃ) কে স্বপ্নে দেখার পর পুনরায় জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন এবং তাঁদের মঙ্গলামঙ্গলের অনেক কিছু জেনেও নিয়েছেন । এটা তাঁদের কারামতের অংশ।।

প্রশ্ন ঃ উক্ত সম্ভাবনা ও বাস্তবতার কোন দলীল ও প্রমান আছে কি?

উত্তরঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছেঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِىْ فِى الْيَقْظَةِ وَلَايَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِىْ-

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে অচিরেই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে। শয়তান আমার সুরত ধারন করতে পারেনা"। (বোখারীও মুসলিম)

হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমামগন এভাবে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন- এই হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, নবী করিম (দঃ)-এর যে উম্মত স্বপ্নাবস্থায় দীদারে মোস্তাফার দ্বারা সৌভাগ্যবান হতে পেরেছে, সে মৃত্যুর পূর্বেই জাগ্রত অবস্থায়ও নবীজীকে দেখতে পাবে- ইন্‌শাআল্লাহ। মৃত্যুর পূর্বক্ষনে হলেও সে অবশ্যই দেখবে। একই সময়ে লক্ষ জায়গায় এভাবে নবী করিম (দঃ) হাজির হতে পারেন।

কোন কোন কম এলেমের লোক এই হাদীসের অপব্যাখ্যা করে বলেছে যে, হাদীসের মধ্যে 'মানাম ও ইয়াক্জা অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থা' অর্থ– যথাক্রমে কবর ও হাশর। এটা তাদের ভুল ব্যাখ্যাও হাদীসের মর্ম পরিবর্তন মাত্র। কেননা, কবরে ও হাশরে তো সমস্ত উম্মতই, এমনকি– কাফিরও হুজুর (দঃ) কে দেখতে পাবে। এটা পরীক্ষার জন্য । এটা তো সৌভাগ্যের বিষয় নয় বরং পরীক্ষার বিষয়। অথচ হাদীসের মর্ম হচ্ছে সৌভাগ্যও কারামত হিসাবে।

বর্নিত হাদীস খানা অতি ব্যাপক এবং অনেক মাস্য়ালা ও আকিদার মীমাংসাকারী দলীল । যথা:

১। নবী করিম (দঃ) একই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে স্বপ্নে দেখা দিতে এবং স্বশরীরে হাজির হতে পারেন। কেননা, উম্মাত যেখানে– তাঁর দীদারও সেখানেই। তিনি পৃথিবীময় হাজির ও নাজির।

২। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) বলেছেন, এ সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসের সারকথা হলো– নবী করিম (দঃ) শরীর ও রূহ মোবারক সমন্বয়ে দেহধারী হিসাবে জীবিত আছেন। তিনি দুনিয়ার জীবদ্দশার মতই এখনও আসমান জমিনের যথায় ইচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগ (تَصَرُّف) করতে সক্ষম। কিন্তু ফেরেস্তাদের মতই তিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে বিরাজমান। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন– তখন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের থেকে পর্দার অন্তরায় সরিয়ে নেন এবং ঐ বান্দা তাঁকে দেখেন। এটা ঐ বান্দার কারামত। নবীজী সর্ব জায়গায় আছেন, কিন্তু লোক চক্ষুর অন্তরালে। টিভির ছবি ইথারের মাধ্যমে সর্বত্র বিরাজমান। চাবি অন্ (on) করলেই দেখা যায়– কিন্তু অফ (off) করলে দেখা যায়না। নবীজীর অবস্থানের এবং হাজির হওয়ার বিষয়টিও তদ্রুপ। –অনুবাদক

ত্রয়োদশ অধ্যায়

খিজির আলাইহিস সালাম জীবিত থাকার প্রসঙ্গ

(حَيَاةُ الْخِضْرِ)

প্রশ্ন ঃ কারামত বা মোজেজা স্বরূপ হযরত খিজির (আঃ) কি এখনও জীবিত আছেন?

উত্তরঃ সংখ্যা গরিষ্ঠ উলামায়ে ইসলামের মতে হযরত খিজির আলাইহিস সালাম নবী এবং এখনও জীবিত আছেন। আম- খাছ সর্ব লোকের কাছেই এই বিষয়টি প্রসিদ্ধ। ইব্নে আতাউল্লাহ (রহঃ) তাঁর লাতায়েফ গ্রন্থে লিখেছেনঃ প্রত্যেক যুগের অলীগনই হযরত খিজির (আঃ)-এর দর্শন পেয়েছেন এবং তাঁর থেকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও ফয়েজ লাভ করেছেন। এত সংখ্যক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে, তাতে অবিশ্বাস করা বা সন্দেহ করার কোন অবকাশই নেই। মোতাওয়াতের ঘটনার দ্বারা খিজির (আঃ)-এর স্বশরীরে দর্শন প্রমানিত হয়েছে।

ইব্নে তাইমিয়ার দুই শাগরেদ যথাক্রমে ইব্নে কাইয়েম তার 'মুছিরুল গারাম' গ্রন্থে এবং ইব্নে কাছির তার 'বেদায়া ও নেহায়া' গ্রন্থে খিজির আলাইহিস সালামের জীবিত থাকার চাক্ষুস প্রমান বর্ননা করেছেন। হযরত খিজির আলাইহিস সালাম তরিকতের নবী এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পূর্বেকার লোক (তাফসীরে নাঈমী)।

জীবিত থাকার প্রমান

১। ইমাম বায়হাকী দালায়েলুন্নবুয়াত নামক হাদীস গ্রন্থে এবং ইব্নে কাছির বেদায়া- নেহায়া জীবনী গ্রন্থে বর্ননা করেছেনঃ

اَنَّهٗ لَمَّا تَوَفّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُوْا صَوْتًا مِّنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ-كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ- اِنَّ فِى اللّٰهِ عَزَاءً مِّنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَخَلَفًا مِّنْ كُلِّ هَالِكٍ وَدَرْكًا مِّنْ كُلِّ فَائِتٍ فَبِاللّٰهِ فَثِقُوْا وَاِيَّاهُ فَارْجُوْا فَاِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ- فَقَالَ عَلِىٌّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ اَتَدْرُوْنَ مَنْ هٰذَا؟ هُوَ الْخِضْرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-(رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ)

অর্থ : "নবী করিম (দঃ) যখন ইন্তিকাল করেন তখন আহ্লে বাইতের সকলেই হুজরা মোবারকের এক কোনা থেকে এই আওয়াজ শুনতে পেলেন- হে আহ্লে বাইতের সদস্যগন। আপনাদের উপর আল্লাহ্র শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। প্রত্যেক প্রাণীরই একবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে। আপনারা পরকালে আপনাদের কর্মফল পরিপূর্ন ভাবেই পাবেন। প্রত্যেক মুসিবতে আল্লাহ্তেই শান্তনা খুঁজে পাওয়া যায়; প্রত্যেক ধংসশীলের উত্তরসুরীও আল্লাহর পক্ষ হতেই বর্তমান থাকে এবং প্রত্যেক হারানো জিনিসের পরবর্তী প্রাপ্তিও আল্লাহর পক্ষ হতেই পাওয়া যায়। আল্লাহ্কে মজবুত করে ধরুন এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাশা করুন। কেননা, যে ব্যক্তি সাওয়াব থেকে মাহ্রুম হয়ে যায়, সেটাই তার জন্য বড় মুসিবত। হযরত আলী (রাঃ) সকলকে লক্ষ্য করে বললেন- আপনারা কি চিন্তে পেরেছেন---- ইনি কে আওয়াজ দিচ্ছেন ? ইনিই খিজির আলাইহিস সালাম। (ইমাম বায়হাকির দালায়েলুন্নবুয়ত)

হযরত খিজির (আঃ) হযরত মুছা আলাইহিস সালামের সাথে স্বশরীরে ভ্রমণ করেছেন এবং তিনটি আশ্চর্য মোজেজা প্রদর্শন করেছেন। যার মর্ম হযরত মুছা (আঃ) বুঝতে পারেননি। হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) স্বশরীরে হযরত খিজির আলাইহিস সালামকে দেখেছিলেন। এখনও অনেক ওলীর সাথে তিনি দেখা করেন। সুতরাং অনেক প্রমাণিত দলীলের মাধ্যমেই তাঁর জীবিত থাকার বিষয়টি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। –অনুবাদক

চতুর্দশ অধ্যায়

কোরআনের আমল দ্বারা রোগমুক্তি প্রসঙ্গে

(اَلْاِسْتِشْفَاءُ بِالْقُرْاٰنِ)

প্রশ্নঃ কোরআন মজিদ হেদায়াতের জন্য এসেছে। কোরআনী আমল করে কি রোগমুক্তি লাভ করা যায়?

উত্তরঃ কোরআন মজিদ হেদায়াত, রহমত, সমস্ত সমস্যার সমাধান এবং শিফা হিসাবেও অবতীর্ন হয়েছে। রোগ সমস্যার সমাধান কোরআনে না থাকলে তা পরিপূর্ণ বিধান হয় কি করে? আল্লাহ্ তায়ালা রোগমুক্তির জন্য যা কিছু পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে কোরআন মজিদের চেয়ে বড় শিফা বা রোগমুক্তির আর কিছু অবতীর্ন করেন নি। এই কোরআন- রোগের জন্য শিফা এবং অন্ধ কলবের জন্য শান ও রেত।

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেনঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

অর্থ ঃ "আমি কোরআন মজিদের কিছু অংশ জাহেরী ও বাতেনী এবং দেহের ও অন্তরের রোগব্যাধির জন্য শিফা স্বরূপ এবং মু'মিনদের জন্য রহমত স্বরূপ নাযিল করেছি"। (সূরা বনী ইসরাঈল)

নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ لَّمْ يَشْفِ بِالْقُرْاٰنِ فَلَا شَفَاهُ اللّٰهُ-

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি কোরআনের দ্বারা রোগমুক্ত হতে পারেনি- তার জন্য যেন আল্লাহ কোন শিফা মঞ্জুর না করেন"।

কোরআন মজিদে সর্বরোগের শিফা আছে। কিন্তু ব্যবহার বিধি পালন বা আমল না করার

কারনে কোন কোন ক্ষেত্রে ফল পাওয়া যাচ্ছেনা। এই ত্রুটি মানুষের। ব্যবস্থা পত্রের নয়। যেমন, বন্দুক আছে-গুলিও আছে। কিন্তু ট্রিগার টিপতে না জানলে কাজ হয় না।-অনুবাদক

প্রশ্নঃ রোগের জন্য কোরআন, হাদীস- ইত্যাদি দ্বারা ঝাঁড় ফুঁক করা এবং তাবিজ দেয়া জায়েয কিনা? কোন কোন বইতে দেখা যায়- জায়েয নেই। তাদের জবাব কি?

উত্তর ঃ দ্বীনের শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও উলামাগন বলেছেন যে- তিনটি শর্ত সাপেক্ষে ঝাঁড় ফুক ও তাবিজ দোয়া করা জায়েয। শর্ত তিনটি হচ্ছে-

১। ঝাঁড় - ফুঁকের দোয়া আল্লাহ্‌র কালাম ও রাছুলের হাদীস এবং আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাতের দ্বারা হতে হবে।

২। আরবী ভাষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে অন্যান্য ভাষায়ও হতে পারে- যদি অর্থ বোধগম্য হয় এবং শিরক ও কুফর মিশ্রিত কোন বাক্য না হয়।

৩। ঝাঁড়, ফুঁক বা তাবিজ দোয়ার নিজস্ব কোন পৃথক ক্ষমতা নেই-বরং আল্লাহ তায়ালার হুকুমে বা ইচ্ছায় এবং ঝাঁড়, ফুঁক ও তাবিজ দোয়ার উছিলায় রোগ মুক্ত হয়। শিফা দানকারী আল্লাহ। ঝাঁড়, ফুঁক ও তাবিজ দোয়া উছিলা মাত্র- এই আক্বিদা পোষন করতে হবে।

প্রশ্নঃ ঝাঁড় ফুঁক জায়েয হওয়ার দলীল কি?

উত্তর ঃ মুসলিম শরীফে বর্নিত হযরত আউফ ইব্‌নে মালেক (রাঃ)-এর রেওয়ায়াত কৃত হাদীসঃ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرْقِيْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ-فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِىْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ اعْرِضُوْا عَلٰى رُقَاكُمْ لَابَأْسَ بِالرُّقٰى اِذَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"হযরত আউফ ইব্‌নে মালেক (রাঃ) হতে বর্নিত -তিনি বলেনঃ আমরা জাহেলিয়াত যুগে

(দেবদেবীর নামে) ঝাঁড় ফুঁক করতাম। মুসলমান হওয়ার পর আমরা হুজুর (দঃ) কে আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)। আপনি এ ব্যাপারে কি মনে করেন? হুজুর (দঃ) এরশাদ করলেন ঃ "তোমাদের ঝাঁড় ফুঁকের দোয়া আমার কাছে পেশ করো। যদি তাতে শিরকের বিষয় না থাকে, তাহলে ঝাঁড় ফুঁকে কোনই দোষ নেই"। এতে বুঝা গেল, ঝাঁড় ফুঁক করা নির্দোষ ও বৈধ। (মুসলিম শরীফ)

প্রশ্নঃ কোন্ ধরনের ঝাঁড় ফুঁক নিষিদ্ধ?

উত্তরঃ আরবী ব্যতিত অথবা সুবোধ্য ভাষা ব্যতিত অন্য কোন দুর্বোধ্য ভাষায় ঝাঁড় ফুঁক করা বা মন্ত্র দ্বারা ফুঁক দেয়া হারাম ও নিষিদ্ধ। কেননা, ঐ গুলোতে শিরকী বা কুফরী কালামও থাকতে পারে অথবা যাদুমন্ত্রও হতে পারে- যা হারাম। হাঁ, যদি শুদ্ধ অর্থ বোধক কালাম হয়, যেমন- আল্লাহ্র যিকির অথবা আল্লাহ্র নাম ও সিফাত যোগে কোন কিছু পাঠ করা হয় বা লিখা হয়, তাহলে অবশ্যই জায়েয হবে। বরং মোস্তাহাব কাজও বটে এবং বরকত পূর্ণও। সুরা ফাতেহা, নাছ, ফালাক, ইখলাছ- ইত্যাদি পাঠ করে ঝাঁড় ফুঁক করলে সর্বরোগ আরোগ্য হয়। (আল হাদীস)

প্রশ্ন ঃ তাবিজ লিখা ও ধারন করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ যে সব কালামে বা বাক্যে কোন যাদু মন্ত্র নেই এবং যার ভাষাও অবোধ্য নয়- এমন সব কালাম দ্বারা এবং কোরআন ও হাদীস দ্বারা তাবিজ লিখা ও তা ধারন করা জায়েয। মানুষ এবং অন্যান্য প্রানীর দেহেও ঐ তাবিজ ধারন করা সহীহ্ মাযহাব মতে এবং মোহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের মতে জায়েয। ইব্নে কাইয়েম নিজ গ্রন্থ "যাদুল মাআদ"-এ ইব্নে হিব্বান হাদীস গ্রন্থ সূত্রে বর্ননা করেছেন যে- ইব্নে হিব্বান ইমাম জাফর ইব্নে মুহাম্মদ ইবনে আলী (রাঃ) কে প্রশ্ন করলেন- তাবিজ ধারন করা জায়েয কিনা?

ইমাম জাফর (রাঃ) বললেনঃ "যদি আল্লাহর কালাম হয় অথবা নবীজীর হাদীস শরীফ হয়- তাহলে ধারন করো এবং ঐ তাবীজের মাধ্যমে শেফা প্রার্থনা করো"। ইহাও উল্লেখ আছে যে, ইমাম আহম্মদ ইব্নে হাম্বল (রাঃ) কে তাবিজ ধারন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন-" বালা মুসিবত নাজিল হওয়ার পর তাবিজ ধারন করা মাকরূহ তো নয়ই-

বরং কোন দোষও নেই। ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল (রাঃ)-এর ছেলে আবদুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন- আমি আমার আব্বাকে হৃদকম্প রোগী ও জ্বরে আক্রান্ত রোগীর জন্য তাবিজ লিখতে দেখেছি। ওহাবী নেতা ইব্নে তাইমিয়াও তার ফতোয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছে যে, অনেক বর্ননা কারীই হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ননা করেছেন যে, তিনি (ইব্নে আব্বাস) কোরআনের আয়াত, জিকির আজকারের কলেমা ও বাক্য দ্বারা তাবিজ লিখতেন এবং রোগীকে উক্ত তাবিজের ধৌত পানি পান করানোর জন্য বলতেন। এতেই বুঝা যায় যে- তাবিজের মধ্যে রহমত ও বরকত আছে। ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর তাবিজ লিখাই প্রমান করে যে- তাবিজ ধারন করা জায়েয।

উল্লেখ্য যে, সৌদি আরবের ওহাবী বাদশাহ্রা হাম্বলী মযহাব ও ইব্নে তাইমিয়ার অনুসারী বলে দাবী করে। অথচ তারা তাদের ইমামের কথা মানেনা। বর্তমানে তারা বিভিন্ন পুস্তক বাজারে ছেড়েছে। ঐ গুলিতে শবে বরাত, শবে ক্বদর, দোয়া তাবিজ ও ঝাঁড় ফুঁক, কবর যিয়ারত- ইত্যাদিকে হারাম বলা হয়েছে। তারা নিজ নেতাদের অনুসরন করলে আকিদার এই সংকট দেখা দিতনা এবং ঐ সব বই পড়ে মানুষও গোমরাহ্ হতোনা। -অনুবাদক

প্রশ্নঃ হাদীস শরীফে তাবিজ ধারন করাকে শিরক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ "যে তাবিজ লটকালো- সে শিরক করলো"। (আলহাদীস) অথচ আপনি বললেন- জায়েয। তাহলে হাদীসের আসল ব্যাখ্যা কি?

উত্তরঃ হাদীসে শিরক বলা হয়েছে ঐ তাবিজকে- যা জাহিলিয়াত যুগে চামড়ার গলাবন্দ বা নল নইছা ইত্যাদি হিসাবে লটকানো হতো। তারা বিশ্বাস করতো যে- ঐ গুলোই বালা দুর করে। তারা যা করতো- তা ছিল শিরকের ধারনা প্রসূত। যেমন- তারা বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ ছাড়া ঐ গলাবন্দই অসুখ ভাল করে এবং উপকার করে। ঐ গুলোতে আল্লাহর নামও কালাম কিছুই থাকতোনা। কাজেই ঐগুলো হারাম ও শিরক। কোরআন হাদীস সম্মত তাবিজ বৈধ এবং সুন্নাতে সাহাবা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মিলাদ-কিয়াম ও বিদ্‌আত প্রসঙ্গে

(عَمَلُ الْمَوْلِدِ وَاَقْسَامُ الْبِدْعَةِ)

প্রশ্নঃ নবী করিম (দঃ)-এর নূর সৃষ্টি ও পবিত্র বেলাদতের আদি বৃত্তান্ত বর্ণনা করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আকারে মিলাদ শরীফ পাঠ করার জন্য লোক জমায়েত হওয়া জায়েয কিনা?

উত্তরঃ বর্তমানে প্রচলিত মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান- যেখানে কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক নবী করিম (দঃ)-এর নূর সৃষ্টি ও জন্মের আদি বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয় এবং জন্মকালীন মোজিযা সমূহ বর্ণনা করে ছালাত ও ছালামের মাধ্যমে কেয়াম করা হয়- তা জায়েয ও বিদআতে হাছানার (উত্তম বিদ্‌আত) অন্তর্ভুক্ত মোস্তাহাব কাজ। এতে সওয়াব হয়। কেননা, এতে রাসুলে পাক (দঃ)-এর শান- মান ও মর্য্যাদার আলোচনা করা হয়, আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং মিলাদ শরীফের আয়োজন কারীর জন্য সুসংবাদ প্রচার করা হয়। নবী করিম (দঃ) বলেনঃ "যারা আমার কথা আলোচনা করে–আমি তাদের সাথে থাকি"। (মাদারেজুন্নবুয়ত)

মিলাদ অনুষ্ঠান করা আল্লাহ্, ফেরেস্তা ও আম্বিয়ায়ে কেরামের তরিকা ঃ প্রথম মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রোজে আযলের দিনে। উক্ত পবিত্র মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর এবং তাঁরা কেয়াম অবস্থায় আল্লাহ কর্তৃক মিলাদ শরীফের বর্ণনা শুনেছিলেন (সুরা আল এমরান ৮১-৮২ আয়াত)। সেদিন আল্লাহ্ স্বয়ং নবীজীর আবির্ভাব ও বেলাদত শরীফের বয়ান দিয়েছিলেন নবীগণের কাছে। নবীগণ কেয়াম সহ ঐ বয়ান শুনেছিলেন। দুনিয়াতে রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর জন্মের চার হাজার বৎসর পূর্বে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) কেয়াম সহকারে নবী করিম (দঃ)-এর আগমনের জন্য খোদার কাছে দোয়া করে ছিলেন (বেদায়া-নেহায়া)। হযরত ইছা আলাইহিস সালাম নবীজীর ৫৭০ বৎসর পূর্বে কেয়াম অবস্থায় নবী

করিম (দঃ)-এর আগমনের সুসংবোদ দিয়েছিলেন- বলে ইবনে কাছির তাঁর অমর গ্রন্থ "আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া" ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীন মিলাদ শরীফের বিভিন্ন সুসংবোদ প্রদান করেছেন। ইমাম শাফেয়ী, হযরত মারুফ কারাখী, সিররি সকতি, জোনায়দ বাগদাদী, ইমাম রাজী , ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী, ইবনে হাজর হায়তামী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি, ইমাম তাকিউদ্দীন সুবকি, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী- প্রমুখ মোহাদ্দেস, মোফাসসির ও বুযুর্গানে দ্বীন মিলাদ এবং কিয়ামের ফজিলত নিজ নিজ কিতাবে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে গেছেন। মিলাদ ও কিয়ামের বিস্তারিত ইতিহাস জানতে হলে আমার লিখিত মিলাদ ও কিয়ামের বিধান বা আহকামুল মিলাদ ওয়াল কিয়াম গ্রন্থ খানি দেখুন।-অনুবাদক

মিলাদ ও কিয়াম বিরোধী আশ্রাফ আলী থানবী ও রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং সমস্ত দেওবন্দের পীর ও বুযুর্গগণের পীর মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজির মক্কী সাহেব নিজে মিলাদ ও কিয়াম করতেন এবং তাতে অত্যন্ত স্বাদ পেতেন- বলে রেছালায়ে হাফত মাছায়েল পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন। সংগ্রহ করে দেখুন -অনুবাদক।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা! বিদ্আত বলতে তো আমরা সাধারণতঃ খারাপ বুঝি। বিদ্আতের কোন শ্রেণী ভেদ আছে কিনা? মিলাদ ও কিয়াম কি খারাপ?

উত্তর ঃ বিদ্আত অর্থ- 'রাসুল করিম (দঃ)-এর পরে অদ্যাবধি যে সব কাজ-কর্ম ধর্মের সহায়ক হিসাবে নূতন সংযোজিত হয়েছে'। ঐ গুলির মধ্যে কোরআন সুন্নাহর আলোকে ভালগুলো ভাল এবং মন্দগুলো মন্দ। সুতরাং উলামায়ে কেরাম ও মোহাদ্দেসীনগন বিদ্আতকে প্রথমতঃ দুভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। যথা (১) বিদ্আতে হাছানাহ্ (২) বিদ্আতে ছাইয়েআহ্ । মিলাদ ও কিয়াম প্রথম শ্রেণীভুক্ত।

প্রশ্নঃ বিদ্আতে হাসানাহ্ কি? এবং উহা কত প্রকার?

উত্তরঃ ইমাম ও মোজতাহিদগন যেসব কাজকে কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক ভাল বলেছেন- সেগুলোকে বিদ্আতে হাসানাহ্ বলা হয়। এগুলো আল্লাহ্র কোরআন ও রাসুলে পাকের (দঃ) হাদিস দ্বারা অনুমোদিত। যেমনঃ প্রথম কোরআন সংরক্ষণ ব্যবস্থা, ২০ রাকআত তারাবিহ, পৃথক খানকাহ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, চার তরিকার যিকির-আযকারের নিয়ম পদ্ধতি, জুমার প্রথম আযান, মসজিদের মেহরাব নির্মান, কোরআন-শরীফের জের জবর সংযোজন ও অন্যান্য আধুনিক কল্যাণমূলক কাজ। এগুলো বিদআতে

হাসনাহ্।

প্রশ্নঃ বিদ্‌আতে হাসানাহ্ কত প্রকার ও কি কি? মিলাদ ও কিয়ামের হুকুম কি?

উত্তর ঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম ইব্‌নে আবদুস সালাম (রহঃ) বিদ্‌আতে হাসানাহকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ

১। বিদ্‌আতে ওয়াজিব ঃ যেমন- হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কর্তৃক গোটা কোরআন শরীফ ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও কাগজ থেকে সংগ্রহ করে একত্রিত করে ৩০ পারা করা, ১০০ বৎসর পরে হাদীস শরীফকে বিভিন্ন রাবী থেকে সংগ্রহ করে কিতাব আকারে প্রনয়ন করা (সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ও এর অন্তর্ভুক্ত), দ্বীনী এলেম শিক্ষা করার সুবিধার্থে ফেকাহ্, উসুল, এলমে নাহ্-ছরফ, ফারায়েজ- ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করা এবং পৃথক মাদ্রাসা তৈরী করা- ইত্যাদি।

২। বিদ্‌আতে সুন্নাত ঃ যেমন- হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক জামাতের সাথে বিশ রাকআত তারাবিহ্ নামাজের প্রচলন করা, হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক জুমার নামাজের প্রথম আযান প্রবর্তন করা, মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান করা- ইত্যাদি।

৩। বিদ্‌আতে মোস্তাহাবঃ যেমন, রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর তিরোধানের ৮৬ বৎসর পর কোরআন মজিদে নোক্‌তা ও হরকত সংযোজন করা। একাজটি করেছিল উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের নির্দেশে ইরাকের গর্ভনর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাকাফী।

৪। বিদ্‌আতে মোস্তাহ্‌সান ঃ যেমন- মসজিদ ও কোরআন শরীফকে সোনালী-রুপালী রং দ্বারা ও লতা পাতা এবং বিভিন্ন নক্‌শা দ্বারা সাজানো, মিলাদ শরীফ পাঠ কালে নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা কালে কেয়াম করা ও সালাত সালাম পাঠ করা- ইত্যাদি।

৫। বিদ্‌আতে মোবাহ্ঃ যথা- উত্তম খাদ্য খাওয়া ও উত্তম পোষাক পরিধান করা, পোলাও- বিরয়ানী খাওয়া, জাক-জমকের সাথে যিয়ারত করা- ইত্যাদি। -অনুবাদক

বিদ্‌আতের এই প্রকারভেদ ও বৈধতা সম্পর্কে হাদীসের যে কোন ছাত্রই অবগত আছেন।

এগুলো কোরআন ও হাদীস দ্বারা অনুমোদিত। কেবল ওহাবী সম্প্রদায়ই এতে ঝগড়া বাধায়। তারা একদিকে বিদ্‌আতী কাজ করছে– অন্যদিকে এগুলোকে হারামও বলছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিদ্‌আতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত। ২০ রাকআত তারাবিহ জামাতের সাথে আদায় করাকে হযরত ওমর (রাঃ) نِعْمَ الْبِدْعَةُ বা উত্তম বিদ্‌আত বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ ইহা সুন্নাত। শুধু রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর পরে হওয়ার কারণেই তিনি বিদ্‌আত বলেছেন। সব বিদ্‌আত ত্যাজ্য হলে জামাআতের সাথে ২০ রাকআত তারাবিহ্‌ও ত্যাজ্য বলে মান্‌তে হয়।

বিদ্‌আতে হাসানাহ (নূতন প্রথা) প্রবর্তনে নবীজীর উৎসাহ দান ঃ

নবী করিম (দঃ) উত্তম বিদ্‌আত প্রচলনের জন্য অনুমতি ও উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন– হাদীস শরীফে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فِى الْاِسْلَامِ فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا-(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থ ঃ "যে কোন যুগের যে কোন যোগ্য ব্যক্তি ইসলামে উত্তম প্রথা চালু করবে, সে তার উদ্যোগের পুরস্কার তো পাবেই– তদুপরি ঐ কাজ আমল কারীদের বরাবর সাওয়াবও সে পাবে। কিন্তু আমলকারীদের সাওয়াব কম দেয়া হবেনা"।– মুসলিম শরীফ।

উক্ত হাদীস খানা অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং যুগজিজ্ঞাসার সমস্ত সমস্যা সমাধানের নীতিমালা স্বরূপ। এই হাদীসের মাধ্যমে নবী করিম (দঃ) নিজ উম্মতের ইমাম ও মুজতাহিদ শ্রেনীর ওলামাগনের গবেষনার জন্য পথ খোলা রেখে দিয়েছেন– যেন যুগের প্রয়োজনে নিত্য নূতন সমস্যার সমাধানের পথ তাঁরা খুজে বের করতে পারেন। ইসলামে আল্লাহ্‌ ও রাসুল কতেক বিধান নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যেমনঃ নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত, ফারায়েজ- ইত্যাদি। এগুলোতে ইজতিহাদের তেমন সুযোগ নেই। সবগুলোই সুনির্দিষ্ট। কিন্তু কিছু কাজ ও আমল এমন রেখেছেন- যে গুলোতে ইমামগনের ইজতিহাদ করার সুযোগ আছে। যেমন– বিভিন্ন দেশীয় প্রথা ও আচার-আচরন। এগুলোকে সরাসরি

নিষেধ না করে আল্লাহ্ কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমাধান করার পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন- কোরআন মজিদে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেনঃ

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

অর্থ ঃ "তোমরা ভাল ও উত্তম কাজ করো- তাহলে সফল হবে"। এখানে আল্লাহ্ উত্তম কাজের বিস্তারিত বর্ননা দেননি। বরং নীতিমালার উপর সোপর্দ করেছেন। এই আয়াত খানা আলেমগনের স্মরনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাহলে গোড়ামী চলে যাবে এবং দৃষ্টিকোন প্রসারিত হবে। জনগনের কাছেও তারা গ্রহন যোগ্য হবেন।

হাদীস শরীফে উম্মতের বিশেষজ্ঞগনকে সর্বসম্মত নিত্য নূতন ভাল কাজের উদ্ভাবনের সুযোগ দান করে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

مَارَأَهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ-

অর্থ ঃ "মোমেনগন যে কাজকে ভাল বলে সাব্যস্ত করবে- আল্লাহ্র নিকট পূর্বেই তা ভাল বলে বিবেচিত আছে"। বান্দা শুধু প্রকাশের বাহন মাত্র। উম্মতের ইমামগণকে উক্ত হাদীস দ্বারা ইজতিহাদের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। মোমেন বান্দারা হলেন আল্লাহ্র সাক্ষী। ইমামগন ইজতিহাদ করে সর্বসম্মতভাবে মিলাদ ও কিয়ামকে উত্তম বলেছেন। সুতরাং আল্লাহ্র নিকট পূর্বেই ইহা উত্তম বলে বিবেচিত ছিল। সমগ্র জাহানের সংখ্যা গরিষ্ঠ উম্মত মিলাদ ও কেয়াম করে আসছেন। সুতরাং ইহা যুগযুগের অনুসৃত প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত প্রথা। (সংগৃহীত-অনুবাদক)।

প্রশ্নঃ বিদ্আতে ছাইয়েআহ্ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? উহা কি গ্রহণযোগ্য?

উত্তরঃ বিদ্আতে ছাইয়েআহ্ বলা হয় ঐ সব আকিদাও ও কাজকে- যা কোরআন- সুন্নাহ ও ইজমা কিয়াছের নীতিমালার পরিপন্থী। ইহাই গোমরাহী ও জাহান্নামের পথ সুগম কারী। যেমন- খারেজী, শিয়া, মোতাজিলা, ওহাবী, মউদুদী, তাবলিগী, কাদিয়ানী, বাহায়ী- ইত্যাদি ৭২ ফের্কার দল। আল্-হাদিকা ও মিরকাত গ্রন্থে ৭২টি বাতিল সম্প্রদায়কে বেদ্আতি ফের্কা এবং মূল ইসলামী দলকে ছুন্নী ফের্কা বলা হয়েছে। আমলের ক্ষেত্রে উক্ত বেদ্আতী কাজকে ফাছেকী এবং গুনাহ্র কাজ বলা হয় এবং আমলকারীকে বলা হয়

ফাছেক ও গুনাহ্গার। আর বেদ্আতী আকিদাকে বলা হয় প্রকৃত বিদ্আত এবং লোককে বলা হয় বিদাআতী লোক- (ফতোয়া আল হারামাঈন)।

বিদ্আতে ছাইয়েআহ্ নিষিদ্ধ

কোরআন, সুন্নাহ্ ও ইজ্মার পরিপন্থী বিদাআতী আকিদা পোষন করা ও কাজ করা সম্পর্কেই নবী করিম (দঃ)-এর বিদ্আত সম্পর্কিত হাদীস গুলো প্রযোজ্য।

একটি হাদীস নিম্নরূপঃ

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيْلُهَا اِلَى النَّارِ-

অর্থ ঃ প্রত্যেক নূতন (খারাপ) সংযোজন বিদ্আত । প্রত্যেক (খারাপ) বিদ্আতই গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহীর পথ হলো জাহান্নামের দিকে"।

ওলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীস এবং বিদ্আতে হাসানা অধ্যায়ে বর্ণিত দুটি হাদীস পর্যালোচনা করে বলেছেনঃ প্রথম দুটি হাদীসে (مَنْ سَنَّ- مَارَاٰهُ) উত্তম নূতন জিনিস আবিষ্কার ও সংযোজনের অনুমতি যেহেতু স্বয়ং নবী করিম (দঃ) দিয়েছেন এবং এটাই যুগ চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যশীল ও প্রগতিশীল নির্দেশ। তাই তৃতীয় অত্র হাদীসে প্রত্যেক নূতন কাজকেই তিনি পুনরায় খারাপ বলে নিষেধ করতে পারেন না। তাই تَعَارُض বা দ্বন্দ্ব-এর ক্ষেত্রে শেষোক্ত হাদীসকে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে গ্রহণ করতে হবে। এটাই ইল্মে হাদীসের নিয়ম। তাই ওলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীসের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা করেছেনঃ

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ (سَيِّئَةٍ) ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيْلُهَا اِلَى النَّارِ-

অর্থ ঃ ধর্মে প্রত্যেক নূতন সংযোজন বিদ্আত। ঐগুলির মধ্যে প্রত্যেক খারাপ বিদ্আতই হচ্ছে- গোমরাহী এবং গোমরাহীর পরিনাম-হচ্ছে- জাহান্নাম"। এই ব্যাখ্যাটি না করলে অপর দুটি হাদীস বাদ দিতে হয়। অথচ কোন হাদীসকে বাদ দেয়া জায়েয নেই। ওহাবী

ওহাবী আলেমেরা হাদীসের এই ব্যাখ্যাটি নিজেরা জানে- কিন্তু লুকিয়ে রাখে। লুকিয়ে রাখাই তাদের স্বভাব।-অনুবাদক

বিদ্আতের প্রথম ৫ প্রকার কোরআন ও হাদীসের দ্বারাই অনুমোদিত হয়েছে এবং শেষোক্ত তিন প্রকার বিদ্আত- যথাঃ বিদ্আত তানজিহি, তাহরীমীও হারাম- এই তিন প্রকার বিদ্আত হাদিসের দ্বারাই নিষিদ্ধ হয়েছে। অতএব সকল বিদ্আতকে ঢালাও ভাবে খারাপ ও হারাম বলাটাই সবচেয়ে বড় বিদ্আত। বিদ্আত ৮ প্রকার। তন্মধ্যে ৫ প্রকার জায়েয এবং ৩ প্রকার নাজায়েয। -অনুবাদক

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা ! মিলাদ শরীফ পাঠ করা বা মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান করার কোন ভিত্তি বা প্রমান হাদীস শরীফে আছে কিনা ? যদি থাকে, তাহলে তা কি ? এর মূল্যই কতখানি?

উত্তর ঃ ফিলিস্তিনের বাসিন্দা এবং তৎকালীন জামেউল আযহারের ওস্তাদ এবং মিশরের তৎকালীন প্রধান বিচারক বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল বারীর লেখক ইলমে হাদীসের গ্রন্থ উসূদুল গাবা, তাহযিবুত তাহযীব ও নুখবাতুল ফিকার - এর প্রনেতা হাফেজুল হাদীস আল্লামা ইব্নে হাজর আস্কালানী (রহঃ) (৭৭৪-৮৫০ হিজরী) গবেষনা করে মিলাদুন্নবী (দঃ) পালনের প্রমান স্বরূপ একটি ভিত্তি হাদীস শরীফ থেকে বের করেছেন- যা বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্নিত হয়েছে। হাদীস খানা নিম্নরূপঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا هُوَ يَوْمٌ اَغْرَقَ اللّٰهُ فِيْهِ فِرْعَوْنَ وَنَجّٰى مُوْسٰى فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ شُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالٰى فَصَامَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَرَ الْمُسْلِمِيْنَ بِصَوْمِهٖ قَالَ

فَاسْتَفَادَ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ لِلّٰهِ عَلٰى مَامَنَّ بِهٖ مِنْ اِسْدَاءِ نِعْمَةٍ اَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ فِىْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ -وَالشُّكْرُ لِلّٰهِ يَحْصُلُ بِاَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُوْدِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ -وَاَىُّ نِعْمَةٍ اَعْظَمُ مِنَ النِّعْمَةِ بِبُرُوْزِ هٰذَا النَّبِىِّ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ-مُلَخَّصًا-(فَتْحُ الْبَارِىْ)

অর্থঃ ইব্নে হাজর আসকালানী (রহঃ) হাদীস বর্ণনা করেনঃ নবী করিম (দঃ) মদিনা শরীফে হিজরত করে যাওয়ার পর দেখলেন- ইহুদীরা আশুরার দিনে রোজা পালন করছে। নবী করিম (দঃ) এর কারন কি-তা জানতে চাইলেন। তারা বললো- এদিনেই আল্লাহ তায়ালা ফেরআউন বাহিনীকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন এবং মুছা আলাইহিস সালাম ও তাঁর কওমকে বাঁচিয়ে ছিলেন। সুতরাং ঐ ঘটনার শুক্রিয়া স্বরূপ আমরা প্রত্যেক বৎসর এ দিনটি পালন করি এবং ঐদিনে রোজা রাখি। অতঃপর হুজুরও (দঃ) ঐদিনে রোজা রাখা শুরু করলেন এবং মুসলমানদেরও রোজা রাখতে উপদেশ দিলেন"। -বোখারী

এ হাদীস বর্ননা করার পর ইব্নে হাজর আসকালানী বলেন- এ হাদীস দ্বারা প্রমানিত হলো যে, কোন দিনে আল্লাহ্ তায়ালা যদি কোন বিশেষ ইহ্সান করেন এবং কোন নিয়ামত দান করেন অথবা কোন বিপদ দূর করেন, তাহলে ঐ নির্ধারিত তারিখে প্রতি বৎসর আল্লাহ্র শুক্রিয়া আদায় করা উচিত। আর এই শুক্রিয়ার কাজটি করা যেতে পারে বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে। যেমন- নফল নামাজ, সদ্কা খয়রাত, নফল রোজা- ইত্যাদি নেক কাজের মাধ্যমে। ইব্নে হাজর (রহঃ) বলেন ঃ রহমতের নবী- মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) দুনিয়াতে আগমনের চেয়ে আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত আর কি হতে পারে ? সুতরাং প্রতিবৎসর এ দিনে শুক্রিয়া স্বরূপ মিলাদুন্নবী পালন করা নবীজীর সুন্নাতের দ্বারাই প্রমানিত হলো- (ইব্নে হাজর – এর ফতহুল বারী)।

মন্তব্য ঃ ইব্নে হাজর (রহঃ)-এর উক্ত গবেষনা মূলক ফতোয়াটি ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) নিজ ফতোয়া গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন এবং মিলাদুন্নবীর মাহফিলকে হাদীস দ্বারা প্রমান করেছেন। অথচ সেই বোখারী শরীফেরই এক জঘন্য ওস্তাদ খতীব

মাওঃ ওবায়দুল হক বলেছে, সে নাকি মিলাদুন্নবীর প্রমান কোথাও পায়নি। (নাউজু বিল্লাহ্) ইমাম সুয়ুতি (রহঃ) উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন যে, এতে প্রমানিত হলো- মিলাদুন্নবী (দঃ) অনুষ্ঠান করা এবং দলে দলে তাতে যোগদান করা ও সমাবেশ করা- উত্তম নফল ইবাদত সমূহের মধ্যে অন্যতম ইবাদত। ইহা ইবাদতের মধ্যে গন্য। কেননা, এতে নবী করিম (দঃ)-এর ধরাধামে আগমনের দিনকে চির স্মরনীয় করে রাখা হয় এবং খোদার শ্রেষ্টতম নেয়ামত প্রাপ্তির শুক্রিয়া আদায় করা হয়। এ উদ্দেশ্যে এ উপলক্ষ্যে খানাপিনার আয়োজন করা, নফল নামাজ পড়া, বন্ধু বান্ধবকে উপহার প্রদান করা, কুশল বিনিময় করা এবং অন্যান্য নৈকট্য মূলক কার্য্যক্রমের মাধ্যমে খুশী ও আনন্দ উদ্‌যাপন করা- খোদার নেয়ামতেরই শুক্রিয়া আদায় করার শামীল। - জালালুদ্দীন সুয়ুতি

উলামায়ে কেরাম মিরআতুজ জামান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যেঃ

عَمَلُ الْمَوْلُوْدِ اَمَانٌ فِى ذٰلِكَ الْعَامِ وَبُشْرٰى عَاجِلَةٌ لِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ وَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ-

অর্থ ঃ "মিলাদুন্নবী (দঃ) অনুষ্ঠান করলে এই আমলের দ্বারা এক বৎসর পর্য্যন্ত বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং মাক্‌সুদ ও উচ্চ বাসনা শীঘ্র পূরনের সুসংবাদ ও নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। নিয়ত পরিমানেই বরকত লাভ হয়" (মিরআতুজজমান)

ইমাম হাফেজ সামছুদ্দীন ইবনুল জাজরী (রহঃ) স্বীয় আরবী গ্রন্থ "আরফুত তারিফ বিল মাওলিদিশ শরীফ" গ্রন্থে নিজ ভাষায় লিখেছেনঃ

قَدْرُوِىَ اَبُوْلَهَبٍ بَعْدَ مَوْتِهٖ فِى النَّوْمِ فَقِيْلَ لَهٗ مَاحَالُكَ فَقَالَ فِى النَّارِ اِلَّا اَنَّهٗ خُفِّفَ عَنِّى كُلَّ لَيْلَةِ اثْنَيْنِ وَاَمُصُّ مِنْ بَيْنِ اِصْبَعِىْ مَاءً بِقَدْرِ هٰذَا وَاَشَارَ لِرَأْسِ اِصْبَعِهٖ وَاَنَّ ذٰلِكَ بِاِعْتَاقِىْ

لِثُوَيْبَةَ عِنْدَمَا بَشَّرَتْنِى بِوِلَادَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَبِارْضَاعِهَا لَهُ فَاِذَا كَانَ اَبُوْلَهَبْ الْكَافِرُ الَّذِى نَزَّلَ الْقُرْاٰنُ
بِذَمِّهِ جُوْزِىَ فِى النَّارِ بِفَرْحَةِ لَيْلَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُرُّ بِمَوْلِدِهِ وَيَبْذُلُ مَاتَصِلُ اِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِىْ مُحَبَّتِهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَعُمْرِىْ اِنَّمَا يَكُوْنُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللّٰهِ
الْكَرِيْمِ اَنْ يُّدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ-(عَرْفُ التَّعْرِيْفِ
بِالْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ)

অর্থঃ হাফেজ সামছুদ্দীন ইবনে জাজরী (রহঃ) "আরফুত তারিফ বিল মাওলিদিশ শরীফ" নামক আরবী গ্রন্থে বলেনঃ

"আবু লাহাব মারা যাওয়ার পর (২য় হিজরী) তাঁকে স্বপ্নে দেখা গেল। (স্বপ্ন দর্শনকারী তার ভাই হযরত আব্বাস (রাঃ)। সাহাবীর স্বপ্নের কারনে এই স্বপ্ন বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে)। আবু লাহাবকে তার কবরের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। সে বললোঃ দোজখের শাস্তি ভোগ করছি। তবে প্রতি সোমবার আমার শাস্তি কিছু লাঘব করা হয় এবং আমার অঙ্গুলীর মাথা হতে নিঃসৃত সামান্য পরিমান পানি চুষে পান করতে পাই। একথা বলেই সে অঙ্গুলীর মাথার দিকে ইশারা করে বললো "এই পুরস্কার এজন্য পাচ্ছি যে, নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম সংবাদ আমার কাছে নিয়ে এসেছিল আমার নিজ দাসী ছোয়াইবা। আমি তাকে খুশী হয়ে আজাদ করে দেই এবং আমার ভাতিজাকে দুধ পান করানোর অনুমতি দান করি"।

ইমাম সামছুদ্দীন ইবনে জাজরী (রহঃ) বলেনঃ "আবু লাহাব ছিল কাফের এবং তার বিরুদ্ধে সূরা লাহাব নাজিল হয়েছিল। সে জাহান্নামের আযাবে লিপ্ত। কিন্তু রাসূলুল্লাহর জন্ম সংবাদে খুশী হওয়ার কারনে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করা সত্বেও সে প্রতি সোমবার এই পুরস্কার পাচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকবে। তাহলে যেই তৌহিদপন্থী মুসলমান নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম উপলক্ষে খুশী উদযাপন করবে এবং নবী করিম (দঃ)-এর মহব্বতে সাধ্য পরিমান টাকা পয়সা খরচ করবে- তার অবস্থা ও পরিনতি কি হতে পারে? আমার জীবদ্দশার কসম করে বলছি- আল্লাহর পক্ষ হতে এর পুরস্কার ও প্রতিদান হবে এই যে, -আল্লাহ দয়া করে তাকে জান্নাতুন নায়ীম নামক বেহেস্তে স্থান দেবেন"। (আরফুত তারিফ বিল মাওলিদিশ শরীফ)

বিঃ দ্রঃ পূর্ব যুগের চারখানা নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত উপরে বর্ণনা করে মিলাদুন্নবী প্রমান করা হলো। বাংলাদেশের কিছু আলেম বেহেস্তী জেওর ও ফতোয়ায়ে রশিদিয়া নামক উর্দু কিতাব দ্বারা মিলাদ ও কিয়াম করাকে শিরক, হারাম, কৃষ্ণলীলার গান-ইত্যাদি বলে থাকে। চারজন জগত বিখ্যাত ইমামের তুলনায় এসব পুচকি মৌলভীর কি মূল্য আছে? "মিলাদ ও কিয়ামের" বিস্তারিত দলীল প্রমানের জন্য আমার রচিত 'মিলাদও কিয়ামের বিধান' নামক গ্রন্থখানি পাঠ করুন। উহা উলামাদের জন্য খুবই উপকারী কিতাব। (অনুবাদক)

ষোড়শ অধ্যায়

জলী যিকির ও হাল্‌কায়ে যিকির প্রসঙ্গ

(اَلذِّكْرُ بِالْجَهْرِ وَالْاِجْتِمَاعُ لَهٗ)

প্রশ্নঃ যিকির ও তরিকতের অন্যান্য মাহ্‌ফিল করা কি? আজকাল প্রায়ই এরূপ সমাবেশ করতে দেখা যায়। শরীয়তে এর কতটুকু অনুমতি আছে?

উত্তরঃ যিকির ও তরিকতের অন্যান্য মাহ্‌ফিল করা সুন্নাত। এটা করা উত্তম এবং মোস্তাহাব সাওয়াব। কিন্তু শর্ত হলো- হারাম বা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ সেখানে হতে পারবেনা। যেমনঃ বেগানা মেয়ে পুরুষের একসাথে অবস্থান ও উঠা বসা। পৃথক ব্যবস্থা থাকলে এবং মুহ্‌রিম পুরুষের সাথে গেলে জায়েয আছে।

প্রশ্নঃ উচ্চস্বরে যিকির- আযকার সহকারে উক্ত মাহ্‌ফিল করার কোন দলীল আছে কি?

উত্তরঃ একত্রিত হয়ে উচ্চ স্বরে যিকির- আয্‌কার করার ফজিলত সম্পর্কে বহু হাদীস আছে। যথাঃ

১। قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ-(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ কোন কওম আল্লাহ্ তায়ালার যিকিরের

মাহফিলে বসলে রহমতের ফেরেস্তারা তাঁদেরকে বেষ্টন করে রাখেন, আল্লাহ্‌র রহমত তাঁদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে। আর- তাঁদের কথা আল্লাহ্ তায়ালা আপন ফেরেস্তাদের কাছে গর্বের সাথে আলোচনা করেন "-মুসলিম শরীফ।

٢। وَاَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ مَايُجْلِسُكُمْ؟ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهٗ فَقَالَ اِنَّهٗ اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ اللّٰهَ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ-

অর্থ ঃ "ইমাম মুসলিমও ইমাম তিরমিজি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে- নবী করিম (দঃ) আপন সাহাবীগনের কোন এক হাল্‌কায় উপস্থিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদেরকে এখানে কিসে বসিয়েছে? সাহাবীগন উত্তর দিলেন- আমরা বসেছি আল্লাহ্‌র যিকিরের জন্য এবং তাঁর প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে। হুজুর পুরনূর (দঃ) বললেনঃ এইমাত্র জিব্‌রাইল (আঃ) আমাকে এসে খবর দিয়ে গেলেন যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিয়ে গৌরব করছেন আপন ফেরেস্তাদের কাছে"। এখানে যিকির অর্থ মৌখিক যিকির - (মুসলিম ও তিরমিজি)

٣। وَاَخْرَجَ اَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيْ مَرْفُوْعًا مَامِنْ قَوْمٍ اِجْتَمَعُوْا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يُرِيْدُوْنَ بِذٰلِكَ اِلَّا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ قُوْمُوْا مَغْفُوْرًا لَّكُمْ-قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّاٰتُكُمْ حَسَنَاتٍ-(اَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ)

অর্থ ঃ ইমাম আহ্মদ ও তাবরানী (রহঃ) নবী করিম (দঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে- যদি কোন কওম আল্লাহ্র যিকিরের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় এবং একমাত্র আল্লাহ্রই সন্তুষ্টি কামনা করে, তাহলে আসমান থেকে ঘোষনাকারী ঘোষনা করেন- "যাও! তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হলো এবং তোমাদের কৃত গুনাহ্ গুলো (আল্লাহর হক) নেক-এর দ্বারা পরিবর্তন করা হলো"। সুবহানাল্লাহ! (আহমদ ও তাবরানী)।

উপরে উল্লেখিত হাদীস সমুহ দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমানিত হলো যে, যিকির -ফিকির ও ভাল কাজের জন্য একত্রিত হয়ে বসা ও হালকা করা উত্তম। আল্লাহ্ তায়ালা এসব বান্দাদের জন্য আপন ফেরেস্তাদের কাছে গৌরব করে থাকেন।

৪। উচ্চস্বরে যিকির করা ঃ

বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী করিম (দঃ) বর্নিত একখানা হাদীসে কুদ্সী বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীস খানা নিম্নরূপঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ- فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُ-

অর্থ ঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-" আমার সম্পর্কে বান্দার ধারনা অনুযায়ীই আমি তার সাথে আচরন করবো। যখন সে আমাকে স্মরন করে তখন আমি তার সাথে থাকি (সাহায্য নিয়ে)। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরন করে, তাহলে আমিও তাকে মনে মনেই স্মরন করি। আর যদি সে আমাকে মজ্লিসে বসে (উচ্চস্বরে) স্মরন করে, তাহলে আমিও তাকে স্মরন করি- এর চেয়েও উত্তম মজ্লিসে"। -(বোখারী শরীফ-হযরত আবু হোরায়রা সূত্রে)

প্রশ্ন হতে পারে যে, হাদীসে তো মজলিসে বসে যিকিরের কথা বলা হয়েছে- উচ্চস্বরে কোথায় পেলেন? জওয়াব হচ্ছে- মজলিসে একত্রে বসে যিকির করার অর্থই হচ্ছে- জোরে জোরে যিকির করা।

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوْعًا : اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلَ الْمُنَا-
فِقُوْنَ اِنَّكُمْ مُرَاءُوْنَ وَفِىْ رِوَايَةٍ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ-

"ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন- নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ তোমরা বেশীবেশী করে আল্লাহ্র যিকির করো- যেন মোনাফিকরা একথা বলে যে- তোমরা লোক দেখানো যিকির করছো। অন্য রেওয়ায়াতে আছেঃ মোনাফিকরা বলে- তোমরা পাগল হয়ে গেছো"।

একথা সবারই জানা যে, জলী যিকিরের দ্বারাই মোনাফিকরা বুঝতে পারে যে, এলোক গুলো লোক দেখানো যিকির করছে অথবা পাগল হয়ে গেছে। চুপে চুপে যিকির করলে সামালোচনার কোন সুযোগই তারা পেতনা। এতে বুঝা গেল- যারা যিক্রে জলীকে অস্বীকার করে -তারাই মোনাফিক টাইপের লোক।

(ফায়দা) ঃ তরিকত পন্থী বিশেষজ্ঞ উলামা ও সূফী সাধকগন বলেছেন যে- যিক্রে জলী ও যিক্রে খফী- উভয় প্রকারেরই বহু হাদীস বর্নিত আছে। যিকিরকারীর অবস্থা ভেদে যিকরে জলী ও যিক্রে খফীর হুকুমও বিভিন্ন হবে। ইহাই উভয় প্রকারের হাদিসের উপর আমল করার উত্তম পন্থা। পাত্রভেদে ব্যবস্থা। যিকিরকারীর কলবের জন্য উপযোগী এবং তার মনোযোগ স্থির করার জন্য যে যিকির উপযুক্ত বলে আপন শায়খ বিবেচনা করবেন- তিনি অনুরূপ ব্যবস্থা পত্রই দেবেন। সুফী সাধক উলামায়ে কেরাম আরও বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জলী যিকিরকে নিজের রিয়া বা অন্যের নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারন বলে আশংকা করে- তার জন্য যিকরে খফীর ব্যবস্থাপত্র দেয়াই উত্তম। যে ব্যক্তি এসব ধারনা থেকে ও আশংকা থেকে মুক্ত হবেন- তার জন্য যিকরে জলীর ব্যবস্থা পত্র দেয়াই শ্রেয়। কেননা, যিক্রে জলীর মধ্যে অনেকের আমল একসাথে যোগ হয়ে বেশী হয় এবং একজনের হাল অন্যজনের মধ্যে তাছির পয়দা করে। এই সম্মিলিত যিকরে জলী কলবের মধ্যে আছর

করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উপযোগী এবং কলবের মনোযোগের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রনকারী ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মধ্যে অন্য কোন দিকে মনোযোগ যেতে পারেনা । মানুষ যে রকম উদ্দেশ্য করে-তার ফলাফলও সেরকমই হয়। আল্লাহ্- সর্বজ্ঞ এবং তিনিই মানুষের গোপন বিষয়ে একমাত্র অন্তর্যামী -وَلِكُلِّ امْرِءٍ مَّا نَوٰى

বিঃ দ্রঃ হাল্কায়ে যিকির ও যিকিরের মাহ্ফিলের বিরুদ্ধে এক দল লোক উঠে পড়ে লেগেছে। এরা শুধু ইসলামী হুকুমতের জন্য লড়াই করা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য লোকদেরকে উত্তেজিত করে তুলছে। ফলে মুসলমান সুফীদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধাবস্থা ঘোষনা করে রেখেছে। এজন্যই এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের অবতারনা। বিস্তারিত তাসাউফের কিতাবে দেখুন। - অনুবাদক

সপ্তদশ অধ্যায়

আহ্‌লে বাইত- এর মহব্বৎ প্রসঙ্গে

(اَلْحُبُّ عَلٰى مَحَبَّةِ اَهْلِ الْبَيْتِ)

প্রশ্ন ঃ নবী করিম (দঃ)- এর পরিবার পরিজনের প্রতি মহব্বৎ পোষন করা কি ঈমানের অঙ্গ ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ! নবী করিম (দঃ)-এর পরিবার পরিজন ও আহ্‌লে বাইত-এর প্রতি মহববৎ পোষন করা সমগ্র মুসলিম জাহানের উপর ফরজ। কোরআন মজিদের আয়াত ও নবী করিম (দঃ)-এর হাদীস দ্বারা এই ফরজ প্রমানিত। আল্লাহ্‌ ও তাঁর প্রিয় রাসুল (দঃ) মুসলমানদেরকে তাঁর আহ্‌লে বাইত-এর প্রতি মহববত ও ভালবাসা পোষনও প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ করেছেন এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও আইম্মায়ে সল্‌ফে সালেহীনগন এ ব্যাপারে অনেক কিছু লিখে গেছেন।

আল্লাহ্‌ তায়ালা কোরআন মজিদের সুরা শুরা এর-২৩ নম্বর আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة فى القربى-

অর্থঃ "হে রাসুল ! আপনি বলে দিন -আমি আমার দাওয়াতের কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে অন্য কোন প্রতিদান চাইনা। চাই শুধু আমার পরিবার পরিজনদের প্রতি তোমাদের মহববৎ ও সৌহার্দ।"

ইমাম আহ্‌মদ,তাবরানী ও হাকিম- তিনজন মোহাদ্দেছ নিম্নের হাদীস খানা উক্ত আয়াতের তাফসীর স্বরূপ বর্ননা করেছেনঃ

لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ قَرَابَتُكَ هٰؤُلَاءِ

الَّذِيْنَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ-قَالَ -عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا-

অর্থ ঃ "যখন কোরআনের উক্ত পবিত্র আয়াতটি নাজিল হলো -তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরজ করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার যেসব আপনজনের প্রতি মহব্বৎ পোষন করা এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে– উনারা কে? নবী করিম (দঃ) বললেনঃ "আলী, ফাতেমা এবং তাঁদের দুই পুত্র" । (ইমাম আহমদ তাবরানী ও হাকেম)।

তাবেয়ী সায়ীদ ইব্নে জুবাইর (রহঃ) "আপনজনের" ব্যাখ্যায় বলেনঃ নবী করিম (দঃ) আমার আত্মীয়"। এখানে হুজুর (দঃ)-এর চাচার ছেলে সায়ীদ ইবনে জুবাইরকে আপনজন বা কোরবা বলা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) কোরআন মজিদের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْلَهُ فِيْهَا حُسْنًا قَالَ اَلْحَسَنَةُ مَوَدَّةُ اٰلِ مُحَمَّدٍ.

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি উত্তম জিনিসের স্বীকৃতি দিবে, আমি তাতে তাকে উত্তম জিনিস বৃদ্ধি করে দেবো"। হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উক্ত আয়াতে প্রথম حسنة শব্দ দ্বারা নবী করিম (দঃ)-এর বংশধরের মহব্বৎকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নবী করিম (দঃ)-এর বংশধরের মহব্বৎ উত্তম পুরস্কার দ্বিগুন প্রাপ্তির পূর্বশর্ত।

এই গেল আয়াতের ব্যাখ্যা। এবার হাদীসে আসা যাক।

১। ইব্নে মাজা শরীফে হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেব (রাঃ) বর্ননা করেনঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ اِذَا جَلَسَ اِلَيْهِمْ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِيْ قَطَعُوْا حَدِيْثَهُمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ

مَا يَدْخُلُ قَلْبَ اِمْرِئٍ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يُحِبَّهُمْ لِلّٰهِ وَلِقَرَابَتِيْ-

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ লোকদের কি হলো যে, যখন আমার কোন আহ্‌লে বাইত তাদের মজলিসে বসে, তখন তারা এদের সাথে কথা বন্ধ করে দেয়। যার হাতে আমার প্রান- সেই মহান সত্বার শপথ করে বলছি- যে পর্যন্ত আমার আহ্‌লে বাইতকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভাল না বাসবে- সে পর্যন্ত কোন ব্যক্তির কলবে ঈমান প্রবেশ করবেনা"।

২। অন্য বর্ণনায় আছেঃ

لَايُؤْمِنُ عَبْدٌ بِيْ حَتّٰى يُحِبَّنِيْ وَلَايُحِبُّنِيْ حَتّٰى يُحِبَّ اَهْلَ بَيْتِيْ

অর্থ ঃ "কোন বান্দা আমার ব্যাপারে পূর্ণ মোমেন হতে পারবেনা, যে পর্যন্ত না সে আমাকে ভালবাসবে; এবং সে আমাকেও ভালবাসেনা- যে পর্যন্ত না সে আমার আহ্‌লে বাইতকে ভালবাসবে।"

৩। ইমাম তিরমিজি ও হাকিম হযরত ইব্‌নে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحِبُّوا اللّٰهَ لِمَا يَغْذُوْكُمْ بِهٖ مِنْ نِعْمَةٍ وَاَحِبُّوْنِيْ لِحُبِّ اللّٰهِ وَاَحِبُّوْا اَهْلَ بَيْتِيْ لِحُبِّيْ-

অর্থ ঃ "নবী করিম (দঃ এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্‌কে ভালবাসো। কেননা, তিনি তোমাদেরকে নেয়ামতের দ্বারা খাদ্য সরবরাহ করছেন । এবং আমাকে ভালবাসো- আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এবং আমার আহ্‌লে বাইতকে ভালবাসো- আমার মহব্বতের উদ্দেশ্যে"।

৪। বায়হাকী শরীফে আছেঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدِّبُوْا اَوْلَادَكُمْ عَلٰى ثَلَاثِ

خِصَالٍ حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ اَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْانِ-

অর্থ : "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেনঃ তোমরা তোমাদের সন্তানাদিকে তিনটি বিষয়ের আদব শিক্ষা দিও- (১) তোমাদের নবীর প্রতি ভালবাসা, (২) তাঁর আহ্লে বাইতের প্রতি ভালবাসা, (৩) কোরআন তিলওয়াতের প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষন"।

৫। ইমাম তাবরানী হযরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন :

اٰخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْلُفُوْنِىْ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ-

অর্থ : "নবী করিম (দঃ) সর্বশেষ যে বানী সমূহ প্রদান করেছেন- তার মধ্যে একটি হচ্ছে- তোমরা কি আমার আহ্‌লে বাইতের ব্যাপারে আমাকে প্রতিনিধি করবে।"

৬। ইমাম তাবরানী ও আবুশ শায়খ হাদীস বর্ণনা করেনঃ

اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ثَلَاثَ حُرُمَاتٍ فَمَنْ حَفِظَهُنَّ حَفِظَ اللّٰهُ دِيْنَهُ وَدُنْيَاهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْفِظْهُنَّ لَمْ يَحْفِظِ اللّٰهُ دِيْنَهُ وَلَا دُنْيَاهُ قِيْلَ مَاهُنَّ قَالَ حُرْمَةُ الْاِسْلَامِ وَحُرْمَتِىْ وَحُرْمَةُ رَحْمِىْ-

অর্থ : "নবী (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্‌র নিকট তিনটি জিনিসের মর্যাদা রয়েছে। যারা ঐ তিনটি মর্যাদার হেফাজত করবে- আল্লাহ্ তায়ালাও তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার হেফাজত করবেন। আর যারা উক্ত তিনটি বিষয়ের মর্যাদা রক্ষা করবেনা- আল্লাহ্‌ও তাদের দ্বীন-দুনিয়ার ব্যাপারে হেফাজত করবেন না। প্রশ্ন করা হলো- ঐ তিনটি জিনিস কি? নবী করিম (দঃ) বললেন- (১) ইসলামের মর্যাদা (২) আমার মর্যাদা ও (৩) আমার বংশধরের মর্যাদা"।

৭। ইমাম বায়হাকী ও ইমাম দায়লামী হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَّفْسِهٖ وَتَكُوْنَ عِتْرَتِىْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهٖ وَيَكُوْنَ اَهْلِىْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهٖ-

অর্থ : "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- কোন বান্দা ঈমানদার হতে পারবেনা- যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার আপন প্রাণ হতে অধিক প্রিয় না হবো এবং আমার বংশধর তার বংশধরের চেয়ে বেশী প্রিয় না হবে এবং আমার আহ্‌লে বাইত তার আহ্‌লে বাইতের চেয়ে বেশী প্রিয় না হবে।"

৮। ইমাম বোখারী তাঁর সহীহ্ বোখারীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِرْقَبُوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَاحْفَظُوْهُ فِيْهِمْ فَلَا تُؤْذُوْهُمْ-

অর্থ : "হে লোক সকল ! তোমরা হযরতের আহ্‌লে বাইত- এর ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে সতর্ক থাকিও এবং তাঁদের ব্যাপারে হুজুর (দঃ)-এর মর্যাদা রক্ষা করো। অতএব তাঁদেরকে কষ্ট দিওনা"।

৯। আবুবকর (রাঃ) আরও বলেনঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِىْ-

অর্থ ঃ "যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ - নবী করিম(দঃ) এর আত্মীয় স্বজনের হক আমার আত্মীয় স্বজনের হকের চাইতেও আমার নিকট অধিক প্রিয়"।

শিয়াগণ বলে- হযরত আবুবকর (রাঃ) নাকি বিবি ফাতেমার (রাঃ) হক নষ্ট করেছেন।

১০। কাজী আয়াজ (রাঃ) -এর শেফা শরীফে উল্লেখ আছে- নবী করিম (দঃ) বলেছেনঃ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ مَعْرِفَةُ اٰلِ مُحَمَّدٍ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَحُبُّ اٰلِ مُحَمَّدٍ جَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَالْوِلَايَةُ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ اَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ-

অর্থ ঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ মোহাম্মদ (দঃ)- এর বংশধরের পরিচিতি জানা দোজখ থেকে নিষ্কৃতির উপায়, মোহাম্মদ (দঃ) -এর বংশধরের মহববৎ রাখা পুলসিরাত অতিক্রমের উপায় এবং মোহাম্মদ (দঃ) এর বংশধরের বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব মেনে নেয়া আযাব থেকে নিরাপত্তার উপায়"।

হে আল্লাহ! আহ্‌লে বাইতের সঠিক পরিচিতি, সঠিক মহববৎ ও তাঁদের বেলায়াত বা অভিভাবকত্ব মেনে নেয়ার তৌফিক দান কর। আমিন!!

অষ্টাদশ অধ্যায়

আহ্‌লে বাইত-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণের পরিণতি প্রসঙ্গেঃ

(اَلتَّحْذِيْرُ مِنْ بُغْضِهِمْ)

প্রশ্ন ঃ "নবী করিম (দঃ)-এর বংশধরগনের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষন করা বা তাঁদেরকে কষ্ট প্রদান করার বিরুদ্ধে কোন হুশিয়ারী- কোরআন ও হাদীসে আছে কিনা?

উত্তরঃ হাঁ। কোরআান ও হাদীসে এ ব্যাপারে অনেক সতর্কবানী এসেছে। আওলাদে রাসুলগনের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষন করা থেকে বিরত থাকা ধর্মপ্রান প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। কেননা, এটা ধর্ম ও আখিরাতের ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকর। এর দ্বারা নবী করিম (দঃ)-এর মনে আঘাত দেয়া হয় এবং নবীজির দরবারে সে অপরাধী বলে বিবেচিত হয়। দ্বীনের উলামায়ে কেরামগন এ মর্মে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন যে- যে ব্যক্তি আহ্‌লে বাইতকে কষ্ট দেয়, সে প্রকৃত পক্ষে নবী করিম (দঃ-) কেই কষ্ট দেয়, এবং এই কষ্ট শেষ পর্যন্ত খোদাকেই দেয়া হয়। এর দ্বারা একজন মুসলমান লানতের ও শাস্তির অধিকারী হয়ে যায়। নবী করিম (দঃ) কে কষ্ট দেয়ার যে পরিনতির কথা কোরআান মজিদে উল্লেখ করা হয়েছে- সে তার অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। যেমন- আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনুল করিমে এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا-

অর্থঃ "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দেয়- আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানতের অধিকারী করে দেন এবং তাদের জন্য অবমাননাকর হীন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন" (সুরা আহ্‌যাব ৫৭ আয়াত)

Yaqadri.blog

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

অর্থ "আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়"- (সূরা আহ্‌যাব ৫৩ আয়াত)

হাদীস ঃ

১ । নবী করিম (দঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে এরশাদ করেছেনঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يُؤْذُوْنَنِىْ فِىْ نَسَبِىْ وَذَوِىْ رَحْمِىْ اَلَا مَنْ اٰذٰى نَسَبِىْ وَذَوِىْ رَحْمِىْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ تَعَالٰى-

(رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ)

অর্থঃ "মিম্বারে দাঁড়িয়ে নবী করিম (দঃ) এই সতর্কবানী উচ্চারন করেছেনঃ ঐ কওমের কি হলো যে, তারা আমার বংশধর এবং আমার নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেয়। সতর্ক হয়ে যাও! যারা আমার বংশধর ও নিকটাত্মীয়দেরকে কষ্ট দেয়- তারা আমাকেই কষ্ট দেয় এবং যারা আমাকে কষ্ট দেয়- তারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তায়ালাকেই কষ্ট দেয়"। (তাবরানী ও বায়হাকী।)

২। তিরমিজি, ইব্‌নে মাজাও হাকিমে বর্নিত আছেঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ عَلِىٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ اَنَا حَرْبٌ لِّمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِّمَنْ

سَالَمَهُمْ-(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ)

অর্থ "নবী করিম (দঃ) হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (রাঃ আনহুম) সম্পর্কে বলেছেনঃ যারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ করে আমি ও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো এবং যারা তাঁদের সাথে শান্তি স্থাপন করে- আমিও তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করবো"। (তিরমিজি ইবনে মাজা ও মোস্তাদরাকে হাকিম)

৩। মোল্লা আলী ক্বারী (রহ) তাঁর সিরাত গ্রন্থে নবী করিম (দঃ)-এর মারফূ হাদীস বর্ননা করেছেনঃ

لَايُحِبُّنَا اَهْلَ الْبَيْتِ اِلَّامُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَلَا يُبْغِضُنَا اِلَّا مُنَافِقٌ شَقِيٌّ-

অর্থঃ "আমার আহ্লে বাইতের ব্যাপারে মোমেন মোত্তাকীরাই আমার সাথে মহব্বৎ রাখে এবং হতভাগা মোনাফিকরাই বিদ্বেষ পোষন করে"-(মোল্লা আলী ক্বারীর সিরাত গ্রন্থ)।

৪। তাবরানী ও হাকিম হাদিস বর্ণনা করেছেনঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْاَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَصَلّٰى وَصَامَ ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِاَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ النَّارَ-

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে খানায়ে কাবার হাজ্‌রে আসওয়াদ ও মকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী পবিত্র স্থানে আবদ্ধ রেখে সর্বদা নামাজ রোজা পালন করতে থাকে- আর মোহাম্মদ (দঃ)-এর আহ্লে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা অবস্থায় মারা যায়- তবুও সে জাহান্নামে যাবে"। (তাবরানী ও মোস্তাদরাকে হাকিম)

৫। দায়লামী শরীফে আছেঃ

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ اٰذَانِىْ فِىْ عِتْرَتِىْ-

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌র শক্ত গজব নাজিল হবে- যে ব্যক্তি আমার বংশধরদের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেয়" (দায়লামী)

হে আল্লাহ্ ! তোমার প্রিয় হাবীরের সমস্ত বংশধর ও আহ্‌লে বাইত-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষন থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখো এবং তোমার লানত, গজব ও অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করো! আমিন!!

Yaqeen Blogspot

ঊনবিংশ অধ্যায়

নবী করিম (দঃ)-এর আহ্‌লে বাইত-এর ফজিলত প্রসঙ্গে

(فَضَائِلُ اَهْلِ الْبَيْتِ)

প্রশ্ন ঃ হযরত রাসুল করিম (দঃ)–এর বংশধরের পরিচয় এবং তাঁদের ফজিলত সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তরঃ জানা দরকার –নবী করিম (দঃ)-এর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করা এবং সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্যে উচ্চ গৌরব ও মর্যাদার নিদর্শন বিদ্যমান। যে কোন আকলমন্দ ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিই একথা স্বীকার করবেন। হুজুর পুরনূর (দঃ)-এর পূর্ব পুরুষও অধ:স্তন বংশধরগনই সবচেয়ে মর্যদাবান খান্দান। কেননা, তাঁদের বংশের সম্পর্ক হচ্ছে নবী করিম (দঃ) এর সাথে এবং তাঁদের মর্যাদার সম্পর্কও হচ্ছে নবী করিম (দঃ)-এর মর্যাদার সাথে। ওলামায়ে কেরামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সাইয়েদগন পিতৃকুল ও মাতৃকুলের দিক দিয়ে অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক। তবে শরীয়তের আইনের ক্ষেত্রে এবং অপরাধ আইনের ক্ষেত্রে তাঁরা অন্যান্য মানুষের সমান।

কোরআন এবং হাদীসে তাঁদের ফজিলত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরন পাওয়া যায়। নবী করিম (দঃ)-এর সাথে মাতৃকুলের (ফাতেমা) মাধ্যমে তাঁদের বংশীয় পরিচিতি শুদ্ধ। কিন্তু অন্যান্যদের বেলায় পিতৃকুলের মাধ্যমেই পরিচিতি হয়ে থাকে। মাতৃকুলের মাধ্যমে (বিবি ফাতেমা) তাঁদের আহ্‌লে বাইত ভুক্ত হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমান হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার কালাম। আল্লাহ্ তায়লা এরশাদ করেনঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا–

অর্থ ঃ "হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্নরূপে পবিত্র রাখতে" (সুরা আহ্‌যাব ৩৩ আয়াত)

ওলামায়ে কেরাম এবং তাফসীর বিশেষজ্ঞগন বলেছেন যে– উক্ত আয়াতে দুই প্রকারের আহ্লে বাইতকেই শামিল করা হয়েছে। প্রথম প্রকার হলো– বৈবাহিক সূত্রে আহ্লে বাইত– অর্থাৎ উম্মাহাতুল মোমিনিনগণ। দ্বিতীয় প্রকার হলো– বংশগত সূত্রে আহ্লে বাইত– অর্থাৎ বিবি ফাতেমা, হযরত আলী ও ইমাম হাসান– হোসাইন এবং তাঁদের বংশধরগন। অন্যান্য সাহেবজাদীগনও আহ্লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। এটাই বিশুদ্ধ মত এবং আয়াতের পূর্ব সূত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন। তবে বংশগত আহ্লে বাইতের মর্যাদা অনেক উর্দ্ধে। শিয়াগন উম্মাহাতুল মোমিনীন ও অন্যান্য সাহেবজাদীগনকে আহ্লে বাইত বলে স্বীকারই করেনা। এখানেই শিয়া– সুন্নীর পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব।

বহু হাদীসে নবী করিম (দঃ)-এর চাচা আব্বাস, চাচাত ভাই জাফর ও আকিল (রাঃ)– এর বংশধরগনকেও তিনি আহ্লে বাইত বলেছেন। তবে হযরত আলী, বিবি ফাতেমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আহ্লে বাইত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু তাঁদের মর্যাদা সকলের উর্দ্ধে । অন্যান্যরা গৌন। সুতরাং, উভয় হাদীসের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِىٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ-(اَخْرَجَهُ الْاِمَامُ اَحْمَدُ)

অর্থ ঃ "আবু সায়ীদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেনঃ কোরআন মজিদের সুরা আহ্যাবের ৩৩ নম্বার আয়াতটি ৫ জনের শানে নাজিল হয়েছে –নবী করিম (দঃ), হযরত আলী , বিবি ফাতেমা ও ইমাম হাসান হোসাইন"। (একজন হলেন ঘরের মালিক, বাকী চারজন হলেন পরিবারের সদস্য)। এতে বুঝা যায় উক্ত ৫ জনের জন্যই আয়াতটি খাস।

সহীহ্ রেওয়াতের মাধ্যমে বর্নিত হয়েছে যে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ كِسَاءً وَقَالَ

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِيْ وَخَاصَّتِيْ اِذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا وَفِيْ رِوَايَةٍ اَلْقٰى عَلَيْهِمْ كِسَاءً وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰؤُلَاءِ اٰلُ مُحَمَّدٍ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

অর্থ ঃ "নবী করিম (দঃ) এই আয়াত (মদিনায়) নাজিল হওয়ার পর উক্ত চারজনের উপর একখানা চাদর রেখে এভাবে দোয়া করলেন-"হে আল্লাহ! এরা আমার আহ্‌লে বাইত এবং আমার খাস বংশীয়। তাঁদের থেকে অপবিত্রতা দুর করো এবং তাঁদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র করো"। অন্য রেওয়ায়াতে আছে- একখানা চাদর তাঁদের উপর নিক্ষেপ করে এবং তাঁদের উপর হাত রেখে বললেনঃ "হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই এরা আমি মুহাম্মদ (দঃ) এর বংশধর। তুমি মুহাম্মদ (দঃ)-এর বংশধরদের উপর তোমার রহমত ও বরকত সমূহ দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী"।

মন্তব্যঃ উপরের দুটি হাদীসে উক্ত চারজনকে বিশেষ মর্তবা দেয়া হয়েছে। অন্যদেরকে বাদ দেওয়া উদ্দেশ্য নয় । এজন্যই এ চারজনকে "আহ্‌লে রেদা", "আহ্‌লে আবা" ও "আহ্‌লে কাছা" বলা হয় এবং নবী করিম সহ পাঁচজনকে পাক পাঞ্জাতন বলা হয়। পারশ্য দেশে এভাবেই উনাদের পরিচিতি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। -অনুবাদক

ফয়সালা ঃ ইবনে জরীর ও ইবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইকরামা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন- কোরআনের আয়াতে 'আহ্‌লে বাইতে'র মধ্যে উম্মাহাতুল মোমেনীনগণ এবং হযরত আলী, বিবি ফাতেমা, ইমাম হাসান-হোসাইন (রাঃ) সকলকেই অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তবে চাদর দ্বারা আবৃত করার মাধ্যমে ৪ জনের আলাদা উচ্চ মর্যাদা ও পৃথক বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। (ইবনে জরীর ও কানযুল ঈমান)। -অনুবাদক

কোরআন মজিদে আহ্‌লে বাইতের আর একটি মর্যাদা সুরা আলে এমরানের ৬১ নম্বর আয়াতে এভাবে দেয়া হয়েছেঃ

وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ-فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ-

অর্থ ঃ "হে রাসুল! (ইছা আলাইহিস সালাম পিতাবিহীন জন্ম সম্পর্কে) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আপনার কাছে সঠিক ও সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পরও যদি কেউ আপনার সাথে বিবাদ করে- তাহলে বলুন! তোমরা (খৃষ্টান পন্ডিত) এসো! আমরা আমাদের পুত্রদেরকে তোমরা তোমাদের পুত্রদেরকে, আমরা আমাদের স্ত্রীগনকে তোমরা তোমাদের স্ত্রীগনকে এবং আমরা আমাদের নিজেদেরকে তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ডেকে এনে একত্রিত করে- মোবাহ্যলা করি। তারপর মিথ্যাবাদীদের উপর সম্মিলিতভাবে আল্লাহর লানত কামনা করতে থাকি"। (সুরা আলে ইমরান ৬১ আয়াত) মোবাহ্যলা অর্থ- পরস্পরের উপর লানত বর্ষনের জন্য সম্মিলিত প্রার্থনা করা।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক নাজরানের খৃষ্টান পন্ডিতদের সাথে নবী করিম (দঃ) কর্তৃক মোবাহালার চ্যালেঞ্জ-এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং মোবাহালার নিয়মও বলে দিয়েছেন। তা হলো- উভয় পক্ষ নিজ নিজ ছেলে সন্তান, স্ত্রী ও নিজেরা একত্রিত হয়ে মিথ্যা দাবীদারদের উপর আল্লাহ্‌র লানত কামনা করা। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কোন বিষয়ের মীমাংসা না হলেই এই চূড়ান্ত পদক্ষেপ।খৃষ্টানরা দাবী করেছিল যে- ইছা (আঃ) উপাস্য ভগবান এবং নবী করিম (দঃ) দাবী করেছিলেন যে- তিনি উপাস্য ভগবান নন বরং তিনি আল্লাহ্‌র একজন উপাসনাকারী বান্দা ও রাসুল। নবীজীর যুক্তি মানতে তারা নারাজ ছিল। তাই এই চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ। নবী করিম (দঃ) কথামত হযরত আলী, বিবি ফাতেমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাঃ আনহুম) কে ডেকে আনলেন। তিনি ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে কোলে নিয়ে, ইমাম হাসান (রাঃ) কে হাত ধরে আগে আগে চললেন। বিবি ফাতেমা (রাঃ) নবীজীর পিছনে পিছনে এবং হযরত আলী (রাঃ) সর্ব পিছনে চললেন। নবী করিম (দঃ) বললেন- "হে আল্লাহ! এরা আমার খাস বংশধর"।

এ আয়াতে স্পষ্ট প্রমানিত হলো যে- ইমাম হাসান-হোসাইন ও বিবি ফাতেমা (রাঃ) হুজুরের অন্যতম আহলে বাইত। দুনিয়া ও আখেরাতে উনাদের দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং ক্ষতিও হয়- যদি তাঁরা বদদোয়া করেন। যেমন খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তাঁরা বদদোয়া করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন- যদিও মোবাহালা শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি।

উনাদেরকে 'আহলে বাইত' বলে কেউ কেউ অস্বীকার করে। যেমনঃ বাদ্‌শাহ হারুনুর রশিদ একবার ইমাম মুছা কাজেমকে (রাঃ)-যিনি বিবি ফাতেমা (রাঃ)-এর ৫ম অধস্তন বংশধর ছিলেন, প্রশ্ন করলেন- "আপনারাতো হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশধর। কিভাবে আপনারা বলেন- আমরা নবীজীর আওলাদ ? কোন ব্যক্তি তো পিতার মাধ্যমেই দাদার সাথে সম্পর্কিত হয়ে পরিচিত হয়। মায়ের মাধ্যমে নানার সাথে নয়"। অপর দিকে বাদ্‌শাহ হারুনুর রশীদ ছিলেন হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধর। সুতরাং পিতৃপুরুষের মাধ্যমে আববাসীয়গন নবী করিম (দঃ)-এর সাথে বংশীয় ভাবে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। বাদ্‌শাহর এই খোঁচানীমুলক উক্তি শুনে ইমাম মুছা কাজেম (রাঃ) আউজু বিল্লাহ-বিসমিল্লাহ বলে কোরআন মজিদের নিম্নোক্ত আয়াত খানা তিলাওয়াত করে প্রমান করলেন যে- মাতৃকুলের মাধ্যমেও পরিচিতি হতে পারে। যেমনঃ আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইছা (আঃ)-এর বংশ পরিচয় এভাবে দিয়েছেন :

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ-وَكَذٰلِكَ

نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ-وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ-

অর্থঃ "হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরগনের মধ্যে আমি নবুয়ত দান করেছি- দাউদ, সোলায়মান ,ইউসুফ, মুছা ও হারুন (আঃ) কে। এরূপেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আর নবুয়ত ও হেদায়াত দান করেছি- যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ইছা ও ইলিয়াস (আঃ) কে"। (সুরা আন্‌আম ৮৫ আয়াত)

হযরত ইমাম মুছা কাজেম (রাঃ) বললেন : "দেখুন বাদ্‌শাহ! ইছা (আঃ)-এর তো পিতা নেই, শুধু মা আছেন। তবুও তাঁকে নবীগনের বংশধর বলা হয়েছে- শুধু মাতৃকুলের মাধ্যমে। তদ্রূপ- আমরাও আমাদের পূর্বতন মাতা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মাধ্যমেই নবী করিম (দঃ)-এর বংশধর সাব্যস্থ হয়েছি। সুতরাং আপনার খোঁচা দেয়া ঠিক হয়নি"।

সুবহানাল্লাহ! একেই বলে নবী খান্দানের শরাফত। তিনি আরও বললেনঃ "হে বাদশাহ। মোবাহালার আয়াতে শুধু স্ত্রী ও পুত্র বা ছেলেদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নবী করিম (দঃ) হযরত আলী, বিবি ফাতেমা, ইমাম হাসান - হোসাইন কাউকেই বাদ দেননি- বরং সকলকে বংশধর হিসাবে এবং হাসান হোসাইনকে পুত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন (মাজমাউল আহ্বাব)"।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আলে আব্বাস ও আলে ফাতেমার মধ্যে নবী বংশ নিয়ে মতপার্থক্য ছিল । আব্বাসীয়রা মনে করতো– তাঁরাই আহলে রাসুল– তথা আহ্লে বাইত। বনু ফাতেমা বা ফাতেমীয়রা সঙ্গত কারনেই বিশ্বাস করতো যে– তাঁরাই নবীজীর প্রকৃত বংশধর। তাই এই ঘটনার অবতারনা হয়েছিল। –অনুবাদক

আহ্লে বাইত-এর ফজিলত প্রসঙ্গে যেসব হাদীস এসেছে তার সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে কয়েক খানা উল্লেখ করা হলো।

১। আবু ইয়ালা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلنُّجُوْمُ اَمَانٌ لِاَهْلِ السَّمَاءِ وَاَهْلُ بَيْتِىْ اَمَانٌ لِاُمَّتِىْ مِنَ الْاِخْتِلَافِ–

অর্থঃ "সালামাহ্ ইবনে আক্ওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন– নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ আকাশবাসীদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা হলো তারকা রাজি (এগুলো দিয়ে তারা শয়তানকে তাড়ায়) আর আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা হলো আমার বংশধরগণ"। (ইখতিলাফ থেকে বাঁচবার উত্তম ব্যবস্থা) –আবু ইয়ালা।

২। ইমাম আহমদ-এর বর্ণনায় নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেনঃ

فَاِذَا هَلَكَ اَهْلُ بَيْتِىْ جَاءَ اَهْلَ الْاَرْضِ مِنَ الْاٰيَاتِ مَاكَانُوْا يُوْعَدُوْنَ–

Ypadh-blogspot

অর্থ : "আমার বংশধরগনকে ধংস করার পর জমিন বাসীদের জন্য এমন সব গজবের নিদর্শন আসবে- যা তাদের জন্য পূর্ব প্রতিশ্রুত ছিল"। (ইমাম আহমদ)

৩। মোস্তাদরাক হাকিম বর্ণনা করেনঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَدَنِىْ رَبِّىْ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ مَنْ اَقَرَّ مِنْهُمْ لِلّٰهِ تَعَالٰى بِالتَّوْحِيْدِ وَلِىْ بِالْبَلَاغِ اَنْ لَّا يُعَذِّبَهُمْ-

অর্থ : "হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন-নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ তায়ালা আমার সাথে আমার আহ্লে বাইত সম্পর্কে এই ওয়াদা করেছেন যে- তাঁদের মধ্যে যারা আল্লাহর তাওহীদের উপর সাক্ষ্য দেবে এবং আমার দাওয়াত৷ কাজের সাক্ষ্য দেবে- আল্লাহ্ তাঁদেরকে কোন শাস্তি দেবেন না"। -(মাস্তাদরাক হাকিম)

নোট : আল্লাহ্ ও রাসূলের তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার উপরই আহ্লে বাইতের নাজাত নির্ভরশীল। শুধু বংশগত কারণে নয়।

৪। ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেনঃ

اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمْ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِىْ اَحَدُهُمَا اَعْظَمُ مِنَ الْاٰخَرِ كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَمْدُوْدٌ مِّنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ وَعِتْرَتِىْ اَهْلُ بَيْتِىْ وَلَنْ يَّفْتَرِقَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوْا كَيْفَ تَخْلُفُوْنِىْ فِيْهِمَا-

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- আমি তোমাদের কাছে এমন দুটি জিনিস

রেখে যাচ্ছি- যাকে মজবুত করে ধরে রাখলে তোমরা আমার পরে কখনও গোমরাহ্ হবেনা। একটি আর একটির চেয়ে গুরুত্বপূর্ন । একটি হলো- আল্লাহর কিতাব- যা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত প্রলম্বিত। আর অন্যটি হচ্ছে- আমার আত্মীয় স্বজন আহ্লে বাইত। এ দুটি জিনিস পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে আমার নিকট হাওজে কাউছারে গিয়ে পৌছবে। অর্থাৎ সে পর্যন্ত উভয়টিই তোমাদের হেদায়াতের কাজে আসবে। এখন দেখ। এদুটোর ব্যাপারে তোমরা কিরূপে আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে?"- (তিরমিজি)।

৫। সহীহ্ বর্ণনায় এসেছেঃ

اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ اَهْلِ بَيْتِىْ فِيْكُمْ مَثَلُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجٰى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرَقَ وَفِىْ رِوَايَةٍ هَلَكَ-وَمَثَلُ اَهْلِ بَيْتِىْ فِيْكُمْ مَثَلُ بَابِ حِطَّةٍ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مَنْ دَخَلَهُ غُفِرَلَهُ-

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- তোমাদের মাঝে আমার-আহ্লে বাইতের উদাহরন হলো নূহ নবীর (আঃ) কিস্তির মত। যে ব্যক্তি উহাতে আরোহন করবে- সে নাজাত পাবে এবং যে বিরত থাকবে, সে ডুবে মরবে"। অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে "ধংস হবে"। (অর্থাৎ তোমরা আমার আহ্লে বাইতের পথ ধরো)। "আমার আহ্লে বাইতের আর একটি উদাহরণ হচ্ছে- বনী ইসরাইলের হিত্তা প্রাচীরের ন্যায়- যারা উক্ত প্রাচীরের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে, তারা ক্ষমা পেয়েছে।" (তোমরা ও আমার আহলে বাইতের আশ্রয়ে থাকলে গুণাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে)।

৬। ইমাম দায়লামী রেওয়ায়াত করেছেনঃ

اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلدُّعَاءُ مَحْجُوْبٌ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ بَيْتِهٖ-

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- দোয়া সমুহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে- যে পর্যন্ত না মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর আহ্লে বাইতের উপর দরূদ পাঠ করা হয়"। (দায়লামী)

৭। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে একটি কবিতায় আহ্‌লে বাইতের প্রতি মহব্বত পোষন ও তাঁদের উপর দরূদ পাঠ করার ফজিলত এভাবে তুলে ধরেছেনঃ

يَا اَهْلَ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ حُبُّكُمْ + فَرْضٌ مِّنَ اللّٰهِ فِى الْقُرْاٰنِ اَنْزَلَهُ–

كَفَاكُمْ مِنْ عَظِيْمِ الْقَدْرِ اَنَّكُمْ + مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ–

অর্থঃ "হে নবীজীর বংশধরগণ। আপনাদের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা পোষন করাকে আল্লাহ্ তায়ালা ফরজ বলে ঘোষনা করে কোরআনের আয়াত নাজিল করেছেন। আপনাদের মহান মর্যাদার জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে– যে ব্যক্তি আপনাদের প্রতি দরূদ পড়বেনা– তার নামাযই হবেনা।"

অনেক মুহাক্কিক আলেম বলেন– যারা গভীরভাবে চিন্তা করবে এবং সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষন করবে–তারা আহলে বাইতকে নিজেদের নিরাপত্তা হিসাবেই দেখতে পাবে। তাঁরা শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের কার্যক্রমের উপর স্থির প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা মুত্তাকী ও পরহেজগার। তাঁরা তাঁদের পূর্ব পুরুষগণের অনুসারী। তাঁরা জুলুমকে বরদাস্ত করেন না। তাঁদের আলেমগণ হেদায়াত গগনের সূর্য্য। সুতরাং তাঁরা উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ। তাঁদের মধ্যে একটি দল প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান থাকেন– যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করেন। এজন্যই নবী করিম (দঃ) বলেছেন–"তাঁদেরকে আঁকড়িয়ে ধরো। তাহলে পথভ্রষ্ট হবেনা"। যারা তাঁদের সাথে শত্রুতা রাখে–তারা মুনাফিক। –লেখক

মোট কথা– আহ্‌লে বাইতের সাইয়্যেদগণ বা হযরত ফাতেমার বংশধরগণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এখনও হেদায়াতের কাজে লিপ্ত আছেন। উনিরাই উম্মতের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁদের বরকতেই উম্মতের বালা মুসিবত দূর হচ্ছে। তাই– নবী করিম (দঃ) তাঁদেরকে উম্মতের এবং জমিন বাসীর জন্য নিরাপত্তা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের পথ অনুসরন করলে কেউ গোমরাহ হবেনা।– ইন্‌শাআল্লাহ্।–অনুবাদক

বিংশ অধ্যায়

আহ্‌লে বাইতের নাজাতের ব্যাপারে বিরোধীদের ভুল ব্যাখ্যা খণ্ডন

প্রশ্নঃ আচ্ছা! সহীহ্ হাদীসে দেখা যায় যে- নবী করিম (দঃ) বলেছেনঃ

قَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَاصَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَابَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّيْ لَااَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا.

অর্থ ঃ "হে মুহাম্মদ (দঃ)-এর কন্যা ফাতেমা, হে সফিয়া বিন্‌তে আবদুল মোত্তালিব, হে বনী আবদুল মোত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করো। কেননা, আমি তোমাদের উপকারার্থে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কোন কিছুর মালিক নই"। উক্ত হাদীসে বুঝা যায় যে- নবী করিম (দঃ) তাঁদের জন্য কোন উপকার করতে পারবেননা। এ হাদীসের জবাব কি এবং হাদীস খানার প্রকৃত ব্যাখ্যাই বা কি?

উত্তর ঃ- হাদীসে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে- তন্মধ্যে বিবি ফাতেমা (রাঃ) বেহেস্তের নারীদের সর্দার। বিবি সফিয়া (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর আপন ফুফু ও মুসলমান মুহাজির সাহাবীয়া- যিনি বিনা হিসাবে জান্নাতী। আবদুল মোত্তালিব বংশের অন্যান্য যারা মুসলমান হয়েছেন- তাঁদেরকে উপলক্ষ্য করেই নবী করিম (দঃ) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাহলে বুঝা গেলো যে, মূলতঃ হাদীস খানা তাঁদের উদ্দেশ্যে নয়-বরং একটি মূলনীতি বর্ণনা করাই এর মূল লক্ষ্য। তা হচ্ছে-" নিজস্ব মূল পুঁজি না থাকলে অর্থাৎ ঈমান না থাকলে- নবী করিম (দঃ) কাউকে রক্ষা করতে পারবেন না। এমনকি নিজের বংশ হলেও নয়"। ঈমান থাকলে শত গুনাহ্‌গার হলেও নবী করিম (দঃ) শাফাআত করবেন বলে অন্য হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। সাধারন মুসলমানকে যখন শাফাআত

করে কেয়ামতের দিনে তিনি রক্ষা করবেন, তখন নিজ বংশ এবং বেহেস্তের সুসংবাদ প্রাপ্ত নিজের আত্মীয়গণকে রক্ষা করতে পারবেন না- এটা কোন মতেই হতে পারেনা। বর্নিত হাদীস খানা অন্যান্য সমস্ত হাদীসের বাহ্যিক পরিপন্থী বিধায় এই হাদীস খানাকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা সাপেক্ষে গ্রহন করতে হবে। এটাই হাদীসের যাচাই-বাছাই পদ্ধতি। তাহলে হাদীস খানার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমামগন যা বলেছেন -তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

১। প্রথম ব্যাখ্যাঃ বর্নিত হাদীস খানা ইসলামের প্রথম যুগে মক্কা শরীফে বর্নিত- যখন পর্যন্ত শাফাআতের আয়াত নাযিল হয়নি। নবী করিম (দঃ) যে পরকালে কাউকে শাফাআত করে রক্ষা করতে পারবেন- সে বিষয়ে তাঁকে তখনও অবহিত করা হয়নি। মোট কথা- হাদীস খানা পরবর্তীতে মানসুখ হয়ে যায়। মদিনা শরীফে পরবর্তীতে শাফাআত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা মক্কা শরীফে বর্নিত উপরোক্ত হাদীস খানার হুকুম রদ হযে যায়। সুতরাং মানসুখ হাদীস দ্বারা কোন দলীল পেশ করা বৈধ নয়। আশ্চর্যের কথা, বিরোধীরা জেনে শুনেই মানসুখ হাদীস ব্যবহার করে নবীজীর প্রকৃত শানকে গোপন করে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে। নবীজীর প্রকৃত শান গোপনকারীগণ অবশ্যই কাফের বলে গন্য।

২। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ঃ যদি হাদীস খানাকে বহাল বলেও ক্ষনিকের জন্য স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে لَا أَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا হাদীসের এই অংশটুকু অবশ্যই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয় । এই অংশে বলা হয়েছে- "নবী করিম (দঃ) মানুষের উপকারের ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ হতে কিছুরই মালিক নন"। অথচ অন্যান্য হাদীসে প্রমান পাওয়া যায় যে, তিনি পরকালে শাফাআতের মালিক এবং সুপারিশ করে গুণাহগারকেও রক্ষা করার অধিকারী। তিনি হাউজে কাউছারেরও মালীক। দোজখ হতে রেয়ায়েতী মেয়াদে দোজখবাসীকে বের করে আনার অনুমতি প্রাপ্ত- ইত্যাদি। যাবতীয় মঙ্গলের মালিকানা তাঁকে আল্লাহ দান করেছেন । সুরা ইন্না আতাইনাকাল্ কাউছার-ছুরাটিই-এর প্রমান । "আতাইনা" শব্দ এবং "কাউছার" শব্দ দুটি অতি ব্যাপক। আরবী إِعْطَاءٌ শব্দটির অর্থ হলো- চির সত্ব দান করা এবং কাউছার অর্থ- খায়রে কাছির অর্থাৎ যাবতীয় মঙ্গল। অর্থাৎ এই সুরায় নবীজীকে যাবতীয় মঙ্গলের চির স্বত্ব দান করা হয়েছে। মদিনা শরীফে আসার পর এই সুসংবোদবাহী সুরা কাউছার নাজিল হয়েছে। এখন হাদীস খানার প্রকৃত ব্যাখ্যা তাফসীরে রুহুল বয়ান সহ বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নরূপেঃ

Yaqub blo

قَالَ الْعُلَمَاءُ لَاتُعَارِضُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرِ وَبَيْنَ الْاَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ فِىْ فَضْلِ اَهْلِ بَيْتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَنَّ مَعْنَى الْحَدِيْثِ اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْلِكُ لِاَحَدٍ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا لَا ضَرًّا وَلَانَفْعًا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُمَلِّكُهٗ نَفْعَ اَقَارِبِهٖ بَلْ جَمِيْعِ اُمَّتِهٖ بِالشَّفَاعَةِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ فَهُوَلَا يَمْلِكُ بِنَفْسِهٖ اِلَّا مَايُمَلِّكُهٗ لَهٗ مَوْلَاهُ عَزَّوَجَلَّ وَكَذَا قَوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رِوَايَةٍ لَااُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اَىْ بِمُجَرَّدِ نَفْسِىْ مِنْ غَيْرِمَايُكْرِمُنِىَ اللّٰهُ بِهٖ مِنْ شَفَاعَةٍ اَوْمَغْفِرَةٍ مِّنْ اَجْلِىْ وَنَحْوِ ذٰلِكَ-

অর্থঃ "হাদীসও তাফসীর বিশারদ ওলামায়ে কেরাম বলেছেন ঃ এই হাদীস এবং নবীজীর বংশধরগনের ফজিলত সম্পর্কীত অন্য হাদীস সমূহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, বর্তমান হাদীস খানার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে "নবী করিম (দঃ) নিজে নিজে কারও উপকার বা অপকার করার মালিক নন; বরং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে তাঁর আত্মীয় স্বজন সহ সকল উম্মতের উপকার করার মালিক বানিয়েছেন। এই উপকার করার মালিকানা তিনি পেয়েছেন সাধারন ও বিশেষ শাফাআত করার ক্ষেত্রে। সুতরাং তিনি নিজে নিজে মালিক নন; বরং তাঁর মাওলা আল্লাহ্ তায়ালাই তাঁকে মালিক বানিয়েছেন। তিনি বর্তমান হাদীসে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও মৌলিক মালিকানারই অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছেন। দানকৃত মালিকানার অস্বীকৃতি তো এই হাদীসে নেই। ("মালাকা ইয়াম্‌লিকু" অর্থ -নিজে নিজে মালিক হওয়া এবং "মাল্লাকা ইউ মাল্লিকু" অর্থ– অন্যের দ্বারা মালিক হওয়া) নবী করিম (দঃ) প্রথমটির অস্বীকৃতি জানিয়েছেন- দ্বিতীয়টির নয়। ইহাই সঠিক ব্যাখ্যা।

অনুরূপ ভাবে অন্য রেওয়ায়াতে বর্নিত "আমি খোদার পক্ষ থেকে তোমাদের কোন কাজে আসবোনা" এই হাদীস খানার মর্মও এই যে- আমি নিজে নিজে তোমাদের কাজে আসবোনা। কিন্তু আমার রব আমাকে শাফাআত ও মাগফিরাতের ক্ষমতা দান করে সম্মানীত করেছেন। এই পর্যায়েই আমি উপকার করার অধিকার লাভ করেছি"। আত্মীয় স্বজনের ক্ষেত্রে বর্নিত হাদীস নিজ নিজ স্থানে বহাল। ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই।

৩। তৃতীয় ব্যাখ্যাঃ "লা আমলিকু" হাদীস খানার উদ্দেশ্য হচ্ছে সতর্ক করা, ভয়ভীতিতে রাখা এবং খোদার রহমতের প্রত্যাশী করে রাখা- যাতে কেউ ইমান ও আমলের ক্ষেত্রে উদাসীন না হয়ে যায়। এরূপ হাদীসকে মোহাদ্দেসীনে কেরাম "তাহ্যীর ও তাহ্দীদ" বা ভয়ভীতি প্রদর্শন মূলক হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

একদল লোক আছে- যারা খুঁজে খুঁজে নবীজীর অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রমান করার জন্য বিভিন্ন ফেক্রা বের করে। তারা অন্যান্য দিক বিবেচনা না করে এবং ব্যাখ্যা গ্রন্থ না দেখেই সোজাসোজি হাদীস ও কোরআনের শুধু অর্থ বলে মানুষের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। এরা প্রকৃত পক্ষেই নবীজীর দুশ্মন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এসব লোকের সংশ্রব থেকে রক্ষা করুন। - অনুবাদক।

এক বিংশ অধ্যায়

নবী করিম (দঃ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার উপকারিতা প্রসঙ্গে

(نَفْعُ الْاِنْتِسَابِ اِلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

প্রশ্নঃ নবী করিম (দঃ)- এর সাথে বংশীয় বা বৈবাহিক সম্পর্কের কোন উপকারিতা আছে কি!

উত্তরঃ হাঁ, অবশ্যই উপকারিতা আছে। অনেক সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে যে– হুজুর আকরাম (দঃ)-এর সাথে বংশীয় সম্পর্ক দুনিয়া ও আখিরাত– উভয় জাহানেই উপকারী। এ প্রসঙ্গে একখানা গুরুত্ব পূর্ণ হাদিস পেশ করা যেতে পারে।

ইব্নে আসাকির সংকলিত হযরত ওমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীস ঃ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ نَسَبٍ وَّصِهْرٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّانَسَبِىْ وَصِهْرِىْ

(رَوَاهُ اِبْنُ عَسَاكِرَ)

অর্থঃ "হযরত ওমর উবনুল খাত্তাব (রাঃ) বর্ননা করেন – নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিনে প্রত্যেকের বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে – অর্থাৎ এই সম্পর্ক কোন উপকারে আসবেনা। কিন্তু আমার বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হবেনা– অর্থাৎ তাঁদের উপকারে আসবে"। ইব্নে আসাকির।

ব্যাখ্যাঃ বর্ণিত হাদীস এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদীস প্রমাণ বহন করে যে– নবী করিম (দঃ)-এর সাথে বংশগত সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্ক খুবই উপকারী। প্রশ্ন হতে পারে –কোন কোন হাদীসে দেখা যায় যে, নবী করিম (দঃ) আপন আহ্লে বাইতকে আল্লাহ্র ভয় ও আনুগত্যের জন্য তাকিদ ও সতর্ক করেছেন এবং একথাও বলেছেন যে – "আমি

তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ হতে কোন ক্ষমতার মালিক নই" (আল হাদীস। এ ধরনের প্রশ্নের জবাব হচ্ছে- নবী করিম (দঃ) নিজ ক্ষমতার বলে কারও উপকার অথবা অপকারের মালিক নন। তবে আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে আপন আত্মীয় স্বজনদের ও উম্মতের উপকারের মালিক বানিয়েছেন। সুতরাং যে হাদীসে তিনি উপকারের মালিক নন বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো- নিজ ক্ষমতাবলে আল্লাহ প্রদত্ত শাফাআত ও মাগফিরাতের মর্যাদা ছাড়াই উপকারের মালিক নন। কাজেই - হুজুর আকরাম (দঃ) আপন আত্মীয় স্বজনকে কেবল এ ধরনের অননুমোদিত উপকার করার কথাই অস্বীকার করেছেন। অতএব উভয় হাদিসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

ইমাম তাবরানী ও ইমাম বাজ্জার একখানা দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে নবী করিম (দঃ) উপকারের কথা এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَّزْعَمُوْنَ اَنَّ قَرَابَتِىْ لَا تَنْفَعُ-اِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَّنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا سَبَبِىْ وَنَسَبِىْ وَاِنَّ رَحِمِىْ مَوْصُوْلَةٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ-

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- ঐ সম্প্রদায় গুলোর (বাতিল পন্থীদের) কি হলো? তারা ধারণা করে- আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক কোন উপকারে আসবেনা। শুনে রাখো- প্রত্যেক বৈবাহিক সম্পর্ক এবং বংশীয় সম্পর্ক কিয়ামতের দিনে ছিন্ন হয়ে যাবে-কিন্তু আমার বৈবাহিক সম্পর্ক ও বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন হবেনা। আমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন দুনিয়া ও আখেরাতে অবশ্যই অটুট থাকবে"। (তাবরাণী ও বাজ্জার)

ইমাম আহমদ, হাকিম ও বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ)হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- আমি নবী করিম (দঃ) কে মিম্বারে দাড়ীয়ে একথা বলতে শুনেছিঃ

مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ رَحِمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَاتَنْفَعُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - بَلٰى وَاللّٰهِ اَنَّ رَحْمِىْ مَوْ-
- صُوْلَةٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَنِّىْ اَيُّهَا النَّاسُ فَرَطٌ لَّكُمْ عَلَى
الْحَوْضِ-(رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِىُّ)

অর্থঃ " নবী করিম (দঃ এরশাদ করেছেনঃ ঐ লোকগুলোর কি হলো- যারা বলে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক পরকালে তার স্বজাতির কোন উপকার করতে পারবেনা। অবশ্যই পারবে। নিঃসন্দেহে আমার সাথে আত্মীয়তার সম্বন্ধ দুনিয়া ও আখিরাতে অটুট থাকবে। আর-হে লোক সকল! আমি তোমাদের পূর্বেই হাউজে কাউছারে গিয়ে পৌছবো"। (ইমাম আহমদ, হাকিম ও বায়হাকী।

ওয়া ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা খাইরি খালক্বিহি, ওয়া আলিহী, ওয়া আস্হাবিহী ওয়া ইত্রাতিহী , ওয়া আহ্লি বাইতিহী , ওয়া আহ্লি মোহাব্বাতিহী আজমাঈন।

অনুবাদ সমাপ্ত ঃ ২৯ রমজান- ১৪১৭ হিজরী, রোজ শনিবার।

সমাপ্ত

লেখকের গ্রন্থাবলী

- বোখারী শরীফ (বাংলা সংকলন)
- রাহমাতুল্লিল আলামীন
- নূর-নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
- কারামাতে গাউসুল আজম (রাঃ)
- আহ্‌কামুল মাযার
- শিয়া পরিচিতি
- ইস্‌লাহে বেহেশতী জেওর
- ঈদে মিলাদুন্নবী ও নাত লহরী
- গেয়ারবী শরীফের ইতিহাস
- মিলাদ ও কিয়ামের বিধান
- প্রশ্নোত্তরে আকায়েদ ও মাছায়েল শিক্ষা
- আলা হযরত স্মরণীকা ১৯৯৭, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯
- সফর নামা আজমীর
- বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত (সুন্নী ফাউন্ডেশন)
- ইরফানে শরীয়াত (বঙ্গানুবাদ)
- ফতোয়ায়ে ছালাছীন
- কারামাতে গাউসুল আজম

প্রাপ্তি স্থানঃ

১.উজ্জীবন লাইব্রেরী

কাদেরিয়া তৈয়েবিয়া আলিয়া (কামিল) মাদরাসা, জয়েন্ট কোয়ার্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

২. ৩/৯ জয়েন্ট কোয়ার্টার, মাদ্রাসা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

৩. **গাউছুল আজম জামে মসজিদ**, উত্তর শাহ্‌জাহানপুর, ঢাকা।

৪. **মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা**, আন্দরকিল্লাহ, চট্টগ্রাম।

৫. **জাগরন ইন্টারন্যাশনাল এন্ড প্রিন্টার্স**, ১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লাহ, চট্টগ্রাম।

আরো ইসলামী বই পেতে
ভিজিট করুন:
www.yqadri.blogspot.com
faceboo.com/Y.BICS
twitter.com/Aayqadri